সম্মোহন

সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়





স ঙ্গী তা ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

সম্মোহন



ধু-ধু গ্রীষ্মের এক আতপ্ত দুপুরে চারটে সেক্স স্টার্ভড মেয়ে ইলোনা কুহু মিত্রার এসি বেডরুমে আট হাঁটু এক করে বসে অনেকটা আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় আলোচনা করছিল নিজেদের যৌন জীবন! তাদের মধ্যে ইলোনা কুহু মিত্রা তো ছিলই। আর ছিল লায়লা, সুনেত্রা, লাবণ্য। তিন জনই ইলোনার বান্ধবী। এতটা কনফেশনমূলক আলোচনা, এত দূর স্বীকারোক্তি পরস্পরের কাছে ইতিপূর্বে তারা কখনও করেনি। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্পর্ক এবং যৌন অভিজ্ঞতা বিষয়ে বহুলাংশে অবগত। কিন্তু আজ যেন উত্তাল সমুদ্রবক্ষে

বাঁধন ছেঁড়া ডিঙির মতো তারা ভাসতে লাগল যে যার নিজের গল্পে! এত কাল গভীর বন্ধুত্বের মধ্যেও যে যার নিজের সম্মানকে প্রেফারেন্স দিয়ে এসেছে। আজ সেই সমস্ত চক্ষুলজ্জা পরিহার করে নিজেদের গোপন ব্যর্থতা, অপমান, পাপ, স্বেচ্ছাচারিতাকে বর্ণনা করে, হেসে, কেঁদে, ঠেলাঠেলি করে, বিয়ারের বোতল থেকে ঢক ঢক করে বিয়ার পান করে তাকে একেবারে প্রাণবন্ত করে তুলতে লাগল অশ্রাব্য, কুশ্রাব্য ভাষায়! মেয়েগুলো পরস্পরকে খেমটা নাচ দেখাতে লাগল! হিজড়েদের মত তালি বাজাতে লাগল, যৌন আনন্দের ধ্বনি দিতে-দিতে চোখ বন্ধ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল বিছানায়!

কথাটা শুরু হয়েছিল অনেকটা এভাবে, সুনেত্রা বলেছিল, "এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশেই মেয়েদের সেক্স ড্রাইভ সবচেয়ে বেশি হয়। আমার এখন আর ওসব হাত ধরল, চুমু খেলো-টেলো ওসবে কোনও কিছু যায় আসে না। আমার এখন মাথার মধ্যে ধরো, মারো, কাটো, রক্ত বইয়ে দাও! আর এখনই আমার সঙ্গে সেক্স করার কেউ নেই! মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার!"

পেশায় অধ্যাপিকা সুনেত্রার ব্রেস্ট ক্যানসার ধরা পড়েছে কয়েক মাস আগে। ফার্স্ট স্টেজ, চিকিৎসা চলছে। মাঝে-মাঝে অকারণেই রক্তপাত শুরু হয় ওর ইউরিনারি ট্র্যাক থেকে। ব্যথায়, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে থাকে সুনেত্রা কখনও-কখনও। তা সত্ত্বেও সুনেত্রাকে কখনও মরে যাওয়ার কথা বলতে শোনেনি ইলোনা কুহু মিত্রারা। সেই দুপুরে বলতে শুনল। বলতে গিয়ে সজল হয়ে উঠল সুনেত্রার চোখ। সুনেত্রা বলল, "সেই চোদ্দ বছর বয়সে লুকিয়ে সেক্স করেছিলাম পাড়ার দাদার সঙ্গে। সেই প্রথম স্বাদ পেয়েছিলাম। তারপর থেকে চিরকাল ভেবে এসেছি, আমি বোধ হয় খুব খারাপ! আমার মধ্যে ড্রাইভটা বেশি! প্রেমে পড়া মাত্র বিছানায় চলে যাই! কিন্তু এখন বুঝতে পারি, একাধিক পুরুষের সঙ্গে শুলেই কি দারুণ সেক্স লাইফ বলা যায়, বল? এত খাপছাড়া, এত অনিয়মিত যৌন জীবনে আমি তো শুধু তাড়নাই ভোগ

করেছি। আনন্দ পেয়েছি কতটুকু? আর অরিন্দমের সঙ্গে তো আমার ওটা এক-দু'বছরও ছিল না। শিলাজিৎও চলে গেল বম্বে! অতএব, কুড়ি বছরের যৌন জীবনে আমি অ্যাকচুয়ালি সেক্স করেছি হাতে গোনা ক'দিন!" অরিন্দম সুনেত্রার স্বামী। ১০ বছরের উপর ওদের বিবাহ জীবন। সুনেত্রার একটা ছেলেও আছে। আর শিলাজিতের সঙ্গে সামান্য কয়েকদিনের একটা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সুনেত্রার।

আগল একবার খুলে যাওয়ার পর যে যার নিজের কথা ব্যক্ত করতে লাগল নির্বিবাদে। ইলোনা কুহু মিত্রা বলে দিল যে, সে চার বছর বয়স থেকে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত। যদিও কেউ বিশ্বাসই করল না তাকে!

লায়লা বলল, "বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলিস না ইলোনা! চার বছর? আর ইউ কিডিং?"

ইলোনা বলল, "দাঁড়া, আমি সিগারেটে দুটো টান দিয়ে এসে বলছি!"

"না, না, না, না! ওসব হবে না, গল্প ভেবে এসে বলবি। এখনই বল!"

ইলোনা বলল, "আমি চিরদিন জানি যে, যৌনতার সঙ্গে মনের কোনও সম্পর্ক নেই! শরীর শরীরেই শেষ। এই জন্য আমি হোমোসেক্সুয়াল, বাইসেক্সুয়াল এই সব কৃতনিশ্চয় আইডেন্টিটিতে বিশ্বাই করি না! এনি থিং অ্যান্ড এনি বডি ক্যান গিভ ইউ দ্যাট প্লেজ়ার! আমাদের প্লেজ়ারের ওরিয়েন্টেশনের জায়গাটা এইটুকু। একটা হোল কিংবা একটা পেনিস, যার চারপাশে কতগুলো আনন্দ গ্রহণের ইন্দ্রিয় আছে। বাকিটা কল্পনা! তখন সত্যিই আমার চার বছর বয়স। একদিন চেয়ারে বসে দোল যাচ্ছি, চেয়ারের পায়াগুলো উঠছে-নামছে, ঘট ঘট করে শব্দ উঠছে, মা চেঁচাচ্ছে কিচেন থেকে, 'কোরো না কুহু, পড়ে যাবে, মাথায় লাগবে!' আমি শুনছি না, অবাধ্যতা করছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমার ওখানে কেমন একটা আরাম হচ্ছে! আমার ভীষণ ভাল লাগছে! আই ডিডন্ট নো যে ওগুলো স্প্যাজ়ম, লং স্প্যাজ়ম! আমার ভাল লাগছিল, তাই করছিলাম। মনে ধরে গেল ব্যাপারটা। মনে পড়লেই আমি ওরকম করতাম। খেতে বসে করতাম, পড়তে বসে করতাম। স্কুলেও করতাম। একদিন স্কুলে এরকম করছি, দুলছি, আমাদের একজন নিগ্রো টিচার ছিলেন, উনি এসে ঠাস করে আমাকে চড় মেরে দিলেন, 'ডিডন্ট আই টেল ইউ নট টু মেক নয়েজ়?' মা-ও মারল একদিন। তখন দেখলাম যে, আমি সকলের সামনে চেয়ারে বসে দুলতে পারছি না! দেন হোয়াট ডু আই ডু? আমার তো নেশা হয়ে গিয়েছে! আই ওয়জ় সো ইনোসেন্ট, আমি দেখলাম, শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে মুভ করলেও আমার ওরকম আনন্দই হচ্ছে! তখন তো আর নয়েজ় করছি না। মায়ের সামনেই ওরকম করলাম একদিন। মা বলল, 'এটা তুমি কি করছ?' আমি বললাম, 'এখানে আমার আরাম হয়!' মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল! তারপর বকা, ঝকা, মার। সো আই স্টার্টেড হাইডিং অ্যান্ড বাই দ্য টাইম আই ওয়জ় সেভন-এইট ইয়ারস ওল্ড, আই ডেভেলপড আ কমপ্লিট ওয়ে অফ মাস্টারবেশন, মাই ওন স্টাইল! আর ১২ বছর বয়স হতে-হতেই আই স্টার্টেড পুশিং থিংস!"

লাবণ্য বলল, "প্রথম-প্রথম আমি যখন মাস্টারবেট করতে শুরু করলাম, তখন আমি কি ফ্যান্টাসাইজ় করতাম বলত? মাকে বাবা করছে! উফঃ, তারপর গ্লানিতে মনটা ভরে যেত আমার! বোধ হয় এই কারণেই আমি বাবা-মার থেকে এত দূরে সরে গেলাম, তাই না ইলোনা?"

সুনেত্রা বলল, "কোনও সায়কায়াট্রিস্ট এটা শুনলে বলবে ইলেকট্রা কমপ্লেক্স!"

শুনে মুখ কালো হয়ে গেল লাবণ্যর।

শেষ গল্পটা বলল লায়লা, তাও সুনেত্রা আর লাবণ্য চলে যাওয়ার পর। লায়লা বলল, "তুই জানিস আই ওয়জ় রেপড।"

ইলোনা কুহু মিত্রার মতো ডানপিটে মেয়েও প্রথমে ভাবল, ভুল শুনছে!

লায়লা বলল, 'অসমের চা বাগানের মধ্যে বাংলো ছিল আমাদের। তখন ধর, আমি চোদ্দ-পনেরো হব, চা বাগানের পাশের বস্তিতে থাকতে এল দুটো অদ্ভুত ছেলে। প্রচার হয়ে গেল যে, ওরা আলফা জঙ্গি! পুলিশ একবার ধরেও নিয়ে গেল ওদের। তারপর ছেড়েও দিল, অ্যাকচুয়ালি ছিল নাকি ছিল না, আমি জানি না। আমাদের বারণ ছিল বস্তিতে যাওয়া। তখন তো ওখানে সব সময় আলফাদের ভয়। রাতের পার্টি-টার্টিতে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল বাবা। বেরলেই কারা যেন জিপে করে আমাদের ফলো করত! হেড লাইট নিভিয়ে গাড়ি চালাত বাবা। কিন্তু ওই দুটো ছেলেকে আমার ভাল লাগত, জানিস? একটা চোরাগোপ্তা মুগ্ধতায় তিরতির করত ভিতরটা। ওরা তাকিয়ে থাকলে আমিও তাকিয়ে থাকতাম! ওরা ইশারা করলে আমি সাড়া দিতাম। একদিন একটা ছেলে আমাকে ডাকল ওদের ঘরে। আমি রাতের অন্ধকারে টয়লেটের পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলাম ওদের ঘরে," লায়লা থামল, "দে ডিডন্ট আটার আ সিঙ্গল ওয়র্ড। আমি ঢুকলাম আর ওরা আমাকে রেপ করল, বোথ অফ দেম! দু' বার-দু' বার করে। কোনওদিন কাউকে কিছু বলতে পারিনি। কারণ, অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়েছিলাম তো আমিই! কীভাবে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম, কীভাবে সারভাইভ করেছিলাম, জানি না! এখন বুঝতে পারি, আমার একটা মানসিক চিকিৎসা তখনই হওয়া দরকার ছিল। তা হলে জীবনটা হয়তো এত অস্বাভাবিক হত না!"

"এখনও তো সেটা করতে পারিস। কোনও ভাল সায়কায়াট্রিস্টের কাছে তো যেতে পারিস লায়লা?" ইলোনা বলল।

"দু' মাস হল আমি একজন হিপনোথেরাপিস্টের কাছে যাচ্ছি রে ইলোনা! আই হোপ যে, আমি সেশনগুলো কন্টিনিউ করতে পারি। এত কাজের চাপ চলছে, নিজের জন্য সময়ই নেই। কতদিন পর আড্ডা দিলাম বল তো?"

"তোর হিপনোথেরাপিস্টের নাম কী?"

"নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি! তিব্বতি নোম্যাড মেয়ে!" বলল লায়লা।

সেদিনই ইলোনা কুহু মিত্রা অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখল! সে দেখল, সে চোদ্দ-পনেরোর একটা মেয়ে। স্কুল ড্রেস পরা, ছোট স্কার্ট-টাই-কোট পরা। ঝুঁটি বাঁধা চুল নিয়ে আর শু পরে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা বিরাট ফুটবল গ্রাউন্ডে। সেই মাঠটায় ঘাস নেই, শুধু বালি। হাঁটতে গেলে ভিজে-ভিজে বালিতে পা বসে যাচ্ছে। সেই মাঠটার একদিকে গথিক ব্রিটিশ স্থাপত্যের উঁচু একটা বাড়ি, অন্য তিনদিকে পাহাড়, পাহাড়, সারি-সারি পাহাড়! সূর্য ডুবে আসছে, পাহাড়ের একদিকের ঢাল অন্ধকার, অন্য দিকে কমলা আলো। লম্বা-লম্বা গাছ সূর্যের অস্তাচলের সঙ্গে-সঙ্গে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে! দূরের চার্চে ঘণ্টা বাজছে। এই ঘণ্টা পড়লে যে যেখানে আছে, তাদের সকলইকে ফিরে আসতে হয় স্কুলের ভিতরের মাঠে। সেখানে লাইন করে দাঁড়াতে হয়। অতঃপর চলে যেতে হয় ডাইনিং রুমে সাপারের জন্য!



তারপরই এই দৃশ্যটা বদলে যাচ্ছে! ইলোনা কুহু মিত্রা দেখছে একটা অন্য ঘর। সেখানে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সেই টেবিলে গাদা-গাদা বইপত্রের মাঝখানে কেউ একজন শুইয়ে দিয়েছে তাকে। শুইয়ে দিয়েই তার স্কার্ট তুলে খুলে নিয়েছে প্যান্টি! জুতো মোজা পরা পা দু' ফাঁক করে শুয়ে আছে সে আর সেই উন্মুক্ত যোনির সামনে এক বিরাটকায় মানুষ দণ্ডায়মান! তার পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে আছে। লোকটা নগ্ন! একটু ঝুঁকে পড়ে সে ইলোনা কুহু মিত্রার হাত দুটো পিষে ধরছে টেবিলের সঙ্গে। লোকটা এবার তাকে বিদ্ধ করবে...আর ঠিক এখানেই



থমকে যাচ্ছে সময়। ইলোনা কুহু মিত্রা দেখছে, লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ইলোনা কুহু মিত্রা দেখছে, সে নিজেও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে! স্বপ্নের মধ্যে ইলোনা কুহু মিত্রা বুঝতে পারছে, স্বপ্নের ভিতরের ইলোনা কুহু মিত্রা কী অবিশ্বাস্য মনের জোর প্রয়োগ করে লোকটাকে থামিয়ে রেখেছে ওই অবস্থায়! স্বপ্নের মধ্যে ইলোনা কুহু মিত্রা বুঝতে পারছে, স্বপ্নের ইলোনা কুহু মিত্রার ধক-ধক করছে মাথার ভিতরটা। লোকটা আর ইলোনা কুহু মিত্রা তাকিয়ে আছে দু'জনে দু'জনের দিকে। টিক-টিক-টিক করে এগিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা। আর কোনও শব্দ নেই। আর কোনও নড়াচড়া নেই! জীবনের দীর্ঘ, দীর্ঘতম স্বপ্নটা দেখেই যাচ্ছে ইলোনা কুহু মিত্রা...শেষ করতে পারছে না কিছুতেই, অবসন্ন হতে পারছে না কিছুতেই!

ঘুম থেকে উঠে ইলোনা কুহু মিত্রা ভাবছে, এ কী স্বপ্ন! আর সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকছে! দিনদু'য়েক পরে ইলোনা ভাবছে, এরকম একটা স্বপ্ন কি সত্যিই দেখেছিল সে? নাকি জেগে-জেগে ভেবেছিল? দশ দিন পর সে ভাবছে, ওটা স্বপ্নই ছিল তো? মাসখানেক পর ঠোঁট কামড়াচ্ছে সে একান্তে বসে, স্বপ্ন? নাকি কোনও সত্যি ঘটনা, ওটা তারই স্মৃতি? আরও সময় যেতে-যেতে সে ভুলে যাচ্ছে, ওটা স্বপ্ন ছিল, ওটা তার কাছে বাস্তব হয়ে উঠছে। ক্রমশ সে বিশ্বাস করছে, ওটা একটা বাস্তব যার স্মৃতিকে ইলোনা এত দূর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল যে সবটা ঠিক মতো মনে নেই! তারপর কি হল মনে নেই! লোকটা কি তাতে জোর করে করেছিল? সে কি তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল? এমন গভীর ঘুম যে আর কিছু বুঝতে পারেনি?

প্রকৃত প্রস্তাবে, মেঘদূত বলে ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনে কেউ কখনও ছিল না!

জীবনের দীর্ঘ, দীর্ঘতম স্বপ্নটা দেখেই যাচ্ছে ইলোনা কুহু মিত্রা...শেষ করতে পারছে না কিছুতেই, অবসন্ন হতে পারছে না কিছুতেই!

এখানে 'জীবনে থাকা' বলতে জীবনে একটা মাহাত্ম্য নিয়ে, একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা নিয়ে থাকার কথাই বোঝাচ্ছে! যেমন ধরা যাক, সায়ন দে! ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনে 'সায়ন দে' বলে আদতে কেউ নেই। অথচ সায়ন এবং ইলোনা একই অফিসে কাজ করে। সায়ন খুব ভাল ছেলে। বয়সে ইলোনার চেয়ে ঢের ছোট। ইলোনার মতোই সায়নও রোজ নাইট শিফ্‌ট করে, নানা সুবিধার্থে। সায়নের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ইলোনা অনেক কথা জানে। যেমন, সায়ন জিন্‌স আর পাঞ্জাবি পরতে ভালবাসে। গোল্ড ফ্লেক খায়। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস কম নিয়ে মাস্টার্স করেছে। ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। ওর বান্ধবীর সঙ্গে ওর আর কয়েক মাস পরই বিয়ে। শেষ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ও ওর বান্ধবীকে ফোনে চুম্বন পাঠায়। মাঝে-মাঝে ইলোনা আর সায়ন কম্পিউটারে হরর মুভি চালিয়ে দেখে। ইলোনা ভয় পেতে খুব ভালবাসে, তাই দ্যাখে আবার লাফালাফিও করে! ভয়ের চোটে পারলে সায়নের কোলেই উঠে পড়ে!

কখনও-কখনও এরকম হয়, ইলোনা কুহু মিত্রা ডিনার না করেই অফিসে চলে আসে এবং রাত বাড়তে-বাড়তে ভীষণ খিদেও পেয়ে যায় তার। তখন অফিসের কাফেটেরিয়া ধোওয়া-মোছা চলছে। খাবার বলতে পাওয়া যাবে চা, কফি, কোল্ড ড্রিঙ্ক, চিপস, বিস্কিট! সেরকম দিনে ইলোনা হয়তো সায়নকে গিয়ে বলে, "খিদে পেয়েছে, কী করা যায় বলো তো?"

সায়নও হয়তো কোনও কারণে না খেয়েই চলে এসেছে, তখন সেই রাত একটা দেড়টা নাগাদ দু'জনে বেরিয়ে ধাবা থেকে রুটি-তরকা, কাবাব, ডায়েট কোক কিনে এনে কাফেটেরিয়ায় বসে গল্প করতে-করতে খায়। ইলোনা আর সায়ন! এই সময় মুখোমুখি খেতে বসে যে কথাবার্তা হয় দু'জনের মধ্যে, তাতে কান পাতলে বোঝা

যাবে, ইলোনা কুহু মিত্রা আর সায়ন পরস্পরের সঙ্গে কোনওভাবেই রিলেট করতে পারছে না। ইলোনা কুহু মিত্রার জীবন আর সায়ন দে-র জীবনের মধ্যে এত পার্থক্য যে, সেটা সম্ভবই নয়। তা সত্ত্বেও কথা যে হয়, সেটা ঘটনা। সেটা দেখা গিয়েছে।

সাধারণত রাতের আকাশকে সূর্য পিন ফুটিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার আগেই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসে ইলোনা। একাকী গাড়ি চালিয়ে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স থেকে শরৎ বসু রোডে নিজের বাড়িতে ফেরে। এই সময় তার যাবতীয় চেনা পরিচিত মুখগুলো, এমনকী তার দাদা, বউদি, সঞ্জয় আর ধরিত্রীও বিছানা আঁকড়ে ঘুমে অচেতন। নিজের জীবনের একাকিত্বকে এই সময় সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন লাগে ইলোনা কুহু মিত্রার। ঠান্ডা-ঠান্ডা হওয়া বয়, শূন্য-শূন্য পথঘাট, পেট্রলের গন্ধ নেই, ধুলোগুলো বাতাস ছেড়ে লুটিয়ে পড়েছে পথের উপর, গাছের পাতা পড়া দেখা যাচ্ছে। অন্য সময় একা লাগলে ইলোনার নিজেকে ভয়ঙ্কর দোষী মনে হয়! মনে হয়, নিঃসঙ্গতা অনুভব করার মধ্যে একটা অন্যায় আছে। তখন নিজেকে দায়ী তো সে করে না। বরং এই পর্বটাকে প্রলম্বিত করতে চেয়ে সোজা আর ছোট রাস্তাটাকে টেনে বাড়িয়ে কিছুটা এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে শহরের বুকে। পথ ঘুরিয়ে নিয়ে সে হয়তো চলে যায় সাদার্ন অ্যাভিনিউ, লেক গার্ডেন্সের ব্রিজ। হয়তো তখন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের রাস্তা সারাইয়ের কাজ হচ্ছে। রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড দিয়ে।

ইলোনা কুহু মিত্রা দাঁড়িয়ে পড়ে দেখে বিরাট একটা চুল্লি তৈরি করে তাতে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে আলকাতরা। কতগুলো রোগা-রোগা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেই আগুন ঘিরে। তাদের মুখ আলোয় উদ্ভাসিত! তাদের শরীর তপ্ত লৌহশলাকার মতো লাল! দেখে ইলোনার মনে হয়, উগ্র, উদ্ভিন্ন এক আশা নিয়ে লোকগুলো তাকিয়ে আছে আগুনটার দিকে! যেন সেই আগুন আসলে যজ্ঞের নিমিত্তে প্রস্তুত। যেন গলগল করে বেরতে থাকা কালো ধোঁয়ার মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসবে অতিকায় কোনও দৈত্য আর তাকে চালনা করবে ওই ক্ষয়াটে, গোটানো প্যান্ট, খালি গা, মাথায় গামছা জড়ানো মানুষগুলো! এই দৃশ্য ইলোনা কুহু মিত্রাকে রোমাঞ্চিত করে। তার মনে হয়, এই আপাত আলকাতরা জ্বাল দেওয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ওদের গোপন সাধনাকে সে ধরে ফেলেছে!

এই সময় রাস্তায় যেসব গাড়ি চলে, তারা ঝড়ের গতিতে ছোটে। ফল আর সবজি বোঝাই ম্যাটাডোর, আলুর বস্তা বোঝাই লরি, ফাঁকা অন্ধকার বাস। তার চালকরা এরকম রাতে একটা মেয়েকে একা গাড়ি চালাতে দেখলে কোনও আদিম উল্লাসে হর্ন বাজায়, হল্লা করে ওঠে, সাইড দিতে চায় না, চেপে আসে গায়ের উপর। ইলোনা কুহু মিত্রা জানে, পথ যতটুকুই হোক রাত তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় সেই পথটুকুই হয়ে উঠতে পারে বিপদসঙ্কুল! কিন্তু কোনও এক নেশায় সে রোজ ওই সময়ই বাড়ি ফিরতে চায়। আর ধরে নেয় যদি বিপদ ঘনিয়ে আসে, যদি ফোন করার পরিস্থিতি থাকে তা হলে সে দাদা, বউদিরও আগে সায়নকেই ফোন করবে এবং সে নিশ্চিত সায়ন সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে!

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনে সায়ন বলে আসলে কেউ নেই! কোনও মাহাত্ম্য নিয়ে, কোনও বিশেষ ভূমিকা নিয়ে নেই!

ঠিক সেভাবেই ইলোনার জীবনে মেঘদূত বলেও কেউ কখনও ছিল না। বা বলা যায়, সায়ন যেমন ন্যূনতমভাবে আছে, ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনে মেঘদূত ততটুকুও ছিল না। কিন্তু একদিন হল কী, দুপুরে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ইলোনা যাচ্ছিল চৌরঙ্গিতে তার ব্যাঙ্কে, ছ' মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জোগাড় করতে। ব্যাঙ্কের অ্যালটেড পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি পার্ক করতে যাবে, এমন সময় একটা ট্যাক্সি তাকে ওভারটেক করেই প্যাসেঞ্জারের হাতছানিতে ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে গেল তার সামনে। কিছু ভেবে ওঠার আগেই ইলোনাকেও বাঁ-দিকে ঘুরে গিয়ে ব্রেক কষতে হল। অমনই পিছনের সাদা গাড়িটাও ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রায় তাকে ধাক্কা মারতে-মারতে! ইলোনা শুনল, গাড়িটার ড্রাইভার বিশ্রী গালাগালি করে উঠল তাকে।

কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাবে আর গালাগালি শুনবে না, এ কখনও সম্ভব? কিন্তু ইলোনা কুহু মিত্রা কর্ণপাতও করল না। পিছনের গাড়িটির ব্যাক ডোর দিয়ে নেমে এল একজন পুরুষ। এসে দাঁড়াল তার জানলায়, কাচে টোকা মারল। ইলোনা দেখে চিনতে পারল লোকটাকে, মেঘ রায়!



মেঘদূত জিন্‌সের দু' পকেটে হাত রেখে বলে উঠল, "ভেরি সরি! আপনার কোনও দোষ নেই, আমি দেখেছি। আসলে এসব পরিস্থিতিতে ড্রাইভারদের মুখ থেকে অনিবার্যভাবে গালাগালি বেরিয়ে আসবেই। কিছু করার নেই। যতই শেখাও, শিখবে না। এটা হল বাই ডিফল্ট! আপনি প্লিজ় কিছু মনে করবেন না!"

চোখ থেকে রোদচশমা খুলে ফেলে মেঘদূত রায়কে ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "না, এগুলো কোনও ব্যাপারই নয়! আমিও দেখেছি, এরকম সময় আমার জিভেও সুন্দর-সুন্দর শব্দই ভর করে!" বলতে-বলতে সে নেমে এল গাড়ি থেকে।

মেঘদূত গালের ঘন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "আমি তো সব সময় বলি, মেয়েদের একটু বেশি সম্মান করবে। মনে-মনে করবে তো বটেই, সেটা দেখাবেও। বয়স্ক মহিলা রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ি আস্তে করে দেবে...কিন্তু বললে কী হবে? করে ফেলে! যেমন এখন করে ফেলল।"

ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "আপনি লজ্জিত হবেন না, আমি কিছু মনে করিনি!" কিন্তু চাইলে সে বলতে পারত, 'আপনি লজ্জিত হবেন না মেঘ, আপনার মিউজ়িকের মধ্যে দিয়ে আপনার রুচিবোধ, আপনার মানসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'আমরা' বলতে অবশ্যই সাধারণ মানুষদের কথা বলছি। যারা আপনার মিউজ়িক শুনি, ভালবাসি, আপনার মিউজ়িক সভ্য পৃথিবীর মানুষের মত মননশীল, আধুনিক, শিক্ষিত, দীক্ষিত। তাকে হয়তো একটা বিশেষ মুভমেন্টের তকমা দেওয়া যাবে না, কিন্তু সেটা এই সময়ের সব মানুষেরই ভাল লাগবে। যেমন ধরুন, রাগ-রাগিণী। রাগ-রাগিণী এতই চিরন্তন যেন অনেকটা সূর্য-চন্দ্র ওঠার মতো! পৃথিবীতে 'মানুষ' নামক স্পিসিসটা থাকলেও সূর্য-চন্দ্র উঠত, না থাকলেও উঠত। কিন্তু কারও-কারও মিউজ়িকের মধ্যে মানব সভ্যতার যে জার্নিটা, তার একটা ছাপ থাকে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এখন অবধি মানুষ যে ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে-বদলাতে এসেছে, সেই উৎকর্ষের প্রলেপ থাকে। সেই সঙ্গীত একেবারে মানুষেরই সঙ্গীত, প্রকৃতির সঙ্গীত নয়। আপনি সেই মাপেরই একজন সঙ্গীতকার, ততটাই বিদগ্ধ!

আপনি যে আপনার ড্রাইভারকে পথে-ঘাটে চলাফেরা করা নারীকুলকে সম্মান প্রদর্শনের সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন, এই নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই!' কিন্তু দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে কি এভাবে কেউ কারও সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হয়? চৌরঙ্গির উপর দুটো বেঁকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেউ কাউকে এসব কথা বলে?

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া গাড়িগুলো কড়া চোখে তাকিয়ে দেখছে তাদের! হর্নও বাজাচ্ছে। মেঘ একটু হেসে, 'ধন্যবাদ' বলে নিজের গাড়িতে উঠে গেল। সে-ও গাড়িতে ফিরে গিয়ে গাড়ি ঠিক করে পার্ক করে ঢুকে গেল ব্যাঙ্কে।

কিন্তু সংশয় একটা দেখা দিল ঠিকই! তার

মানে কি ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনে মেঘ রায় ছিল? কোনও একরকম ভাবে ছিল? এমনকী, তাকে সায়নের মতো অকিঞ্চিৎকর থাকাও বলা যাবে কি?

বন্ধুরা, আত্মীয়রা, কর্মসূত্রে পরিচিতরা যেভাবে আমাদের জীবনে থাকে, তার বাইরেও কিছু মানুষ, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনওদিনও আলাপ হয়নি, কথা হয়নি, যারা কস্মিনকালেও আমাদের 'আমরা' বলে চেনে না, 'মাস' বলেই মনে করে আমাদের, সমষ্টিগত আখ্যায় ভূষিত করে, যেমন পাঠক, যেমন দর্শক, শ্রোতা, নাগরিক, ভোটার, দেশবাসী, সেই তাদের সঙ্গে আমাদের কিন্তু নিজস্ব, কখনও খুবই ব্যক্তিগত একটা যোগসূত্র তৈরি হয়। তারা আমাদের আলাদা করে না চিনলেও আমরা তাদের চিনে থাকি। এভাবে ঝোলা কাঁধে হেঁটে যাওয়া কাউকে দেখে আমরা বলে উঠি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, কবি অমুক হেঁটে যাচ্ছেন। তোর মনে আছে, ক্লাস নাইনের জন্মদিনে তুই আমাকে ওঁর কবিতার বই উপহার দিয়েছিলি?'

প্রচুর মানুষ আমাদের চারপাশে আছে, যাদের আমরা এভাবে একতরফা চিনি। কখনও-কখনও সেই চেনা এত ঘনিষ্ঠতায় উত্তীর্ণ হয় যে, আমাদের বাস্তবতা চালিত জীবনযাপনের মধ্যে অনুভব আর উপলব্ধির অভিসারে তারাই আমাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু সেভাবে দেখলে এই চেনার গণ্ডিটা এত বিশালাকায় হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত খুব কম মানুষই তার বাইরে থেকে যায়, যাদের আমরা বিন্দুমাত্রও চিনি না। চার মাথার ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে ধূলি-ধূসরিত ছেঁড়া পোশাক পরা, চুলে জট যে লোকটা হুইসিলে ফুঁ দিয়ে, এদিকওদিক ছুটে গিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, তার দিকে তাকিয়ে আমরা আকর্ণ হাসি কেন? তাকে পাগল বলে চিনে ফেলি বলেই না? পাশের ফ্ল্যাটে একজন অজানা কণ্ঠস্বরের গান বাজছে মিউজিক সিস্টেমে। লোকটাকে না চিনি, তার গায়ক সত্তাটাকে তো চিনে ফেলি সেই মুহূর্তে? স্ট্রেচারে শোওয়ানো লোকটাকে তো চিনে ফেলি অসুস্থ বলে? বিরাট অট্টালিকার ড্রয়িংরুমে ঝাড়বাতি জ্বলছে, এক নারী ব্যালকনিতে এলেন, রাস্তার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার ভিতরে চলে গেলেন...তাঁর বিত্তের পরিচয়টা তো সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ে গেলাম আমরা? এভাবে প্রতিটি মানুষের সমস্ত পরিচয়ের কোনও একাংশের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেই যায়।

মেঘদূত রায়ের একটা গানই ইলোনা কুহু মিত্রার কলার টিউন। মেঘদূত রায়ের একটা গান ইলোনা কুহু মিত্রা তখন রাতের পর রাত শুনেছে, যখন সে আর ঘুমোতে পারত না কিছুতেই এবং অতঃপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দিনে আর নয়, এবার থেকে রাতেই অফিসে যাবে। মেঘদূত রায়ের গান ইলোনা কুহু মিত্রা যৌবনে পা দেওয়ার আগে থেকেই শুনে আসছে। যত মিউজিক ডিরেক্টরের গান ভাল লাগে ওর, তাঁদের মধ্যে মেঘদূত অন্যতম।

যেদিন মেঘদূত রায়ের সঙ্গে ইলোনার রাস্তায় দেখা হল, বাক্য বিনিময় হল, সেদিনই রাত দশটার সময় অফিসে ঢুকে সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের মাঝের ল্যান্ডিংয়ে কয়েকজন চেনা-অচেনা পরিবৃত অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মেঘদূতকে। পরনে দুপুরের পোশাকটাই। চেনাদের মধ্যে দু'রকম পরিচিতরা রয়েছে। প্রথম পরিচিতরা হল তার অফিস কোলিগ, দেবদত্তা আর পদ্মনাথ। দেবদত্তা চ্যানেলের এন্টারটেনমেন্ট দেখে, বিভাগীয় প্রোডিউসর। আর পদ্মনাভ ফ্লোর ম্যানেজার। এছাড়া দু'জনকে সে চিনতে পারল বিখ্যাত মুখ বলে। একজন ফিল্ম ডিরেক্টর, অন্যজন একটি ব্যান্ডের লিড সিঙ্গার।

ইলোনা কুহু মিত্রা বুঝে নিল, মেঘদূতরা কোনও ছবির প্রোমোশনে গেস্ট হয়ে তার অফিসে অবতীর্ণ হয়েছে। তার অফিসে হরদমই কলকাতাসহ ভারতবর্ষের তাবড় সেলিব্রিটিদের আসা-যাওয়া লেগে থাকে। যেদিন ক্যাটরিনা কাইফ, অভিষেক বচ্চন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিগ শটরা আসেন, সেদিন অফিসের সামনে পুলিশ মোতায়েন করতে হয় উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাতে। ইলোনা এই অফিসে কাজ করেও এখন আর এই বিশেষ দিনগুলোর সাক্ষী হতে পারে না। কারণ, সে অনেক রাতে অফিসে ঢোকে, যখন রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে আসছে, যখন অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকজন।

সেকেন্ড ফ্লোরে স্টুডিয়ো, সেখানেই গেস্টদের জন্য সাজানো-গোছানো গেস্ট রুম আছে। পাশেই একটা ওপেন টেরেস, অনেক সময় গেস্টরা সেখানে দাঁড়িয়ে কফি পান করেন, সিগারেট খান। এই ল্যান্ডিংয়ে মেঘদূতদের দাঁড়িয়ে কথা বলাটা ব্যতিক্রমী ঘটনা নিশ্চয়ই। সে যদি লিফ্‌টে করে উঠে আসত, তা হলে সরাসরি কার্ড পাঞ্চ করে ঢুকে যেত নিউজ় রুমে। মেঘদূতের সঙ্গে দেখাই হত না। কিন্তু লিফ্‌টের সামনে ভিড় দেখে সে সিঁড়ি দিয়েই উঠছিল এবং মেঘদূতকে দেখে দুপুরের ঘটনাটা তার মনে পড়ল মাত্র, তারপর সে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মেঘদূত গলা তুলে ডাকল তাকে, "আচ্ছা, আজ আপনার সঙ্গেই তো দেখা হল না চৌরঙ্গির ওখানে?"

সে ঘুরে দাঁড়াল, "হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো।" বলল মেঘদূত, "আপনি এই অফিসে আছেন?"

ইলোনা কুহু মিত্রার গলা থেকে ঝুলছিল তার আই ডি কার্ড। মেঘদূত নির্দ্বিধায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল তারা বুকের উপর ঝুলে থাকা কার্ডে, "ওকে, ইলোনা কুহু মিত্রা, এম সি ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর। চশমা নেই, ঠিক পড়লাম তো?" ভুরু কুঁচকে তাকাল মেঘদূত তার দিকে।

"হ্যাঁ, ঠিক," বলল ইলোনা।

সাবলীল হাসল মেঘদূত। হাসি ফিরিয়ে দিয়ে ইলোনা ঢুকে গেল নিউজ় রুমে। সিট পেতে তার তখন অনেক দেরি। ডে শিফ্‌টের শঙ্খশুভ্র অত্যন্ত ব্যস্ত প্রোডিউসর। প্রায়ই রাত একটার আগে অফিস ছাড়তে পারে না। ইলোনা তাই এত তাড়াতাড়ি আসেও না অফিসে। এলেও এই সময়টা সে এই ফ্লোর, ওই ফ্লোর ঘুরে বেড়ায়। হয়তো একটু পি সি আর-এ গিয়ে বসল, হয়তো মেকআপ রুমে ঢুকল। আড্ডা দিয়ে কফি খেয়ে বেড়াল।

কিছুক্ষণ পর যখন নিউজ় রিডার কথাকলির সঙ্গে দেখা করতে ইলোনা সেকেন্ড ফ্লোরে নামছে, তখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল মেঘদূত দুপুরের সেই গাড়িটায় উঠে অফিস চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!

এর ঠিক দু'দিন পরে, বাড়িতে দুপুর একটা মতো বাজবে, ইলোনা তখনও বিছানা ছাড়েনি, ঘুম ভেঙে চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানায়, বউদি ফোন করে তাকে বলল, "কুহু তুই উঠেছিস?"

সে বলল, "হুঁ।"

ধরিত্রী বলল, "শোন, চিকি পরশু চলে যাচ্ছে। আজ দুপুরে ওকে নিয়ে বেরিয়ে আমার একটু শপিং করিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন অফিস ছেড়ে বেরতে পারছি না। কারণ, দু'জন ক্লায়েন্ট একইসঙ্গে এসে পড়েছে। তোর দাদা আমাকে বেরতে বারণ করছে। তুই একটা কাজ কর, চট করে তৈরি হয়ে বেরিয়ে চিকিকে তুলে নে। যা পারিস কিনিয়ে দে। আমি সাড়ে পাঁচটার সময় ক্লাবে পৌঁছচ্ছি। শপিং করে-টরে তোরা ক্লাবে চলে আয়, চিকি গ্যালারি সিক্সটি ফাইভ থেকে দিল্লির কোনও ডিজ়াইনারের কুর্তা পায়জামা কিনবে রনির জন্য। আমারও ওখানে একটু যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ক্লাব থেকে আমরা একসঙ্গে যাব। সঞ্চারী ওর ছেলের বউয়ের জন্য একটা লেহঙ্গা-চোলি কিনেছে ওখান থেকে। মিজ়োর বিয়ে ঠিক হলে আমাকেও তো কিনতে হবে। একটু দেখে আসি এই উপলক্ষে। ওঠ, ওঠ, বাবা, চিকিকে ফোন





করে বলে দে।" অনর্গল কথাগুলো বলে কট করে ফোন কেটে দিল বউদি।

ইলোনা উঠে ফোন হাতে টয়লেটে গেল, ডায়াল করল চিকিকে, "তুই রেডি হ', আমি আসছি তোকে নিতে।"

"জানি। কোথায় নিয়ে যাবি কুহু পিপি?"

"তুই বল?" হাই তুলল সে।

"আগে তো রনির পছন্দের দোকানটায় যাই। রনি বলেছিল, ওখান থেকে অনেকগুলো কুর্তা নিয়ে আসতে। আমি দ্যাখ, দু' মাস ধরে শুধু নিজের জন্যই শপিং করে গেলাম, রনির কথা আমার মনেই ছিল না!"

ফোন ছেড়ে ইলোনা কুহু মিত্রা স্নান সেরে নিল, তারপর বাথরোব জড়ানো অবস্থায় চা বসাল কিচেনে গিয়ে। চায়ের জল ফুটে

বাড়ি। বাড়ি না বলে সেটাকে অট্টালিকাই বলা যায়। বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তৈরি। বউদির বাবা অত্যন্ত শৌখিন মানুষ ছিলেন। অ্যান্টিক ফার্নিচারের দারুণ কালেকশন ছিল তাঁর। এখন সেই বাড়ির অধিকাংশ ঘর তালা বন্ধ পড়ে আছে। ফার্নিচারগুলো চাদর চাপা দিয়ে রাখা। এত বড় বাড়ি, এত জিনিসপত্র, কে রোজ ঝাড়পোঁছ করবে? ধরিত্রীর দাদা, বউদিরা বহু বছর আমেরিকায়, ছেলেমেয়েরা সব ওখানেই। ধরিত্রীর ছোড়দা-বউদির একমাত্র মেয়ে চিকি। সেও বাড়ির অমতে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল পড়াশোনা করতে। ওখানেই বিয়ে করে ওখানেই সেটেল্‌ড। কোনওদিনই আর দেশে ফিরবে না। মাসদু'য়েকের জন্য এল, তা-ও দু' বছর পর। চিকি আর মিজো সমান

ইলোনা কুহু মিত্রা কোনওদিনই কোনও পুরুষের জন্য হাতে করে কিছু কেনেনি, বিশেষত শার্ট! দাদা বা মিজোর জন্য কেনার সময় বউদি থাকে।

উঠতে-উঠতে গায়ে হাতে-পায়ে ময়শ্চারাইজার লাগানো হয়ে গেল তার। চায়ের পাতা ভিজে উঠতে-উঠতে চুল ব্রাশ করে সামান্য প্রসাধন সেরে নিল। তারপর চা খেতে-খেতে জিন্‌স আর টিউনিক পরে বেরনোর জন্য তৈরি হয়ে গেল সে।

বেসমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে ইলোনা পৌঁছল সদানন্দ রোডে, ধরিত্রীর বাপের

বয়সিই হবে, ২৬-২৭। ধরিত্রী আর সঞ্জয়ের একমাত্র ছেলে মিজো সেই ১৮ বছর বয়সে আমেরিকা গিয়েছিল কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স পড়তে। আজ এত বছর মিজোও আমেরিকায়।

পৌঁছে মিস্‌ড কল দিতেই চিকি দুদ্দার করে নেমে এল নীচে। ইলোনা গাড়ি ছোটাল হিন্দুস্থান পার্কের দিকে। দোকানটার

দোতলায় জেন্টস সেকশন। বেশ কয়েকটা শর্ট কুর্তা, লং লেংথ পাঞ্জাবি পছন্দ-টছন্দ করার পর হঠাৎ দুশ্চিন্তায় ভেসে গিয়ে চিকি বলল, "কুহু পিপি, ৪২ সাইজটা রনির জন্য বড় হবে মনে হচ্ছে, না রে? ঠিক মতো ফিট না করলে রনি তো খেপে যাবে। বলবে, নিজের বরের সাইজটাও মনে রাখতে পার না?"

ইলোনা বলল, "তুই কি এবার কলকাতায় এসে রনির জন্য কিছুই কিনিসনি? যাওয়ার আগের দিন মনে পড়ল?"

"উফ, কিছুই কিনিনি তা নয়। একটা গুজরাতি জ্যাকেট কিনেছি। কিন্তু সেটা তো ফ্রি সাইজ ছিল!"

ইলোনা কুহু মিত্রা কোনওদিনই কোনও পুরুষের জন্য হাতে করে কিছু কেনেনি, বিশেষত শার্ট। দাদা বা মিজোর জন্য কেনার সময় বউদি সঙ্গে থাকে। হিমাংশু নিজের পোশাক নিজেই কিনত। এখানে যদি বউদি থাকত, তা হলে রনিকে ফোন না করেও প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করা যায়, তার উপায় বাতলে দিত। ধরিত্রীর প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধি। বউদিকে ফোন করল ইলোনা। বউদি ফোন ধরল না, বোধ হয় মিটিংয়ে আছে। ইলোনা কুহু মিত্রা তখন চিকিকে বলল, "এখানে যারা রয়েছে, তুই তাদের সবাইকে একবার করে গিয়ে জড়িয়ে ধর। যাকে জড়িয়ে ধরে মনে হবে রনির বুকে মাথা রেখেছিস, তার..."

কথা শেষ করতে দিল না চিকি, বলল, "ভাল আইডিয়া দিয়েছিস কুহু পিপি! ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ, ওই ছেলেটা লম্বায়-চওড়ায়

একদম রনির মতো।"

ছেলেটা এখানকার সেলসম্যান, তার সাইজ্ ৪০। চিকি গর্বিত-গর্বিত মুখভঙ্গি করে বলল, "বলছিলাম না, ৪২টা বড় হবে?"

চিকি কিছুতেই ছাড়ল না। ইলোনাকে শাড়ি কিনে দিল একটা, সে-ও দুটো স্কার্ট কিনে দিল চিকিকে।

বেরিয়ে এসে ইলোনা জানতে চাইল, "এবার কোথায় যাবি?"

এই সময় ফোন বেজে উঠল চিকির। ফোন ধরে লাফালাফি শুরু করে দিল চিকি। কথাবার্তা শুনে ইলোনা বুঝল, চিকির কলেজের বন্ধুরা ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। পরশু চলে যাবে, আবার কবে আসবে না-আসবে ঠিক নেই...সকলের দেখা হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু তবু যাওয়ার আগে একটা রি-ইউনিয়ন, একটু বিদায় সম্ভাষণ, একটু জড়াজড়ি, কান্নাকাটি!

ফোন রেখে চিকি বলল, "কুহু পিপি, প্রতীক এখানেই আছে কাছাকাছি। ও আমাকে এখান থেকেই তুলে নেবে বলল। আমরা একটু এখানেই ওয়েট করি।"

"আর তোর শপিং?"

"মেলবোর্নে ফিরেই আমাদের একজন ক্লোজ্ ফ্রেন্ডের বিয়ে আছে। ভেবেছিলাম, সেই সেরিমনিতে পরার জন্য রনির একটা ডিজ্ঞাইনার শেরওয়ানি-টানি কিনে নিয়ে যাব, তা হয়েই উঠল না। আর এখন আমার বন্ধুরা আসছে, এখন আর আমার ইচ্ছে করছে না। ভীষণ কান্না-কান্না পাচ্ছে। চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছিটা হঠাৎ বেশি করে মনে হচ্ছে। এই জন্য দেশে ফিরে এতদিন টানা থাকতে চাই না। আমার অভ্যেস নষ্ট হয়ে যায়, এখানে কত আরাম, খাও, দাও, আড্ডা মারো, ঘুমোও, ওখানে জব করছি, পড়ছি, সংসার সামলাচ্ছি! ওঃ গড, আমার ভাবলেই গায়ে জ্বর আসছে কুহু পিপি। আমি দু' মাস নেই, রনি যে বাড়ির কী হাল করে রেখেছে, কে জানে। তা ছাড়া উইকএন্ডগুলো ও ওর বন্ধুদের বাড়িতে কাটিয়েছে, গিয়েই আমাকে তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে!"

"কতক্ষণে পৌঁছবে তোর বন্ধু? আমার খুব খিদে পেয়েছে। চল, সাউথ ইন্ডিয়ান কফি হাউজ্ে গিয়ে বসি, ও এলে তুই চলে যাস।"

"আমি শুধু কফি খাব, তুই কিন্তু পিপির সঙ্গে কথা বলে নিস। আমি আর ক্লাবে যাব না। বাড়ি ফিরতে আমার লেট-ই হবে। তুই কিন্তু কাল লাঞ্চ খেতে আসবি কুহু পিপি।"

সাউথ ইন্ডিয়ান কফি হাউজ্ের ক্যান্টিনে ঢুকে একটা কর্নার টেবল বেছে নিয়ে বসল ইলোনারা। দুটো কফি আর একটা মসালা দোসা অর্ডার দিল সে। কফিটা এসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে, কফি শেষ হতেই ফোন চলে এল চিকির, "এসে গেছে, এসে গেছে। কুহু পিপি, ওই প্যাকেট-ট্যাকেটগুলো আমি আর নিচ্ছি না, তুই কাল নিয়ে আসিস।" তার দু' গালে দুটো চুমু খেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল চিকি। ফোনটা ফেলে যাচ্ছিল, ছুটে এসে আবার ফোনটা নিয়ে চলে গেল।

গালে হাত দিয়ে বসে দোসার অপেক্ষা করতে লাগল ইলোনা কুহু মিত্রা। ক্যান্টিনটা প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। লাঞ্চ টাইমের ভিড়টা চলে গিয়েছে। সে ছাড়া আর দু'জন মাত্র বসে আছে অন্য দু' প্রান্তে। বাইরে জুলাই মাসের রোদ, বাইরের তুলনায় ভিতরটা বেশ ঠান্ডা, আরামদায়ক। যেখানে ইলোনা কুহু মিত্রা বসে আছে, সেখান থেকে তাকালে একটা বড় খোলা জানলা-দরজা দিয়ে চোখে পড়ে এই বাড়িটার চাতালটা। সেখানে একটা বড় আমগাছ। ঝরা পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে চাতালে। ডানদিকে একটা বাড়ির বারান্দা, একটু-একটু ভেঙেচুরে গিয়েছে। দেখে বোঝা যায়, ওই বারান্দাটা বহুকাল অব্যবহৃত, দেয়াল ছেয়ে গিয়েছে মানিপ্ল্যান্টে, পাতাগুলো বৃহদাকার। টেবলের সোজাসুজি কফি হাউজ্ের গেট, আধখোলা। তার ওদিকে হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তা। রাস্তার ওপাশে ছাইরঙা একটা বাড়ি, ফিফটিন বি, বাড়ির গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'বসন্ত নিবাস'। এককালে সুধাংশু মল্লিকদের বাড়ি ছিল ওটা, জয়েন্ট ফ্যামিলি। ওদের বাড়ির একটি মেয়ে, কমলিনী ছিল ইলোনার বন্ধু। কমলিনীর ঠোঁটটা জন্ম থেকে কাটা ছিল। কথা বলতে একটু অসুবিধে হত ওর। ওই বাড়ির তিনতলার বারান্দাটায় যে সাদা রঙের, গোল ঘেরের সায়াটা ঝুলছে সেরকম সায়া বয়স্ক, বৃদ্ধারা পরে। ওটা কার সায়া? কমলিনীর ঠাকুরমার হবে না কোনওমতেই। বেঁচে থাকলে তাঁর একশো বছরের বেশি বয়স হওয়ার কথা। ইলোনা কুহু মিত্রা জানে না, এখনও ওই বাড়ি মল্লিকদেরই আছে কিনা। '৮৭ সালে এই পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল ইলোনারা। তারপর এই পাড়ায় আসা-যাওয়ার কোনও কারণ ছিল না তাদের।



শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ইলোনার মনে হল, শূন্যতার বোধ তো এক ধরনের অনুভব, যাতে মানুষ আক্রান্ত হয়! অর্থাৎ তার তো একটা অস্তিত্ব আছে। আর যার অস্তিত্ব আছে, তা কী করে শূন্য হতে পারে?

দোসাটা এসে যাওয়ার পর এক চামচ সম্বর মুখে তুলতে-তুলতে ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, এই ক্যান্টিনের খোলা জানলা-দরজা দিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া, কাট ওয়ার্ক করা যতটুকু দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এখানে বসে, ঠিক ততটুকুর মধ্যে সময় যেন স্থির হয়ে আছে এই এত বছর! কিছু বদলায়নি! আর ঠিক এটুকুই তার মস্তিষ্কের এত রকম স্মৃতিকে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। সেই স্মৃতির কানেকশনে আরও আরও স্মৃতির পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। এ যেন নিৎসে বর্ণিত সেই 'সেমি-সাইলেন্ট' দশা, যখন সে নিজেকে মনে করছে শূন্যতার দ্বারা আক্রান্ত! যখন সে নিজেকে মনে করছে একা! যখন সে একটা কথাও বলছে না কারও সঙ্গে, তখন তার মাথার মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছে অজস্র কথা, অসংখ্য দৃশ্য। একটা পরিপূর্ণ পৃথিবী তার সখ্য ও বিপ্রতিপন্নতা নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে তার মস্তিষ্ক!

চিকির প্ল্যানটা বউদিকে জানিয়ে দেওয়া দরকার মনে করে এবং নিজের দায়িত্ব সে যে যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছে, সেটা বউদির কানে তুলে দেওয়ার অভিপ্রায়ে ইলোনা কুহু মিত্রা যখন ফোন করতে যাচ্ছে বউদিকে, তখন তার সামনে কেউ একটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, "গালে হাত দিয়ে বসে থাকার কী হয়েছে?"

মুখ তুলে তাকাতে ইলোনা দেখল, মেঘদূত! সে অবাক হয়ে বলল, "আশ্চর্য, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল?"

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে মেঘদূত বলল, "এখানে আমি মাঝে-মাঝে আসি। যদিও এত বেশি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি যে, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আসাটা কমে যাচ্ছে। এবারই এলাম প্রায় ছ'-সাত মাস পরে। বাহাদুর বলতে পারবে ঠিক কতদিন পরে এলাম!'

"বাহাদুর কে?"

"বাহাদুর এখানকার দারোয়ান," মেঘদূত চোখ থেকে চশমাটা প্রশস্ত কপালে তুলে দিল, তাকাল গেটের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য মেঘদূতের চোখ সরে গেল এই সময় থেকে অনেক-অনেক দূরের কোনও সময়ে...আঙুল দিয়ে টেবলে অদৃশ্য দাগ কাটল মেঘদূত, "আমি তো একসময় এখানে থাকতাম, তিন তলায়। তিন বছর ছিলাম। সলিলদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পর তখন আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই...আমি তো সলিলদার বাড়িতেই থাকতাম, খেতাম, ঘুমোতাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আমি তখন নিরাশ্রয়, কিছুদিন থাকলাম বালিগঞ্জ স্টেশনের ওদিকে একটা গেস্ট হাউজ্ে, তারপর এখানে চলে এলাম।'

"সলিলদা কে? সলিল দেব? মিউজ্িক ডিরেক্টর?"

"হুঁ!" মেঘদূতের মুখটা শান্ত। একটা রেখারও চলাচল নেই সেখানে। মেঘদূত তাকে দেখছে, কিন্তু তাকে দেখছে না!



তাকে ভেদ করে অন্য কিছু দেখছে, "আমি ওঁর হাতে তৈরি।"

মেঘদূত কখন এখানে ঢুকেছে, অর্ডার দিয়েছে কিনা, ইলোনা কুহু মিত্রা লক্ষ করেনি। সে বলতে গেল, "কফি খাবেন?" কিন্তু তার আগেই টেবিল এক গ্লাস কফি রেখে একজন ক্যান্টিন বয় মেঘদূতকে বলল, "অনেকদিন পরে এলেন দাদা।"

তাকে মাথা নেড়ে দু' হাত মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মেঘদূত ইলোনাকে বলল, "আপনি খান।"

"আপনি কিছু খাবেন না?"

"ওরা দেবে কিছু একটা ঠিক, বলতে হবে না। তখন বুঝলেন ইলোনা, স্ট্রাগল করছি, সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরেটুরে অনেক রাতে ফিরতাম, খুব মদ খেতাম।" ইলোনা দেখল মেঘদূতের চোখে এবার একটা আলো জ্বলে উঠল, "গেট বন্ধ হয়ে যেত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। ডাকাডাকি করে বাহাদুরকে তোলা যেত না, আমি কী করতাম বলুন তো, ট্যাক্সিটাকে একেবারে গেটের গায়ের কাছে দাঁড় করিয়ে, ট্যাক্সির মাথায় উঠে গেট টপকে লাফিয়ে পড়তাম ভিতরে। এখন আর পারব, এত বড় গেট থেকে লাফ দিতে? অসম্ভব।"

"তখন খুব মদ খেতেন?" মেঘদূতের গল্প শুনতে ইলোনা কুহু মিত্রা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মেঘদূত এত ছড়িয়ে বিস্তারিতভাবে শুরু করেছে গল্প এই অপরাহ্নে, যে তাকে থামানোর কোনও প্রয়োজনও অনুভব করছে না ইলোনা।

"ভীষণ মদ খেতাম। তারপর একদিন ভোরবেলা দেখি গোলপার্কের ফুটপাথে শুয়ে আছি! আর আমার মুখের উপর, গায়ের উপর ম্যাটাডোর থেকে খবরের কাগজের বাণ্ডিল এসে পড়ছে! ভাবলাম, মদ খেয়ে সারারাত রাস্তায় পড়ে থাকলাম? খুব ঘেন্না হল নিজের উপর। ব্যস, ছেড়ে দিলাম। আজ পর্যন্ত আর এক ছিপিও খাইনি! সিগারেটও এভাবেই ছেড়ে দিলাম একদিন!"

"কীরকম?"

"তিন-চার প্যাকেট খেতাম প্রতিদিন, উফ!" নিজের উপরই যেন ভীষণ বিরক্ত বোধ করল মেঘদূত, "তারপর জুরা হওয়ার পর ডাক্তার বলল, 'বাচ্চার সামনে সিগারেট খাবেন না, বাড়িতেই খাবেন না, সিগারেট খাওয়া হাতে বাচ্চা ধরবেন না।' চেম্বার থেকে বেরিয়ে পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সিগারেট প্যাকেটটা। আর খাইনি কখনও। ছাড়তে হলে এভাবেই ছাড়তে হয়! কিন্তু..." মেঘদূত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে, "পারিজাত কখনও বুঝল না, ওর প্রতি, জুরার প্রতি আমি কতটা অনুরক্ত ছিলাম, কতটা কমিটেড ছিলাম! কীভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেল! পারল কী করে বলো তো?"

মেঘদূত এসময়ের একজন বিখ্যাত মিউজিক ডিরেক্টর। ইলোনা মিডিয়ায় আছে, তা না হলেও বিখ্যাত মানুষদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমজনতা অনেক খবর রাখে। তাই হয়তো মেঘদূত ধরে নিয়েছে, ইলোনাও অনেক কিছু জানে মেঘদূতের জীবন বিষয়ে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, ইলোনা কুহু মিত্রা মেঘদূত রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় কোনও তথ্যই জানে না! পারিজাত বলে একজন ব্যস্ত সিঙ্গার ছিল, যার কয়েকটা গান বছর সাত-আট আগে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এখনও সেই গানগুলো এফ এম-এ খুব বাজে। ইদানীং যদিও তার গান আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। নতুন অ্যালবাম-ট্যালবাম বেরিয়ে থাকলে চোখে পড়ত, কিন্তু পড়েনি। মেঘদূত কি সেই পারিজাতের কথাই বলছে? হতে পারে। যাই হোক, কথা বলতে-বলতে কখন নিজের অজান্তেই মেঘদূত 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছে।

পারিজাত কী করে মেঘদূতের বন্ধন ছিন্ন করে গেল, ইলোনা কুহু মিত্রা তার কী

শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ইলোনার মনে হল, শূন্যতার বোধ তো এক ধরনের অনুভব, যাতে মানুষ আক্রান্ত হয়!

জানে! সে কী বলবে ভেবে না পেয়ে, পিঠের উপর ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো টেনে তুলে আটকে নিল ক্লাচ দিয়ে।

মেঘদূত বলল, "তোমার আবার এসব কায়দা-টায়দা আছে নাকি?"

"কী কায়দা?"

"সিগারেট-টিগারেট খাও? তোমাদের অফিসে তো সবাই খায়, মানে, মেয়েরাও!"

"হ্যাঁ, খাই!"

"সিগারেট না খেলে বুঝি মডার্ন হওয়া যায় না? স্মার্ট দেখায় না? স্বাধীনতা প্রকাশ করতে তোমাদের সিগারেটের ধোঁয়ার সাহায্য লাগে কেন? তুমি ভাবো না এগুলো? তোমাকে তো দেখে মনে হয়, তুমি সবকিছু নিয়েই খুব বেশি ভাব!"

"সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ। যেমন তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, তুমি এখন 'হুঁ, হাঁ' করছ! একজন অচেনা মানুষের সঙ্গে তুমি কথা বলবে কি বলবে না, কেনই বা বলবে, এসব ভাবছ। কিন্তু আসলে তুমিও আমার মতো প্রচুর কথা বলতে পার, প্রচুর কথা বলো তুমি।"

একথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল ইলোনা কুহু মিত্রা।

মেঘদূত বলল, "কী সাঙ্ঘাতিক মেয়ে তুমি ইলোনা। তুমি মনে-মনে ভাবছিলে, 'বাবা, এই মেঘদূত রায় লোকটা কী বকবক করে!' ঠিক কিনা বলো?"

ইলোনা স্বীকার করল, সে এটাই ভাবছিল।

মেঘদূত বলল, "তা বলে তুমি ভেব না, আমি যার-তার সঙ্গে কথা বলি। কাউকে-কাউকে দেখে মনে হয়, আমার কথাগুলো এর ভিতরে পৌঁছবে। কথাগুলো সেখানে একটা স্থান পাবে।" নিজের মোবাইলে খুটখাট করল মেঘদূত, "আচ্ছা, তুমি কোথায় থাক বলো তো?"

এই 'বলো তো'-টার মধ্যে যেন একটা আহ্লাদ মাখিয়ে দিল মেঘদূত! আর এই 'বলো তো'টা ইলোনা কুহু মিত্রার দ্বিধাগ্রস্ত মনটাকে দিব্যি সহজ করে দিল! তার মনে হল, হতে পারে মেঘদূত একজন বিখ্যাত মানুষ, হতে পারে মেঘদূত একজন শিল্পী, কিন্তু তার আচার-আচরণ বেশ স্বাভাবিক। লাইক জাস্ট অ্যানাদার নর্মাল গাই। এতক্ষণ পর্যন্ত মেঘদূত নিজের পেশাসংক্রান্ত কোনও কথাই বলেনি। যা বলেছে, তা অনেকটা ব্যক্তিগত আত্মকথন, স্মৃতিচারণা গোছের। এই সাউথ ক্যালকাটা কফি হাউজের সঙ্গে জড়িত থাকা স্মৃতিই এসব বলিয়ে নিয়েছে মেঘদূতকে দিয়ে। ওর মধ্যে কোনও গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপার নেই। যেন ওর সামনে বসে থাকা মেয়েটা কে, সেটা কোন ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। মেঘদূতের বলতে ইচ্ছে করছে, তাই বলছে।

একটা ফোন এল মেঘদূতের, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আসছি!"

ইলোনা বুঝতে পারল, কথা বলতে-বলতে যে-কোনও মুহূর্তে উঠে চলে যাবে মেঘদূত। সে বলতে পারত, আসলে এই বাড়িটার সঙ্গে আপনার যেমন অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে মেঘদূত, আমারও তা আছে। ফিফটিন ডি হিন্দুস্থান পার্ক রোড-ই ছিল আমার পৈতৃক বাড়ি। আমার বাবারা দুই ভাই, এক বোন। বাবা চাকরি করতেন ভিলাইয়ে। সেখানেই খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা যান। আমরা বছরে চার-পাঁচবার কলকাতায় আসতাম। তখন বাবা আমাকে হাত ধরে ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে নিয়ে আসত এই কফি হাউজে। আসলে তখন আমার জেঠুরা জয়পুরে থাকত। ফলে অধিকাংশ সময় খালিই পড়ে থাকত বাড়িটা। নীচের তলাটা অবশ্য ভাড়াটেদের দখলে ছিল। এসব কারণেই বাবা এবং জেঠু পরপর মারা যাওয়ায় আমার জেঠতুতো বড়দা সিদ্ধান্ত নেয় বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার। এত বড় বাড়ি। এত জমি, অনেক দাম পাওয়া গিয়েছিল। সেই টাকার একটা ভাগ পায় পিসি। আর বড়দাই দেখেশুনে লেক রোডের একটা বহুতলে মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাট কেনে। একটা আমার, একটা দাদার। এখন আমরা ওখানেই থাকি। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদাই আমার গার্জেন। দাদা, বউদি, এই আমার ফ্যামিলি। যদিও একটা সময় দাদা আমার উপর ভীষণ বিরূপ হয়েছিল। কথা বলত না আমার সঙ্গে। হিমাংশুকে আমি যে সত্যি-সত্যি বিয়ে করব, দাদা তো বিশ্বাসই করতে পারেনি। যাই হোক, সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আমি আবার আমার ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছি! খাই-দাই দাদার কাছেই। চাকরি করি, কিন্তু দাদা এখনও আমাকে মাসে একটা হাতখরচ দেয়। দাদা একটু কড়া মেজাজের। বউদির কাছেই আমার বেশি আদর। আমার দাদা-বউদি দু'জনেই লইয়ার, হাই কোর্টে প্র্যাক্টিস করে। ওল্ড কোর্ট স্ট্রিটে ওদের চেম্বার...কিন্তু এত কথা বলতে-বলতে মেঘদূত যদি মাঝপথে তাকে থামিয়ে বলে ওঠে 'আমাকে যেতে হবে' এবং উঠে চলে যায়, তা হলে ভীষণ অপমানিত বোধ করবে ইলোনা। আর এটুকু সময়ের মধ্যেই ইলোনা কুহু মিত্রা বুঝে গিয়েছে, মেঘদূত একজন ছটফটে মানুষ। ব্যস্ত তো বটেই। গত বছর একটা ছবির গান ভয়ঙ্কর রকম হিট করার পর মেঘদূতর হাতে এখন অনেক কাজ, অনেক ছবি। তাই সে শুধু বলল, "আমি থাকি লেক রোডে।"

"বরের সঙ্গে?"

"না, দাদা-বউদির সঙ্গে।"

"ক'বার বিয়ে ভেঙেছ শুনি?" মেঘদূতের চোখে দুষ্টুমি।



"একবার।"

"হুঁ!" এই 'হুঁ' বলাটা সম্ভবত মেঘদূতের অভ্যেস, "তুমি মনে হয়, পারিজাতের চেয়ে ছোটই হবে বা ওরই বয়সি," মেঘদূত পারিজাতের বয়স বলল।

"হ্যাঁ, তার মানে সমবয়সি।"

"তোমার নাম্বারটা বলো ইলোনা," মেঘদূত কপাল থেকে চশমা নামিয়ে আনল চোখে, "দ্যাখো, রিং হচ্ছে কিনা! আমার নম্বরটা তুমিও রেখে দাও..." বলতে বলতে মেঘদূত নিজের ফোনটা কানে চেপে ধরল।

এই সময় ইলোনা কুহু মিত্রা নিজের ফোনটা টেবিলের উপর খুঁজে পেল না। ফোনটা সে কখন অজান্তে ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছে। খুঁজে পেয়ে সে যখন মেঘদূতের দিকে তাকাল, দেখল মেঘদূতর মুখের চেহারার রং বদল ঘটেছে। যেন মেঘদূত এমনটাই আশা করেনি! মেঘদূত বলল, "ভালই তো তোমার কলার টিউনটা!"

ইলোনা হাসল এই মন্তব্যে।

"আমার নিজের কম্পোজিশনগুলোর মধ্যে যে এটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের, সেটা কি তুমি জানো? আসলে এই ছবির গান যখন তৈরি হচ্ছে, তখন অলরেডি পারিজাত আর আমার সম্পর্কটা ভাঙতে শুরু করেছে। আমি তখন যারপরনাই ব্যস্ত, বম্বেতে রেকর্ডিং চলছে আর প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, কলকাতায় ফিরে বাড়িতে পারিজাতকে, জুরাকে দেখতে পাব তো? পারিজাত বলে দিয়েছে, যে-কোনওদিন ও চলে যাবে। আর আমি বুঝতেই পারছি না এত ভালবেসে, এত আদর করে রেখেছি যাকে, আমার সন্তানের মা, আমাদের এত স্ট্রাগল করে, এত লড়াই করে গড়ে তোলা সংসার...সেই সময় দু' হাতে রোজগার করছি, কত বিজ্ঞাপনের কাজ, ছবির কাজ — ঠিক সেই সময়ই পারিজাত কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে? কীসের ক্ষোভ, কীসের অভিমান? তখন তো আমি জানি না, ওর আমাকে আর ভাল লাগছে না, কারণ, ও প্রেমে পড়েছে অন্য একজনের! পারিজাতের সেই অভিমান খুঁজেছি আমি এই গানে, এটা আমার জীবনের একটা ইম্পর্ট্যান্ট কম্পোজিশন।"

মানুষ যখন এসব কথা বলে, তখন তাতে মিশে থাকে তীব্র দুঃখের বোধ, বেদনা, দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু মেঘদূত কথাগুলো বলছে কিছুটা ঠাট্টার ছলে। বলছে এমন ভাবে, যেন বিস্ময়ের ঘোরটা ওর এখনও কাটেনি, "ভালবাসা দিয়ে কাউকে ধরে রাখা যায় না ইলোনা।"

"তা হলে কী দিয়ে যায়? টাকা?"



"ধুর, টাকা তো তখন আয় করছি আমি। সেক্স! সেক্স!" বলছে মেঘদূত, "বোধ হয় সেক্স।"

ইলোনা কুহু মিত্রা চুপ করে থাকছে, "তুমিও এসব অসভ্যতা করেছ না তোমার বরের সঙ্গে? তোমরা মেয়েরা সব পার, এ যুগের মেয়েরা। তোমার বাচ্চা নেই?"

"না।"

আবার ফোন আসছে মেঘদূতের, "উফ, জ্বালালো! চলো ইলোনা, আমি উঠি, বিল আমি দিচ্ছি!"

'না! কেন? থাক!' এসব কিছুই বলছে না ইলোনা, প্যাকেট-ট্যাকেটগুলো গুছিয়ে নিয়ে মেঘদূতের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে সে। তার গাড়ি অবধি তাকে এগিয়ে দিচ্ছে মেঘদূত, "দেখা হবে আবার, কথাও হবে!"

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জানলার কাছে দু' পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘদূতকে ইলোনা কুহু মিত্রা প্রায় নিষ্প্রয়োজনেই হঠাৎ বলে ফেলছে, "দেখুন মেঘদূত, এই যে বাড়িটা, এটা আমাদের বাড়ি ছিল। আমার ছোটবেলার অনেকটা এখানে কেটেছে, পরে বিক্রি হয়ে যায়।"

মেঘদূত বাড়িটাকে দেখছে সময় নিয়ে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। মেঘদূত বাড়িটাকে দেখছে, রাস্তাটাকে দেখছে, কফি হাউজটাকে দেখছে, হিন্দুস্তান পার্কের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, সেই বণিকদের বাড়ি অবধি দেখছে এমনভাবে, যেন যখন ইলোনা কুহু মিত্রা থাকত এই পাড়ায়, যখন মেঘদূত থাকত এই পাড়ায়, যখন এই ফ্ল্যাটগুলো হয়নি, যখন ঢাউস অ্যাম্বাসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তাটায়, যখন এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতায়াত করত পাড়ায় মানুষ, পি-থ্রি কোম্পানির লাল, হলুদ টেম্পোগুলো দাঁড়িয়ে থাকত সারিবদ্ধ ভাবে...মেঘদূত যেন মানসচক্ষে সেই পাড়াটাকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এই বদলগুলোর ভিতর থেকে, তারপর বলছে, "আগে বললে না কেন?"

"কী হত তাতে?"

মাথা নাড়ছে মেঘদূত, "জানি না।"

হিন্দুস্থান পার্ক পার হয়ে রাসবিহারি অ্যাভিনিউতে পড়ে ইলোনার মনে পড়ছে, বউদিকে একটা ফোন করা উচিত ছিল। সাড়ে পাঁচটা বাজে, ক্লাবে চলে গেলে হয়। অনেকদিন সাঁতার কাটা হয়নি। তা ছাড়া এ সময় ক্লাবে গেলে হিমাংশুর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাও থাকে না। একটু রাতের দিকে এই কারণেই ক্লাবে যেতে চায় না ইলোনা কুহু মিত্রা। দাদা থাকলে অবশ্য হিমাংশু কখনও কথা বলার চেষ্টা করে না তার সঙ্গে। অনেকদিন তো হয়ে গেল, হিমাংশুকে ছেড়ে এসেছে ইলোনা। হিমাংশু কখনও তার কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি, অ্যাপার্ট ফ্রম তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা ছাড়া। কিন্তু ইলোনা এখনও হঠাৎ করে হিমাংশুকে চোখের সামনে দেখলে কেমন চমকে ওঠে, কেমন ভয় পেয়ে যায়। এই সেদিন যখন সন্ধেবেলা লায়লার সঙ্গে কফি খেতে গেল ইলোনা গুরুসদয় দত্ত রোডে, তখন কফি শপের সামনে হিমাংশুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল সে। ইলোনা জানে, যুক্তি দিয়ে বুঝতেও পারে, গুরুসদয় দত্ত রোডের ওই বিল্ডিংটা হিমাংশুদের। ওই বিল্ডিংটায় একটা বিদেশি ব্যাঙ্কের হেড অফিস আছে, একটা বিখ্যাত রেস্তরাঁ আছে, একটা কফি শপ আছে রাস্তার দিকে, আরও সংস্থার অফিস আছে এবং হিমাংশুদের নিজেদেরও অফিস আছে ওখানে। হিমাংশু তো ওখানে যাবেই। তবু সব সময় ইলোনার মনে হয়, হিমাংশু তাকে ফলো করছে! সেদিনও তার সেটাই মনে হয়েছিল।



সেদিন এমনিই মনটা ভীষণ দুর্বল হয়েছিল ইলোনা কুহু মিত্রার। সে গিয়েছিল ক্যামাক স্ট্রিটে, একটা কাজে। সেখান থেকে বেরিয়ে গুরুসদয় দত্ত রোডে যাবে, লায়লার সঙ্গে ছ'টায় দেখা হওয়ার কথা। লায়লার অফিস বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে। পথে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। মিন্টো পার্কের কাছে সিগনালে আটকে বসে রইল গাড়ি। তখন সন্ধে নামছে। বৃষ্টির তোড়ে আবছা হয়ে গিয়েছে চারপাশ — আবছা মানুষ, আবছা গাড়ি, যানবাহন, আবছা ফ্লাইওভারের নীচে আবছা

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্রবেরি ফেরিওয়ালা, গোলাপ ফুল বিক্রেতা, আর তখনই সামনের বিলবোর্ডে ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল ফুটে উঠেছে একটা লেখা, 'লুম্বিনী, দিস ওয়ে।' স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ইলোনা সেই বিলবোর্ডটার দিকে।

ইলোনা সেদিন খেয়ালই করেনি, কখন সিগনাল সবুজ হয়ে গিয়েছে। পিছনের গাড়িগুলো তারস্বরে হর্ন বাজাচ্ছে। দ্রুত গাড়ি স্টার্ট করে বেরিয়ে যেতে-যেতে বিলবোর্ডটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ছিল সে, সেখানে তখন একজন চেনা নায়িকার মুখ। চেনা গয়নার দোকানের বিজ্ঞাপন, 'লুম্বিনী, দিস ওয়ে।' এরকম তার আগেও দু'-একবার হয়েছে। সম্পূর্ণ ভুল লেখা দেখেছে সে শহরের বিলবোর্ডে! হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ভুল বুঝতে পারে। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর তার মনে হয়েছে সত্যিই ভুল দেখেছিল কি? স্বপ্নে দেখেছিল নাকি? সে ভাবছে ভুল, আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল? গুরুসদয় দত্ত রোডে পৌঁছে হিমাংশুকে দেখে, ভয় পেয়ে সে কফি শপের একটা টেবিলে বসে থাকা লায়লাকে বলতে গেল, "অন্য কোথাও চল! এখানে বসব না!" কিন্তু সে দেখল লায়লা বেশ গুছিয়ে বসেছে, টেবিলের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ল্যাপটপ, ফোন, ইয়ার প্লাগ, হাতব্যাগ, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, জলের বোতল, আধ খাওয়া কফির কাপ, আধ খাওয়া স্যান্ডউইচের প্লেট, ছেঁড়া চিনির পাউচ, গুঁড়ো-গুঁড়ো চিনি আর একটা লাল-হলুদ কভারের মোটা বই! টেবিলে দ্বিতীয় একটা কফির কাপ রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। যাকে বলে, কমপ্লিট মেস! ইলোনা কুহু মিত্রা সামান্য হলেও ভিজে গিয়েছিল, ওয়াশ রুম থেকে ফিরে আসতেই লায়লা বলল, "এই বইটা সেদিন অক্সফোর্ডে পেলাম। আই জাস্ট পিকড ইট আপ! বম্বের ডাল্লবারগুলো ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে কিনা! তুই পড়ে দেখতে পারিস।"

লায়লা অনেক বছর মুম্বইতে ছিল, চাকরি করছিল, তারপর বিয়েও করল ওখানে। এখন ওর বরের সঙ্গে ওর সেপারেশন হয়ে গিয়েছে। এখন লায়লা কলকাতাতেই থাকে। চাকরিতে লায়লার দায়িত্ব অনেক, তাই দুই বন্ধুর দেখাসাক্ষাৎ কমই হয়। আগে থেকে প্ল্যান করে না নিলে দেখা হয় না। ইলোনা কুহু মিত্রার চারপাশের লোকজন সকলেই ভীষণ ব্যস্ত, একমাত্র তারই কোনও কাজের

লায়লা অনেক বছর মুম্বইতে ছিল, চাকরি করছিল, তারপর বিয়েও করল ওখানে। এখন ওর বরের সঙ্গে ওর সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন সুমিতা নামের একটা বাঙালি মেয়ে আমার কাছে বাড়ির কাজ করতে এসেছিল। বাংলাদেশি, কুমিল্লা না কোথায় বাড়ি, অনেক পরে আমি জানতে পারি, ও একজন বারওয়ালি। প্রথম-প্রথম ও নিজের পাস্ট সম্পর্কে কিছু বলতই না, পরে ওর কাছে ওদের জীবনের অনেক গল্প শুনেছি ইলোনা। হরিবল সব স্টোরিজ! এই বইটা দেখে ভাবলাম, লেট মি ফাইন্ড আউট চাপ নেই, ব্যস্ততা নেই। রাতে অফিস করে ঠিকই, কিন্তু রাতের নিউজ রুমে কাজের জটিলতা কিছু থাকেই না, প্রেশারও থাকে না। দু'-তিনটে প্যাকেজ লিখে রেডি করতে বড় জোর আড়াইটে-তিনটে বাজে। তখন সিকিউরিটির লোকজন সব ঢোলে। রিসেপশনের লোকজন ঢোলে। স্টুডিওর আলো নিভে যায়। ও বি ভ্যানগুলো ফিরে যায় অফিস চত্বরে, ড্রপ কারগুলো ফিরে



শত স্বপ্নের নৈবেদ্য করি নিবেদন আজই

বড় স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি আমরা। তাই আমাদের আড্ডা, কবিতা, ছবি আঁকা। তাই রাত জেগে নাটকের মহড়া। তাই পুজো আসলেই আত্মহারা।

স্বপ্ন দেখার উন্মাদনা নিয়েই ড্রিমজ্ গ্রুপ। কিছু কোম্পানি ঠিক করলো তারা একজোট হয়ে স্বপ্ন দেখবে। শুধু স্বপ্ন নয়, তা বাস্তবায়িত করার সামর্থ নিয়েই এই ড্রিমজ্ গ্রুপের গোড়াপত্তন।

তাই জগৎজননীর আগমনে আমরা বাংলার মাটি, বাংলার মানুষকে দিলাম একরাশ স্বপ্নের নৈবেদ্য।

- Dreamz Clubs & Resorts Ltd.
- Dreamz Met Construction Projects (P) Ltd.
- Dreamz Movies & Entertainment (P) Ltd.
- Dreamz Life Care Solutions (P) Ltd.
- Dreamz Life Care Nursing and Diagnostic Centre (P) Ltd.
- Dreamz Education Infrastructure (P) Ltd.
- Dristinandan (Dedicated to enhancing cultural consciousness)

DREAMZ
Creating Future

10, Dr. Sarat Banerjee Road, Kolkata 700 029 • www.dreamzgroup.co.in

যায়, হোস পাইপ দিয়ে ধোওয়া শুরু হয় গ্রাউন্ড ফ্লোর। শুধু ফ্লোরে-ফ্লোরে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মৃদু আওয়াজ পাওয়া যায়। তখন সেই আধ ঘুমন্ত মানুষদের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় ইলোনা। মাঝে-মাঝে গিয়ে ঢোকে ফার্স্ট ফ্লোরের মেকআপ রুমে। মেকআপ রুমের দেওয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া। সেই ফাঁকা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের অসংখ্য, অবিন্যস্ত প্রতিফলন দেখে ইলোনা কুহু মিত্রার মনে হয়, সে জন্মের পর জন্ম পার হয়ে আসা এক ক্লান্ত প্রেতাত্মা।

ডাল বারওয়ালি মেয়েদের সম্পর্কে উৎসাহ সহকারে আরও কিছু বলতে গিয়েও সেদিন থমকে গিয়েছিল লায়লা, "তোর কী হয়েছে ইলোনা? ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? মুখে কিছু লাগাসনি? নাকি খিদে পেয়েছে? নাকি সামথিং এলস?"

সে থেমে-থেমে, কেটে-কেটে বলেছিল, "হিমাংশু ইজ হিয়ার! আমার ভয় করছে!"

ভুরুতে ভাঁজ পড়েছিল লায়লার, "তো? তাতে কি? তোর ভয় পাওয়ার কী আছে?"

"আমরা আর এখানে কখনও আসব না লায়লা!"

"সত্যি কথা বল, হিমাংশু তোকে কখনও, কোনও ভয় দেখিয়েছে? তোকে কোথাও দেখতে পেয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে চাওয়াটা কি তোকে ভয় দেখানো? ভয় তুই পাস। এই ভয়টাকে তুই তৈরি করেছিস, তোর মনে প্রশ্রয় দিয়েছিস। তার কারণ, তুই মনে করিস, হিমাংশুকে তোর ভয় পাওয়া উচিত। কারণ, মনে-মনে তুই বিশ্বাস করিস, হিমাংশুর সঙ্গে তুই অন্যায় করেছিস। তোর গিল্ট ফিলিং থেকে হিমাংশুকে দিনে-দিনে এত ভয় পেতে শিখেছিস তুই।"

এসব ভাবতে-ভাবতে কখন বেভুলে ক্লাবের পথ না ধরে ইলোনা বাড়ির পথ ধরেছে! যখন সম্বিৎ ফিরল, তখন সে প্রায় বিল্ডিংয়ের দোরগোড়ায়। উপরে উঠে এসে বউদিকে ফোন করল ইলোনা। বউদির সঙ্গে চিকির কথা হয়ে গিয়েছে। বউদি বলল, "না, না, রনির জিনিসগুলো কিছু কিনে না নিয়ে গেলে খুব বাজে হত। চিকিদের জেনারেশনটাই এরকম। শুধু নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত, একটা মাত্র বর, তাকেও সময় পেলেই বাদ দিয়ে দিচ্ছে। অসভ্য মেয়ে কেমন দ্যাখো!"

ইলোনা কুহু মিত্রা হেসে ফেলল, "বউদি, আমাকেও আজ একজন খুব অসভ্য বলেছে!"

"তুই আবার কার সঙ্গে অসভ্যতা করে এলি কুহু? আর পারি না বাবা!"

"আমি তার সঙ্গে কোনও অসভ্যতা করিনি। সে ধরেই নিয়েছে, এযুগের মেয়েদের মতো আমিও নিশ্চয়ই খুব অসভ্য!"

"সে কে?"

"মেঘদূত রায়!"

"মেঘদূত, মানে, মিউজিক ডিরেক্টর মেঘদূত রায়?"

"হ্যাঁ..."

"ও মা! মেঘদূতর কথাই হচ্ছিল এখানে এইমাত্র! মেঘদূতের সঙ্গে তোর আলাপ আছে বলিসনি তো কুহু কখনও?"

"উফ, আলাপ-টালাপ কিছু নেই। জাস্ট কথা হল..."

"কুহু শোন, জিজ্ঞেস করিস তো মেঘদূতকে ওর একটা কুকুর ছিল কিনা? নাম দুষ্টু!"

"সে তো থাকতেই পারে বউদি।"

"আঃ শোন না, সুদীপ্তা কী মিথ্যে কথা বলে তুই জানিস তো কুহু..." বউদি গলা নামাল একটু, "এইমাত্র আমাদের সঙ্গে বসেছিল সুদীপ্তা, মেঘদূতদের নতুন ছবিটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। তখন সুদীপ্তা বলল, কানাডায় বঙ্গ সম্মেলনে গিয়ে মেঘদূতরা নাকি একদিন ওর ননদের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। তখন মেঘদূত পর্ক, বিফ, টার্কি, হ্যাম-ট্যাম কিছু খেতে চায়নি। রোস্ট করা স্যামন ছিল, শুধু সেটা খেয়েছে। ওর কুকুর দুষ্টু নাকি ভীষণ মাংস খেতে ভালবাসত, তাই দুষ্টু মারা যাওয়ার পর ও মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা সত্যি কিনা, জিজ্ঞেস করবি! দর বাড়ানোর জন্য যা খুশি বলে দেয় সুদীপ্তা। বলে নাকি হুসেনের একটা ছবি কিনতে কিনতেও কিনল না, অতটা নাকি পছন্দ হয়নি।"

"আচ্ছা দেখা যাবে'খন!" বলল সে।

"তুই কখন বেরবি অফিসে? আমরা ফিরলে বেরোস কুহু! সারাদিন তো দেখাই হয় না তোর সঙ্গে। আমি তোর জন্য খাবার নিয়ে যাব, কেমন? কী খাবি?"

"মটন কাটলেট!" বলল ইলোনা।

টিভিটা চালিয়ে দিয়ে নিজের জন্য একটু চা বসাল ইলোনা। তারপর ফ্রেশ হয়ে টিভি দেখতে-দেখতে নিউজ পেপারগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছে একটু, বেল বাজল দরজায়। পুষ্পদি।



"দিদিভাই, তুমি ফিরলে দেখলাম বারান্দা থেকে, কিছু খাবে? বানিয়ে দেব? তারপর আমি একটু বাজারে যাব, বউদি মাছ নিয়ে আসতে বলেছে।"

"কী বানিয়ে দেবে?"

"সুপ-ব্রেড দিতে পারি, চিঁড়েভাজাও দিতে পারি!"

"চিজ্ দিয়ে মোটা করে একটা অমলেট করে দাও!"

"বাসনা বলছিল, তোমার কিচেনের সিঙ্কের পাইপ ফেটে জল পড়ছে?"

"কই দেখি!" ইলোনা কিচেনে গেল, পিছন-পিছন পুষ্পদি। সত্যিই তাই, জল পড়ছে!

পুষ্পদি বলল, "কেয়ারটেকারকে বলে দিয়েছি। কাল দশটার সময় মিস্তিরি আসবে, তোমার ঘুমের অসুবিধে হবে না। তুমি ঘুমিও, আমি চাবি খুলে ঢুকে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে দেব।"

প্রতিদিন সকালে যখন ফ্ল্যাট পরিষ্কার করতে আসে বাসনা, তখন সে ঘুমোয়। চাবি থাকে পুষ্পদির কাছে। পুষ্পদির কাছ থেকে চাবি নিয়ে সব কাজ সেরে আবার চাবি পুষ্পদিকে দিয়ে চলে যায় বাসনা। বাসনা পুরনো লোক, ওর উপর নজরদারি করার কোনও দরকার নেই। কিন্তু তা বলে প্লাম্বারের হাতে তো ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই এই কথাটা বলল পুষ্পদি।

চলে যাওয়ার সময় পুষ্পদি বলল, "তোমার ফোন বাজছে দিদিভাই।"

ফ্ল্যাটটা এত বিশাল যে, বেডরুমে ফোন বাজলে কিচেনে দাঁড়িয়ে শোনাই যায় না। কিন্তু পুষ্পর কান সাংঘাতিক। পুষ্প নাকি দেওয়ালে কান পেতে থ্রি সি-র বনশল আর বনশলের বউয়ের মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে দিতে পারে! চটি ফটাস-ফটাস করে বেডরুমে এসে ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, ফোন আসছে একটা অচেনা নাম্বার থেকে, "হ্যালো!" বলল সে।

"তুমি আমার নাম্বারটা সেভ করে রাখোনি কেন?" জিজ্ঞেস করল মেঘদূত।

"ও, আপনি?" সে যথার্থই বিস্মিত হল মেঘদূতের ফোন পেয়ে। কিন্তু প্রকাশ করল না।

"'তুমি কি অফিসে?"

"না, বাড়িতে।"

"আজ তোমার অফ ডে?"

"না, তো, আমি তো রাতে অফিস যাই। নাইট শিফট।"

"তাই বলো! কখন অফিস যাও? ওই সেদিন যখন ঢুকছিলে ওই সময়?"

"সেদিন একটু তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সাধারণত এগারোটা নাগাদ যাই।"

"চোরদের সঙ্গে তোমার অনেক মিল আছে দেখছি!"

"আচ্ছা?"

"তুমি চট করে রেগে যাও না, তাই না, ইলোনা? ধড়িবাজ আছ কিন্তু!"

"কোনও মানে হয় মেঘদূত? আপনার সকলের সঙ্গেই এরকম ঠাট্টা করা স্বভাব, তাই না? কিন্তু আপনি মানুষটা বেশ মিষ্টি!"

"কী?" দারুণ মজা পেয়েছে মেঘদূত, "মিষ্টি?"

"যা মনে হয়েছে, বললাম!"

"হুঁ! কিন্তু এটা বলো তো, পুরুষরা একটু ডেয়ারিং, ফ্ল্যামবয়েন্ট, ফ্লার্ট, কেয়ারফ্রি, একটু নটোরিয়াস হলেই তো মেয়েদের বেশি অ্যাট্রাক্টিভ লাগে? মিষ্টি হলে তো তোমাদের ভাল লাগার কথা নয়?"

"আসলে কম্বিনেশনটা কী, সেটাও দেখতে হবে! আপনার গলার স্বরটা যদি পুরুষালি হয় এবং যে কমেন্টটা করছেন, তাতে যদি বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকে, যে কাজটা আপনি করেন, তাতে যদি আপনার ভাল দখল থাকে, তা হলে আপনার মিষ্টি-মিষ্টি কথাও আপনাকে পুরুষ হিসেবে অ্যাট্রাক্টিভই করে তুলবে!"

"উফ, বাবা! দাঁড়াও! কী কথা জান তুমি! ভাবা যায় না! ওরে কে আছিস, আমাকে একটু চা দে, একটু খেতে-টেতে দে, আমার কি খিদে পায় না? গাধার খাটুনি খাটছি সেই সকাল থেকে!"

এত জোরে চেঁচাল মেঘদূত যে, চমকে গেল ইলোনা কুহু মিত্রা।

মেঘদূত বলল, "আমাকে কেউ দেখার নেই, বুঝেছ? আসলে সৈকত 'মিড সামার নাইটস ড্রিম' মঞ্চস্থ করছে, সেই নিয়েই একটা ইন্টারভিউ করবে তোমার অফিস, ওদের ফোনটা পেয়ে আমার তোমার কথা মনে পড়ল। তাই ভাবলাম, দেখি, একটু কথা বলি!"

"ও!"

"রাতদিন তো সারাউন্ডেড বাই প্রোডিউসরস, ফিনান্সারস, বিজ্ঞাপনের লোকজন আর না হলে উঠতি গায়ক-গায়িকা...দেখা হলেই সিডি গুঁজে দিচ্ছে হাতে, না হলে ডিরেক্টর বলছে কাজ তুলে দাও, ঝুলিও না মেঘদা, সারাক্ষণ খালি ধান্দার কথা শুনছি, ধান্দার কথা বলছি!"

"মিউজিক কম্পোজ করেন কখন?"

"তুমি কি ভাবছ, আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে, মুড লাইটিং করে সুর তৈরি করি? ধুর! ওসব কিছু না। কোনও ইন্সট্রুমেন্ট লাগে না আমার সুর তৈরি করতে। সলিলদা কি করতেন, সুরটা গেয়ে দিচ্ছেন, আমি ফটাফট হাতে করে কাগজে স্কোর লিখে ফেলছি, সেটাই শিখেছি, সেভাবেই নিজে কাজ করি। মাথায় মাথায়, বুঝেছ, মাথায় আছে সব!"

ইলোনা কুহু মিত্রা মেঘদূতের কথা শুনে বুঝতে পারছে, একটুও অহঙ্কার করছে না মেঘদূত। এটাই ওর কথা বলার ধরন, বিন্দাস! ইলোনা নিজে একজন সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ। জীবনকে ইলোনা কখনও হালকাভাবে দেখার চেষ্টা করেনি। ফলে, জীবনে তার তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে, যারা জাতে নিজেরাও একটু বেশি সিরিয়াস। মেঘদূতের মতো কাউকে সে আগে কখনও মিট করেনি। একমাত্র তার বউদির মধ্যেই এই ব্যাপারগুলো একটু পেয়েছে ইলোনা। বউদি বুদ্ধিমতী, স্মার্ট, খোলামেলা এবং সরল। একসঙ্গে সবক'টাই।

"মুড়ি আর বেগুনি দিচ্ছিস? তোদের লজ্জা করে না? এখন আমি মুড়ি চিবাবো? এসব আমি খাব না! প্রদীপকে ডাক, আমাকে দুটো পান্তুয়া এনে দিক! খুব হয়েছে!"

ওপ্রান্তে চেঁচামিচি শুনছে ইলোনা মেঘদূতের, কিন্তু পান্তুয়া? "পান্তুয়া আবার কেউ খায় নাকি?"

"কেন? রসগোল্লা, পান্তুয়া, ক্ষীরের চপ...এসব তুমি খাও না?"

"হ্যাঁ, ক্ষীরের চপের ব্যাপারটা আলাদা। ক্ষীরের চপ খেতে আমি খুব ভালবাসি!"

"তুমি ক্ষীরের চপ খেতে ভালবাস? আমার স্টুডিয়োর পাশেই একটা ছোট্ট দোকান আছে, মিষ্টির দোকান। ওরা দারুণ ক্ষীরের চপ বানায়, দারুণ! দাঁড়াও, তোমার ঠিকানাটা বলো, আমি ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি!"

"যাঃ, তা আবার হয় নাকি?"

"আঃ, রাখো তো, ফোন রাখো। দেখছি আমি!"

তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফোন কেটে দেয় মেঘদূত। দশ মিনিট পরেই আবার ফোন করে, "না, ঠিক আছে, লেটস ডু ওয়ান থিং, লেটস মিট টুনাইট! তুমি একটু আগে বেরোও বাড়ি থেকে অফিসের জন্য। ধরো, দশটায় বেরোও। আমাকে গোলপার্ক থেকে তুলে নাও, আমি আমার গাড়িটা ছেড়ে দেব। আমরা কোথাও একটু যাব, আড্ডা দেব। তারপর তুমি আমাকে গড়িয়াহাটে নামিয়ে অফিসে চলে যেও, আমি ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাব!"

"তা হলে ক্ষীরের চপ?"

"উফ, মনে আছে রে বাবা।"

ট্রেনটা কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী যাচ্ছে, সেই সুদূর সফরে মুখোমুখি দুটো বার্থে একত্রে যাত্রা করা দুই অচেনা মানুষের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, যাত্রা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লুপ্ত হয় যে যোগাযোগ — ইলোনা কুহু মিত্রার সঙ্গে মেঘদূত রায়ের যোগাযোগটা অনেকটা সেরকম একটা ঘটনা!

সেদিন পৌনে দশটা নাগাদ রেডি-টেডি হয়ে বউদিকে একটা ফোন করল ইলোনা।

বউদি বলল, "গাড়ি চালাচ্ছি কুহু, এখনই পৌঁছে যাব!"

"আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। একটু দরকার আছে।"

"আমার ফেরা অবধি একটু ওয়েট করতে পারলি না? আচ্ছা, ঠিক আছে, যা। সকালে কথা হবে!"

"চিকির জিনিসগুলো তোমার বেডরুমে রেখে দিয়েছি!" বলে ফোন রেখে নীচে নেমে বেসমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে ইলোনা কুহু মিত্রা রওনা দিল গোলপার্কের দিকে। সাদার্ন অ্যাভিনিউ, শরৎ বসু রোডের ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়ামাত্র একটা সাদা চাদর গায়ে দেওয়া লম্বা চুলের লোক জানলার কাচে টোকা দিল তার গাড়ির, সুইচ টিপে কাচ নামাতেই লোকটা বলল, "আচ্ছা, উজ্জয়িনী নগরী এখান থেকে কত দূর হাঁটা পথ?"

"উজ্জয়িনী? কোন নগরীর কথা বলছেন আপনি?" ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ইলোনা।

একটা অদ্ভুত দৃষ্টি হেনে লোকটা হনহন করে চলে গেল রাস্তা পার হয়ে লেকের দিকে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে অসম্ভব সন্দিগ্ধ মন নিয়ে বসে থেকে তারপর সিগনাল পেয়ে ইলোনা কুহু মিত্রা পৌঁছে গেল গোলপার্ক। ব্যাঙ্কের সামনে সে

ইলোনা কুহু মিত্রা মেঘদূতের কথা শুনে বুঝতে পারছে, একটুও অহঙ্কার করছে না মেঘদূত। এটাই ওর কথা বলার ধরন, বিন্দাস!

"অত রাতে আমরা কোথায় যাব?"

"হিন্দুস্থান পার্ক! আবার কোথায়?"

সেই রাতটা এবং ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনের পরের তিনটে দিন, দিনের চব্বিশ ঘণ্টা সময় গ্রাস করে নিল মেঘদূত রায়! সেই মেঘদূত রায়, যে প্রকৃত প্রস্তাবে ইলোনা কুহু মিনার জীবনে ছিলই না এবং পরপর কয়েকটা দিনের বারবার দেখা হওয়ার পরও সেই সত্যের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি! দূরপাল্লার ট্রেনে, ধরা যাক, যে

দেখল, মেঘদূতের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে হর্ন দিতেই মেঘদূত নেমে তার গাড়িতে এসে বসল, মেঘদূতের ড্রাইভার তার গাড়িটা নিয়ে ঘুরে গেল ঢাকুরিয়ার দিকে।

মেঘদূত তাকে দেখে বলল, " তুমি শাড়ি পরো?"

"হ্যাঁ, পরি তো মাঝে-মাঝে।"

"দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ!"

"আচ্ছা, আমরা কোথায় যাব?"

"প্রথমে একটু ঘুরব, তারপর হিন্দুস্থান পার্ক যাব। এই নাও, তোমার ক্ষীরের চপ!"

প্যাকেট খুলে তখনই একটা ক্ষীরের চপ

মুখে দিল ইলোনা।

"কেমন?"

ইশারা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে ইলোনা প্রকাশ করল, মিষ্টিটা সত্যিই খুব ভাল।

"তুমি কি ডিনার করে এসেছ? আমি কিন্তু খাইনি! আগে খেতে হবে। চল, ওবেরয় যাই। ফি শুক্রবার কালোর্স ওখানে বাজায়। সব পুরনো লোকজন, বুঝলে তো? দেখা হলে ভীষণ খুশি হয় সবাই!"

এই সময় ফোন এল বউদির, "কুহু অফিসে পৌঁছে গিয়েছিস?"

"পৌঁছে যাব।"

"আমি ভাবলাম, অন্য কোথাও যাবি। সঙ্গে কেউ আছে মনে হচ্ছে?"

"কী করে বুঝলে বউদি?"

"কে বল? কুহু, তোর দাদা কিন্তু তোর এই রাতের অফিসটা নিয়ে কোনওদিন খুশি নয়। আমায় রোজ কথা শুনতে হচ্ছে। সঞ্জয় এটা এখনও বুঝল না যে, তুই যেটা করার, সেটা করবিই।"

"দাদার সঙ্গে আমি কথা বলব।"

"আজ দেড় বছর ছেলেটা কলকাতায় আসেনি। কিন্তু নিউ ইয়র্কে বসে মিজো কি করছে, তার জন্য তোর দাদা আমাকে দায়ী করবে! তুই কী করছিস, তার জন্যও আমি দায়ী! সব নাকি আমার পরামর্শেই তোরা করিস! আই অ্যাম টায়ার্ড অফ দিস কুহু! আর তুইও বল, খাবারটা আনলাম, একটু খেয়ে যেতে পারলি না? কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিস?"

"প্লিজ় বউদি, কাল বলব।"

"কাল সকালে কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে যাচ্ছ ওবাড়ি! আমি কোনও আপত্তি শুনব না। ভীষণ আনসোশ্যাল হয়ে যাচ্ছিস তুই। নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়াস! দিনের বেলা পড়ে-পড়ে ঘুমোস। ভোরের আলো ফুটলে বাড়ি ফিরবি কুহু! আমি কিন্তু টের পাই, তুই কখন আসছিস। রাত তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি আসছিস, কেউ কি লক্ষ করছে না? কেউ যদি একটা মতলব আঁটে, কী হবে?"

"মাই গড! তোমারও বয়স হচ্ছে বউদি!" বলে ফেলল ইলোনা কুহু মিত্রা।

"যা খুশি কর!" বলে ফোন কেটে দিল বউদি।

মেঘদূত বলল, "তুমি দাদা-বউদির সঙ্গে থাক বলেছিলে!"

"হ্যাঁ।"

"আর বাবা-মা?"

"নেই।"

"ছোট থেকেই নেই?"

"প্রায় তাই।"

মেঘদূত তার মাথায় হাত রাখল। অনেকক্ষণ মাথায় হাতটা রয়ে গেল। সেই স্পর্শে ইলোনার শরীরে ধীরতা, স্থিরতার একটা অনুভব ছড়িয়ে পড়ল।

"কী বলছিল বউদি?"

"এই রাতে অফিস করা নিয়ে আপত্তি!"

শুনেই আগের মেজাজে ফিরে গেল মেঘদূত, "হ্যাঁ, তুমি রাতে অফিস কেন করো বলো তো? সিগারেট কেন খাও? ডিভোর্স কেন করেছ? কী লাভ হয় এসব করে?"

গাড়ি স্টার্ট দিল ইলোনা।

মেঘদূত বলল, "শোনো ইলোনা, তোমার চেয়ে আমি অনেক জটিল প্রকৃতির মানুষ! কিন্তু আমি বুঝতে পারি, আমাদের জীবনটা আসলে সরল। আমরা ইচ্ছে করে সেটাকে জটিল করে তুলি! এই যে পারিজাত এত কাণ্ড ঘটাল, কী হল তাতে? জুরার জীবনটা অনর্থক কমপ্লিকেশনে ভরিয়ে দিল। আমার ছেলে আমাকে 'বাবা' বলে চিনল না! সে বড় হচ্ছে স্টেপ ফাদারের কাছে! আর আমি একজন এবল ফাদার, আমি আমার ছেলেকে কিছু দিতে পারছি না! কত কী দেওয়ার ছিল আমার জুরাকে! আমার বাবা আমাকে নিজের হাতে ভায়োলিন বাজানো শিখিয়েছে, কোলে বসিয়ে। আজ আমার এত নাম, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা — তুমি জানো ইলোনা, আমাকে যখন টিভিতে দেখায়, তখন আমার মনে হয়, জুরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে? জুরা কি আমাকে দেখে হাততালি দিয়ে উঠল? বলে উঠল কী, 'বাবা, ওটা আমার বাবা?' ওরা তো জুরাকে শিখিয়েছে মৈনাককে বাবা ডাকতে! আমাকে জুরা 'মেঘ বাবা' বলে ডাকে! কোনও মানে হয়? জুরা, জুরা, আমি একটা মুহূর্তও নিজেকে জুরাকে ভুলতে দিই না ইলোনা! যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে! জুরাকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা আমি ফায়ার প্লেসের আগুনের মত উসকে-উসকে জাগিয়ে রাখি নিজের মধ্যে! মিউজ়িক আমি কাউকে শেখাই না ইলোনা। নিজের ছেলেকে যখন শেখাতে পারলাম না, তখন কাউকে শেখাব না! মিউজ়িক-টিউজ়িক আমার কাছে কিছু না! সবাই একটা কাজ করে, আমিও একটা কাজ করি। শিল্পী-টিল্পী তকমায় আমি বিশ্বাসই করি না! আমি একজন কারখানার লেবারের মতো, শ্রমিক! একজন শ্রমিকের যতটা কনট্রিবিউশন এই সমাজে, আমার তার চেয়ে তিলমাত্র বেশি কিছু দেওয়ার যোগ্যতা নেই! সলিলদাকে দেখেছি চোখের সামনে ১৩ বছর, ওসব মানুষ, সলিলদা, গৌতমদা — তারপর আর নিজেকে নিয়ে কোনও মাতামাতি থাকতে পারে কখনও?" মেঘদূত দম নিল একটু, "আর সত্যি বলো তো ইলোনা, আমি যদি সেরকমই কেউ হতাম, তা হলে পারিজাত কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারত? সলিলদার সঙ্গে তপতী বউদির কী ঝগড়াটাই না হত! চলেই যাবে তপতী বউদি, থাকবে না, ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে যাও তোমরা সব' বলে সলিলদা ঢুকে গেল মিউজ়িক রুমে। মুখে-মুখে তৈরি করে ফেলল গান! সে কী কথা, সে কী সুর! সারা বাড়ি নিস্তব্ধ! দেখি, দরজায় তপতী বউদি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে! চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে! পরে আমাকে বলল, 'কী বোকা আমি, বলো মেঘ? এ কাকে ছেড়ে যাচ্ছিলাম?' পারিজাত যখন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন বাবা আমাকে একদিন ডেকে বলল, 'দূত, তুমি ওকে একদিন সামনে বসিয়ে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাও, তা হলে ও আর যেতে পারবে না!'"

"শুনিয়েছিলেন?"

"নাঃ! তখন ভায়োলিন বাজাতে গেলে আমার হাত কাঁপত! বাবার ভায়োলিনটা তো আমি দিয়েই দিলাম বাবার এক ছাত্রকে। তখন আমার খুব খারাপ অবস্থা। রাস্তা পার হতে পারতাম না, গাড়ি চালাতে পারতাম না! সায়কায়াট্রিস্টের কাছে যেতে হল। এখনও আমি নিয়মিত ওষুধ খাই!" মেঘদূত ইলোনা কুহু মিত্রার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বলল, "তুমি বোর হয়ে যাচ্ছ, তাই না? তোমার কী দরকার এসব শোনার?"

"না, আমি শুনছি। খুব মন দিয়ে শুনছি।"

"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমি, তোমার মুখ লক্ষ করছি। তুমি শুনছ, তুমি বুঝতে পারছ ...তাই আমিও বলতে পারছি ইলোনা!"

ওবেরয় থেকে বেরিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে ফিরতে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেল। ততক্ষণে ইলোনা কুহু মিত্রা জেনে গিয়েছে যে, মেঘদূতের সত্যিই 'দুষ্টু' নামে একটা পোষা কুকুর ছিল, যে গত বছর মারা গিয়েছে! সে এত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মাংস খেতে ভালবাসত যে, তার মৃত্যুর পর মেঘদূত আর মুখে মাংস তুলতেই পারেনি! একদিন পারিজাতই যোধপুর পার্কের রাস্তা থেকে সদ্য জন্মানো সারমেয় শিশুটিকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। তখনও জুরা হয়নি। বস্তুতপক্ষে মেঘদূত মনে করে, জুরা ওর আর পারিজাতের দ্বিতীয় সন্তান! এমনকী, মেঘদূতের ধারণা, মুখে

শুনতে-শুনতে চোখ বুজে যায় ইলোনা মিত্রার। শরীর ভারী হয়ে আসে। মেঘদূতের সমস্ত জীবনটা চেপে বসে যেতে থাকে তার ভিতরে!

বলতে না পারলে কী হবে, দুষ্টুও তাই বিশ্বাস করত। খুবই হিংসুটে ছিল দুষ্টু। জুরাকে আদর করলে, ওকেও আদর করতে হত। পারিজাত যখন চলে যাচ্ছে, জুরাকে নিল সঙ্গে, নিজের সব জিনিসপত্রও নিল। কিন্তু ফেলে রেখে গেল দুষ্টুকে। মেয়েরা যখন ভালবাসে, তখন যতটা উজাড় করে সর্বস্বের বিনিময়ে ভালবাসে, তেমনই যখন ছেড়ে চলে যায়, তখন তাদের সেই নিষ্ঠুরতা আতঙ্কের। তখন তারা পিছন ফিরে তাকায় না। সম্পূর্ণ ভাবাবেগশূন্য হয়ে সমস্ত পিছুটান মেরে ফেলে চলে যায়। দুষ্টু সব বুঝতে পেরেছিল। চলে যাওয়ার অনেকদিন পর, ঠিক ডিভোর্সটা হয়ে যাওয়ার আগে আগে একদিন সন্ধেবেলা মেঘদূতের বাড়িতে এসেছিল পারিজাত। পারিজাতকে দেখে সেই যে দুষ্টু গিয়ে খাটের তলায় লুকোলো, পারিজাত চলে যাওয়া অবধি আর বেরলই না। অভিমান হয়েছিল খুব দুষ্টুর, 'ও, আমি বুঝি তোমার কেউ নই? তুমি বুঝি একা জুরারই মা? আমার মা নও?' এই অভিমান সঙ্গে করেই চলে গিয়েছে দুষ্টু। মেঘদূত জানে, দুষ্টুদের একটা নিজস্ব স্বর্গ আছে। সেখানে আছে ওদের নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ, নিজস্ব আইনস্টাইন, বেটোফেন এবং নিজস্ব শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দুষ্টুরা মাঝে-মাঝে সেখানে সভাও করে। ওদেরও নিজেদের নিউজ় চ্যানেল আছে। দুষ্টু অপেক্ষায় আছে নেংটির। এখন একটু বুড়ি হয়ে গিয়েছে নেংটি। কিন্তু যৌবনমদমত্ত সময়ে যোধপুর পার্কের এই নেংটিই তো দুষ্টুর বান্ধবী ছিল। নেংটিকে রোজ খেতে দেয় মেঘদূত। আর রোজই ভাবে, হয়তো আজই বাড়ি ফেরার পথে দেখবে নেংটি মরে পড়ে আছে কোথাও। এসব শুনতে-শুনতে কেঁদে ফেলে ইলোনা কুহু মিত্রা।

মেঘদূত বলল, "হ্যাঁ, তুমি কাঁদো তো। আমার জন্য কেউ কখনও কাঁদেনি ইলোনা, কেউ না। কত ছোট বয়সে রোজগার করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। মা দাদাকেই বেশি ভালবাসত, আমার জন্য মা-ও কাঁদেনি কখনও। দাদা পড়াশোনায় ভাল ছিল বলে মা দাদাকে নিয়েই গর্বিত ছিল। আর আমি যে নিজের রোজগারের টাকায় দাদাকে পড়ালাম, তখন তো মা আমাকে নিয়ে গর্ব করেনি। মা বলে, 'আমি জানি, তুই অনেক কষ্ট করেছিস।' তুমি কিছুই জানো না মা। অবোধ শিশুর মতো মা তুমি, জানোই না এক সন্তানকে। এখন তুমি যদি আমাকে নিয়ে গর্বিত হও, তাতে আমার কী-ই বা এসে যায় মা?"

শুনতে-শুনতে চোখ বুজে যায় ইলোনা কুহু মিত্রার। শরীর ভারী হয়ে আসে। মেঘদূতের সমস্ত জীবনটা চেপে বসে যেতে থাকে তার ভিতরে। সে যেন স্বচক্ষে দেখতে পায়, সাউথ ইন্ডিয়ান কফি হাউজ়ের বাড়িটার তিনতলার একটা ঘর। সে দেখতে পায়, কোমর পর্যন্ত খোলা চুলের ছিপছিপে একটা মেয়েকে, যার নাম পারিজাত। পারিজাত আসছে মেঘদূতের এই তিনতলার ঘরে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। প্রথম-প্রথম মেঘদূত বুঝতে পারছে না, মেয়েটাকে কোথায় বসতে দেবে। বুঝতে পারছে না যে, মেঘদূত সত্যিই পারিজাতের প্রেমে পড়েছে কিনা। কারণ, এই একই সময়ে আরও একটা মেয়েও আসছে মেঘদূতের কাছে। এই ঘরে, রোজ। সেই মেয়েটাও সুন্দরী। সেই মেয়েটাও দারুণ গান গায়। মেঘদূতের সুর করা একটা গান গেয়েছে সেই মেয়েটা, যা তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছে। সেই মেয়েটা ঋতাম্বরী। ঋতাম্বরী পাগলের মতো ভালবাসে মেঘদূতকে। তিনতলার সেই ঘরে ঋতাম্বরী এবং পারিজাত, উভয়েরই সঙ্গেই আলাদা আলাদা সময়ে মিলিত হয় মেঘদূত। এক সময় সরে যায় ঋতাম্বরী। মেঘদূত সত্যিই ভালবেসে ফেলে পারিজাতকে। আঘাতপ্রাপ্ত অন্য মেয়েটা পালিয়ে যায় মুম্বইয়ে। সেখানে সে নতুন করে শুরু করে গান-বাজনার জীবন। মেঘদূত এবং ঋতাম্বরীর কোনও যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু গানটা বাজতে থাকে মানুষের মিউজ়িক সিস্টেমে, এফ এম-এ। গানটা একটা কাল্ট হয়ে যায়। মানুষের স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যায় না যেসব গান, সেরকম একটা গান হয়ে ওঠে। কেউ শোনার জন্য মনস্থির না করলেও, দমকা হাওয়ার মতো মানুষের কানে ভেসে আসে গানটা, বারবার। যখন-তখন, পথেঘাটে। মেঘদূতও চাইলে এড়াতে পারে না সেই গানটাকে। বহু বছর পর আবার কলকাতায় ফিরে আসে ঋতাম্বরী। আবার মেঘদূত গান তৈরি করে দেয় ঋতাম্বরীকে। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের সময় কাচের ঘরে দাঁড়ানো ঋতাম্বরীকে দেখে মেঘদূত বুঝতে পারে, সেই প্রেমের, সেই তুমুল দেহ সাহচর্যের একটা মুহূর্তের সঞ্চয়ও ধরে রাখেনি ঋতাম্বরী। ঋতাম্বরী ওভারগ্রো করে গিয়েছে, মেঘদূতকে, মেঘদূতের প্রেমকে, মেঘদূতের মিউজ়িককে। সেই দেখে সেদিন, অত বছর পর শিহরিত হয়ে ওঠে মেঘদূতের শরীর। মেঘদূত বুঝতে পারে, ঋতাম্বরীকে দিয়ে বুঝতে পারে, পারিজাতেরও তাই হয়েছে। সেই প্রেম উবে গিয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষা মরে গিয়েছে। পারিজাত চলে গিয়েছে অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে উন্মনা হয়ে। ছটফটিয়ে।

"ঋতাম্বরীকে এত কাঁদিয়েছিলাম। ছিঃ, কারও প্রেমকে কখনও অপমান করতে নেই, বুঝলে ইলোনা?"



ইলোনা কুহু মিত্রা দেখতে পাচ্ছে, গোলপার্কের ফুলের দোকান থেকে বেলফুলের জোড়া মালা কিনে কীভাবে রাস্তায় মালাবদল করে বিয়ে করছে মেঘদূত পারিজাতকে। দেখতে পাচ্ছে, সন্তানের জন্মের দিন মুম্বই থেকে রেকর্ডিং ফেলে ফিরতে পারেনি বলে মেঘদূত কাঁদছে পারিজাতকে জড়িয়ে ধরে আর পারিজাত বলছে, "কেন কষ্ট পাচ্ছ? তুমি তো আমাদের জন্যই এত পরিশ্রম করো!" আর সেই পারিজাতকেও দেখতে পাচ্ছে ইলোনা, যে পারিজাত জুরাকে বেশি করে কাফ সিরাপ খাইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে যাচ্ছে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে আসছে বুকে, গলায় অন্য পুরুষের আদরের দাগ নিয়ে। আর পারিজাতের কাছে বাতিল হওয়া মেঘদূত ঘুমন্ত পারিজাতের পাশে শুয়ে হস্তমৈথুন করছে পারিজাত আর ওর প্রেমিকের মিলন দৃশ্য কল্পনা করে। মেঘদূত ফ্যান্টাসাইজ় করছে সেই দৃশ্য, যা পুরুষ হিসেবে, প্রেমিক হিসেবে, স্বামী হিসেবে মানুষটাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। যা মানুষটার কাছে চূড়ান্ত ভয়ের, লজ্জায়, গ্লানির, অপমানের। সেই যন্ত্রণার মধ্যে থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে চূড়ান্ত সুখ।

"শরীর কী বোকা ইলোনা। কী বোকা। আর কী জটিল মানুষের মন। আমাকে পারিজাত ঠেলে সরিয়ে দেয়। আমি ওর কঠিন আর ঠান্ডা শরীরের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যাই। আর তারপর ওর কালো ব্রা আর প্যান্টি খোলাই মৈনাককে দিয়ে। আমারই ইচ্ছায়, আমারই সাধ মেটাতে। আমারই আত্মসুখের তাড়নায় মৈনাক তাণ্ডব করে আমার নারীর উপর, আমার প্রেমিকার উপর।"

সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল যখন ভোরের আলো ফুটছে, মেঘদূত বলল, "সারা রাত আমরা এখানে গাড়িতে বসেই কাটিয়ে দিলাম? আর্টটার সময় আমার রেকর্ডিং। আর তুমি তো অফিসেই গেলে না!"

"আমি তো বাড়িতে গিয়ে ঘুমোতে পারব, তোমারই ঘুম হল না।"

"ঠিক আছে, চলো, হয়েছে!"

মেঘদূতকে বাড়ির পাশের পেট্রল পাম্পের সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিয়ে ইলোনা যখন ফ্ল্যাটে ফিরল, তখন সকাল ছ'টা বাজে।

কিন্তু দশটার সময়ই তাকে ঘুম থেকে তুলে দিল মেঘদূত, "দেখেছ আমার অবস্থা?



এই সবে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে! স্টুডিয়োয় সবাই বসে আছে আমার জন্য। দু' ঘণ্টা লেট! আর এই দু'-তিন দিনের মধ্যে যে আমাকে কতগুলো কাজ তুলতে হবে, তুমি ভাবতে পারবে না!"

"তুমি লেট নাইট করো না কখনও?"

"পার্টি-টার্টিতে আমি যাই নাকি? আমার ভাল লাগে না। কেউ আমার সামনে মদ খেলে আমার বিরক্তি আসে। রিপালশন হয়।"

"ও!" ইলোনা কুহু মিত্রা আড়মোড়া কাটে।

"সেক্সি হয়ে আছ তুমি এখন! নাইট ড্রেস পরে লেপ্টে আছ বিছানায়। আমি সব দেখতে পাচ্ছি! আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ঘুমোও খুকুমণি, আমি রাখছি!"

আর ঘুমোতে পারে না ইলোনা। উঠে নিজের জন্য চা বানিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসে।

একটু পরেই পুষ্পদি ঢোকে প্লাম্বারকে নিয়ে। তাকে জেগে থাকতে দেখে অবাক হয়, "কী হল দিদিভাই? শরীর ভাল তো?"

"অদ্ভুত! শরীরে কী হবে?"

পুষ্পদি গিয়ে খবর দেয় বউদিকে। বউদি সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসে চায়ের কাপ হাতে। মুড বেশ ভাল বউদির এই সকালে। গত রাতের প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তিতে যায় না বউদি। বলে, "কুহু, ভাল খবর আছে।"

"কী?"

"তোর দাদা অবশেষে রাজি হয়েছে মিজোর কাছে যেতে! বলছে, সেপ্টেম্বর নাগাদ যাবে। কাল রাতেই আমি মিজোকে মেল করে দিয়েছি। মিজো বলছে, 'মা আর বেশি কথা বাড়িও না। আমি টিকিট করে দিচ্ছি এখান থেকে। তুমি খালি বাবার মুডটা ঠিক রেখে চলো!' কুহু তুই যাবি আমেরিকা?"

"তোমরা ঘুরে এসো, আমি ফেব্রুয়ারি নাগাদ যাব। আর তার মধ্যে যদি মিজোর বিয়ে ঠিক হয়ে যায়, তা হলে তো ও-ই আসবে।"

"চুপ কর মিথ্যুক! যাক গে, শোন। একটা যা মেয়ে দেখেছি না কাল ক্লাবে! মিঃ শতপথীর নাতনি। কী ফিগার কুহু, কী দেখতে! সামনের দাঁতটা একটু কোনা ভাঙা বুঝলি, হাসলে খুব মিষ্টি লাগে! হাইটটা অবশ্য একটু কম। মিজোর কাঁধ অবধিও যাবে না। কিন্তু খুব গ্ল্যামারাস, সাজতে-টাজতে পারে দারুণ! ফিল্ম স্টাডিজ় পড়ছে যাদবপুরে। তোর দাদা কী বলল বল তো, 'ও প্রচুর ছেলে চড়িয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' কুহু আজকের দিনে একটা ২১-২২ বছরের মেয়ে, সে কখনও ছেলেদের সঙ্গে মেশেনি, প্রেম করেনি, আনটাচড, এরকমটা হয়? কোথা থেকে আমি অসূর্যম্পশ্যা জোগাড় করব? সব ব্যাপারে মনে খুঁত পুষে রাখবে তোর দাদা। শোন, চিকি চলে যাচ্ছে কাল। কাল একটু ছোট বউদি কান্নাকাটি করবে, মন-টন ওর ভাল থাকবে না, কাল আমি বিকেলটা একটু বউদির কাছে থাকব। আর পরশুও হবে না। তা হলে শনিবার আমি আর তুই একটু মিঃ শতপথীর বাড়ি যাব। অবশ্য সেটা যদি বেশি ফর্মাল হয়ে যায়, তা হলে জাস্ট ক্লাবেই ওদের চা খেতে ডাকতে পারি। কী বল? মিসেস শতপথী, মিসেস শতপথীর ছেলের বউ, ওদের তো দেখলাম বেশ ইন্টারেস্ট আছে। মেয়েরও একটু এনআরআই পছন্দ। তুই বারোটার মধ্যে রেডি হয়ে নিস।"



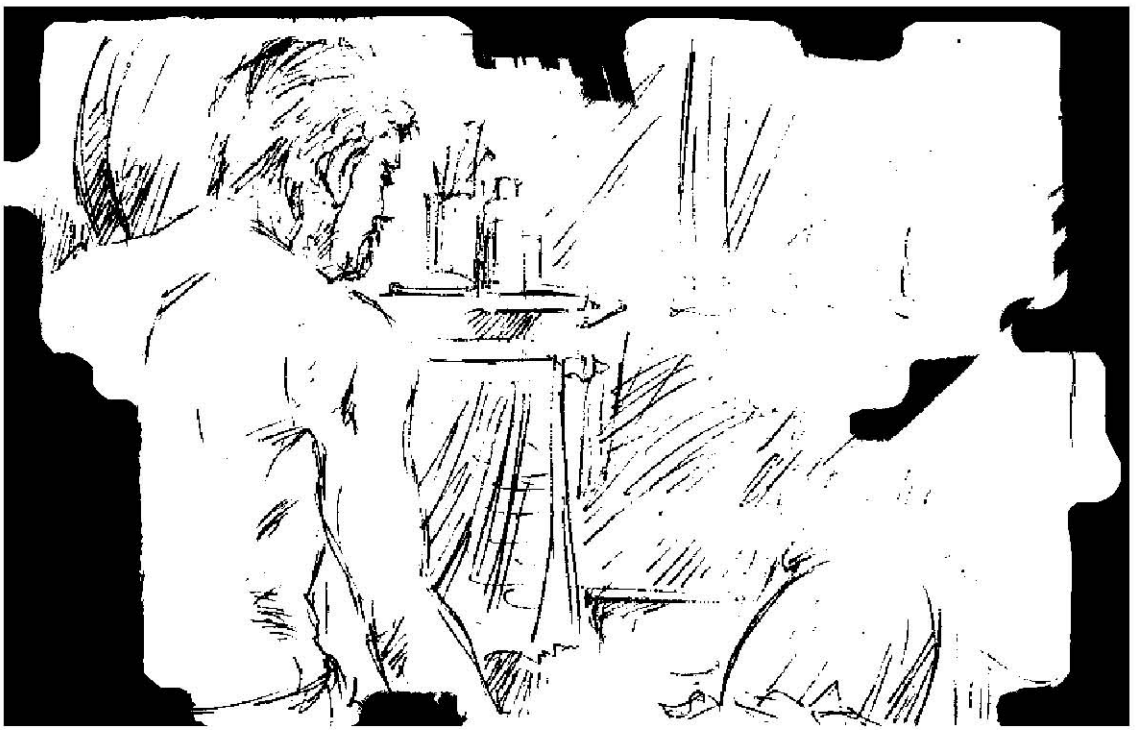
"তুমি কি যাচ্ছ চিকিকে ছাড়তে?"

"হ্যাঁ, আমি ঠিক দুটোর সময় তুলব ওকে।"

"আচ্ছা বউদি, একটা কথা বলো তো, চিকি ওর বরকে ভালবাসে?"

"ভালবাসে কুহু, ভাল না বাসলে এখনকার মেয়েরা কেউ ঘর করে না। স্পেশ্যালি সেল্‌ফ সাফিশিয়েন্ট মেয়েরা, চিকির মতো। তুই থাকলি হিমাংশুর সঙ্গে? হিমাংশু কী করেছিল তোকে? মারছিল? ধরছিল? অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছিল? নাথিং! ইউ হ্যাভ নাথিং টু কমপ্লেন! তবু কীরকম পালিয়ে এলি! আসলে কী বল তো, পিপল ফল ইন অ্যান্ড ফল আউট অফ লাভ! এটা ফ্যাক্ট! যেটা তুই এযুগের মেয়ে হয়েও মানিস কিনা, আমি জানি না।"

"প্রেম একটা আদর্শ বউদি। ভয়ঙ্কর



জিনিস।"

"'কুহু তুই কতগুলো প্রেম করেছিস বল? আমি তিনটে সম্পর্কের কথা জানি, কয়েকটা আমার অজানা আছে। তোর দাদা জানে না, কিন্তু আমি জানি আই সি আর-এর পাশের বিল্ডিংটার সেভেনথ ফ্লোরে তুই মাঝে-মাঝে যাস, দুপুরে যাস, রাতেও যে কখনও যাস না, তা নয়। আমি বুঝি কুহু, তোর শরীরের একটা চাহিদা আছে। কিন্তু তুই কি আমাকে বলতে পারবি, কী ধরনের আদর্শ প্রেম তুই খুঁজছিস?"

"কে বলল খুঁজছি? আমি আর কিছু খুঁজছি না।" বিরক্ত মুখে বলল ইলোনা কুহু মিত্রা। বউদি যে এতটা জানে, সেটা অবাকও করল না তাকে। বউদি এত সোশ্যালাইজ করে, এত বন্ধুবান্ধব বউদির, কেউ না-কেউ দেখেছে, দেখে বলেছে। হতে পারে, যেখানে সে যায়, তার পাশের ফ্ল্যাটেই বউদির কোনও বান্ধবী থাকে।

বউদি চলে গেল আর ফোন এল মেঘদূতের। বেশিক্ষণ না, মিনিটদশেক কথা বলল মেঘদূত তার সঙ্গে। তারপর লাঞ্চ খেতে সদানন্দ রোড যাওয়া থেকে চিকির কাছে বিদায় নিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরা অবধি আরও দু'-তিনবার ইলোনাকে ফোন করল মেঘদূত। তারপর রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ মেঘদূত বলল, 'চলো, বেরই।'

"আজ আবার?"

"তোমার বুঝি ইচ্ছে নেই?"

"কিন্তু তোমার ঘুম?"

"না, না। আজ তোমাকে ছেড়ে দেব তাড়াতাড়ি। আজ আমাকে ঘুমোতেই হবে। আগামী দু'দিনের যা পরিস্থিতি, সব গুবলেট হয়ে যাবে নইলে। তুমি আমাকে দশটার সময় তোলো গোলপার্ক থেকে।"

রাতে দেখা হতেই মেঘদূত বলল, "জীবনে প্রথম প্রেম কার সঙ্গে হয়েছিল তোমার?"

ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "মিঃ লামার সঙ্গে।" আর বলেই বিষম খেয়ে গেল সে।

মেঘদূত 'জল খাও, জল খাও।' বলে ব্যস্ত হয়ে মাথায় ফুঁ দিতে লাগল তার। সে একটু ধাতস্থ হলে মেঘদূত বলল, "এই লোকটা কে?" বলতে-বলতে সে জিন্‌সের পকেট হাতড়ে একটা চকোলেট বের করে দিল ইলোনার হাতে।

"বাবা মারা যাওয়ার পর এক বছর দার্জিলিংয়ের বোর্ডিং স্কুলে ছিলাম। তখন এখানে এসব চলছিল, বাড়ি বিক্রি হওয়া, ফ্ল্যাট কেনা। তারপর দাদা আমাকে ফিরিয়ে আনে। ভিক্টোরিয়া স্কুলে মিঃ লামা ছিলেন আমাদের ম্যাথস টিচার। ভীষণ হ্যান্ডসম। থ্রি পিস সুট পরা, কালো ওভারকোট পরা, হাতে সব সময় লম্বা ছাতা ধরা...দার্জিলিংয়ে তো যখন-তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দেয়। খুব জোরে হাঁটতেন মিঃ লামা। কালো ওভারকোটটা বড়-বড় দুটো ডানার মতো উড়ত উনি জোরে হাঁটতেন বলে। লম্বা, টিকোলো নাক। কোনও পাহাড়ি মানুষের এত টিকোলো নাক আমি দেখিনি কখনও, টিল ডেট। মিঃ লামা আমাকে অকারণেই বকাবকি করতেন, জানো? দেখলেই বলতেন, 'হোয়াট আর ইউ ডুয়িং হিয়ার? হোয়াই ডোন্ট ইউ গেট ইয়োর লেসনস ডান?' আর আমি ওঁকে দেখলেই ইচ্ছে করে ওঁর সামনে গিয়ে পড়তাম। হয়তো দূর থেকে দেখলাম, উনি আসছেন। অমনই পড়িমরি করে ডর্মিটরি থেকে ছুটে বেরিয়ে বেশ ওঁর চোখে পড়ার মতো করে থামের গায়ে হেলান দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওঁকে ইমপ্রেস করার জন্য মন দিয়ে অঙ্ক করতাম। সাপারের পরে আমাদের ডর্ম থেকে বেরনো বারণ ছিল। সবাই বলত, পিছনের জঙ্গল থেকে বুনো কুকুর আসে, কেউ বলত পাইথন দেখেছে, কেউ বলত চিতা বাঘ দেখেছে, আমার কোনও ভয়ডর ছিল না। প্রায়ই অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে মিঃ লামার কোয়ার্টারে চলে যেতাম। দরজা নক করতাম। কিন্তু উনি কোনওদিন দরজা খোলেননি। আমি বলতাম, 'আমি তোমাকে অঙ্ক দেখাতে চাই।' উনি গম্ভীর গলায় বলতেন, 'আই অ্যাম বিজি নাউ। কাম টুমরো মর্নিং।' সো ক্রুয়েল হি ওয়াজ..."

"তার মানে তো এই প্রেমটা তোমার হয়নি, ওভারির মধ্যে স্পার্ম যায়নি!"

"ইউ মিন সেক্স?"

"দূর বোকা, মন দেওয়া-নেওয়াই তো হয়নি, তাই না? সেটা কি প্রেম নাকি? প্রেম, মানে, যার সঙ্গে তুমি অ্যাকচুয়ালি প্রেম করেছ। পাইথন! চিতা বাঘ! আবোল তাবোল! মাথায় কী আছে তোমার? জুরাকে জিজ্ঞেস করা হত, 'তোমার মাথায় কী আছে?' জুরা বলত, 'আমার মাথায় বুদ্ধি

আছে!' আমি বলতাম, 'বুদ্ধি কেমন দেখতে?' ও বলত, 'আইসক্রিমের মতো!' আসলে, প্রচুর পুরুষ সঙ্গ করেছ তুমি, সেসব তুমি বলবে না। খুব চালাক মেয়ে। পারিজাতকে যেমন আমি চট করে ধরে ফেললাম, তুমি হলে কোনওদিন বুঝতে পারতাম না! তোমার চোখদুটো দ্যাখো, জ্বলজ্বল করছে! একদম পুরুষখেকো চোখ তোমার! কেউ তোমাকে আগে বলেনি? আবার রাগ করলে নাকি? ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছ মনে হচ্ছে?"

খিলখিল করে হাসছিল ইলোনা কুহু মিত্রা। তাই শুনে মেঘদূত বলল, "একে বলে ডাইনি হাসি! বাবা, কত কী যে পার!"

হাসি থামিয়ে ইলোনা বলল, "কিন্তু মিঃ লামার জন্যই আমি চলে এলাম ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে। দাদাকে সমানে চিঠি লিখতে লাগলাম, 'আমাকে নিয়ে চল, নিয়ে চল।' মিঃ লামার আমার প্রতি ইনডিফারেন্ট থাকাটা আমি মেনে নিতে পারিনি! তারপর বহু বছর পর মিঃ লামার সঙ্গে আবার ফ্লুরিজে দেখা হল, আমি ওঁকে চিনতে পারিনি মেঘদূত! হি কেম আপ টু মি। হি সেড, হি অলওয়েজ রিমেমবার্ড মি!"

"সেটা তোমার ভাল লেগেছিল নিশ্চয়ই? জয়ের ফিলিং হয়েছিল নিশ্চয়ই? লোকটা তোমাকে ভোলেনি!"

"কী হিংসুটে তুমি মেঘদূত? আর 'লোকটা', 'লোকটা' বলছ কেন? মিঃ লামা বলো।"

"ওই হল!"

"জয়ের ফিলিং? হলেও হতে পারে। এই যে তুমি সারাক্ষণ 'পারিজাত', 'পারিজাত' করে যাচ্ছ ডিভোর্সের এত বছর পরও, সেটা তো আসলে এক ধরনের সেল্‌ফ ইভ্যালুয়েশন! আসলে তো তুমি সমানেই বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছ কী করে তোমাকে ছেড়ে গেল পারিজাত! কী করে তোমার ট্যালেন্ট, তোমার ক্রিয়েটিভিটি, তোমার পার্সোনালিটি, তোমার প্রেমকে নস্যাৎ করে দিয়ে চলে গেল একজন কর্পোরেট এগজিকিউটিভের কাছে? তোমাকে বের করে দিল নিজের আবেগের ঘেরাটোপ থেকে? এখানে তোমার নিজেকে নিয়েই সন্দেহ তৈরি হচ্ছে! তোমার ক্ষমতা, তোমার যোগ্যতা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে তোমার! যখন এত মানুষ তোমার মিউজিক শুনে ধন্য-ধন্য করছে, তখন বিরাট জনতার উল্টো দিকে তুমি একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছ পারিজাতকে, যে এই রেকগনিশনের কনট্রাস্টে কি পাওয়ারফুল! এই হার তুমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছ না।"

মেঘদূত বলল, "তাই না?"

"তাই তো মনে হয়!"

"পারিজাতের কিন্তু সাহস ছিল! একদিন ও আমাকে ফোন করে বলল, 'তুমি মৈনাককে মিট করবে?' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' আমি কিন্তু শুধু পারিজাতকে দেখব বলে...বুঝতে পেরেছ? ওরা এল আটটা নাগাদ। গল্প টল্প করল, কী ওদের ফিউচার প্ল্যান, ডিভোর্সটা যদি মিউচুয়ালি হয়ে যায়। আমিও কথা বলে যাচ্ছি, ডিল করছি জুরাকে নিয়ে। জুরা কোথায় থাকবে, কীভাবে কী হবে আর ওবেরয় তো, বিলটা আমার কাছে রেখে গেল স্টুয়ার্ড। দেখলাম, ওরা উঠে চলে গেল। আমি বিল দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, লেডিজ ওয়াশ রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মৈনাক। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?' ও বলল, 'পারিজাত টয়লেটে গিয়েছে।' তার মানে, পারিজাত তখন ওর নারী! পারিজাত টয়লেটে গেলে, ও দাঁড়াবে টয়লেটের দরজার সামনে, সেটাই স্বাভাবিক। আগে আমি দাঁড়াতাম, ট্রেনের টয়লেটের সামনে, এয়ারপোর্টের টয়লেটের সামনে! যদি লক হয়ে যায়, যদি বেরতে না পারে, আমি পাহারা দিতাম! বুঝলাম, স্বত্ব বদলে গিয়েছে। হাত বদল হয়ে গিয়েছে। তার আগে অবধি আমি ছিলাম বিষাদগ্রস্ত, দুঃখিত, ব্যর্থ প্রেমিক। সেদিন রেগে উঠলাম। শুরু হল আমদের লড়াই। দু' বছর চলল সেই লড়াই। আমার আক্রোশ মিটত এই ভেবে যে, ওরা বিয়ে করতে পারছে না! সময়, অর্থ, সব নয়ছয় হল। লাভ কিছু হল না! এখন বুঝতে পারি, আমি পারিজাতের শরীরের জন্য লড়ছিলাম! জাস্ট ফ্লেশ! ওর কালো ব্রা-প্যান্টি পরা সাদা শরীর, পরিপুষ্ট উরু, পয়জনের গন্ধ! মাঝে-মাঝে এগুলো ভেবে দেখার চেষ্টা করি! নগ্ন করি পারিজাতকে, জোর করে পা ফাঁক করে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করি...এখন আর আমার দাঁড়ায় না! পারিজাতের শরীর আর টানে না আমাকে। সেদিন একটা প্রিমিয়ারে দেখা হল। নাঃ, শরীরটা টানে না। এখন শুধু জুরার জন্য কষ্ট ছেয়ে থাকে বুকে। অথচ কী পাগল ছিলাম ওর শরীরটার জন্য বলো তো? নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের এই অধিকার বোধ...আমি বেরিয়ে গিয়েছি এসব থেকে!"

তখন রাত সাড়ে তিনটে, হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তায় একটা বুলেটে চড়ে এসে দাঁড়াল দু'জন পুলিশ অফিসার, বলল, "একটু নেমে আসুন!"

মেঘদূত নেমে গেল। পুলিশ অফিসার ওকে দেখে বলল, "ওঃ, মেঘদা আপনি? সরি, সরি! আসলে একটা ফোন গিয়েছিল পাড়া থেকে। পর পর দুটো রাত একটা গাড়িতে দু'জন..." অফিসার ইলোনা কুহু মিত্রার দিকে তাকাল, "তাই এসেছিলাম আমরা। ঠিক আছে, ঠিক আছে! ক্যারি অন।"

মেঘদূত বলল, "আমরা কোনও খারাপ কাজ করছি না ভাই। আসলে ও হল ইলোনা, ও এই বাড়িটায় থাকত। আমিও এখানে থাকতাম। আর এই যে বাড়িটা দেখছেন, এই বাড়িটায় ভর্তি মেয়েরা ছিল, সব এক একটা গোপিনী! আমি ওদের গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে শোনাতাম। আর ওরা আমাকে গরম লুচি, মাংস এনে এনে খাওয়াত!" মেঘদূত চোখ মারল অফিসারকে, "যারা মানে গান-বাজনা করে, একটু ভোলানাথ টাইপ, একা থাকে, এদের প্রতি তো মেয়েদের চিরদিনই একটা টান থাকে, তাই না?"

"সে তো বটেই দাদা!"

"আমরা সেসব পুরনো দিন, পুরনো স্মৃতির জ্যোৎস্নায় অবগাহন করছি আর কী!"

"হ্যাঁ, আজ দিব্যি চাঁদ উঠেছে। মেঘ নেই, আমিও একটু গান-বাজনা করতাম। এই লাইনটা আমিও একটু জানি।"

"আপনিও কোনও সিডি বের করেছেন নাকি?"

"না দাদা, অতটা এগোনো হয়নি!"

মেঘদূত কাঁধে হাত রাখল অফিসারের, "বুঝতে পেরেছি!"

পুলিশ দু'জন চলে যাওয়ার পর মেঘদূত ইলোনার ঘাড় ধরে মাথাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "কী, ভয় পেয়েছিলে নাকি?"

"কেন ভয় পাব? আমার কাছে প্রেস কার্ড আছে!"

"উফ, চিরতার সরবত! কীরকম মুখের উপর বলে দিলে আমি হেরে গিয়েছি! হেরে গিয়েছি!"

কী করে তোমার ট্যালেন্ট, ক্রিয়েটিভিটি, পার্সোনালিটি, প্রেমকে নস্যাৎ করে দিয়ে চলে গেল কর্পোরেট এগজিকিউটিভের কাছে?

সেদিনও বাড়ি ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল ইলোনা কুহু মিত্রার!

তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটল। ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে অনেকবার ফোন করল মেঘদূত। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করে না ঘুমিয়ে পারছ? তার মধ্যে এত কাজ?"

"অভ্যেস আছে। প্রয়োজনে পারা যায়। একটা সময় তো এত ট্র্যাভেল করেছি যে, শুধু কানেক্টিং ফ্লাইটে ঘুমোতাম! বিজ্ঞাপনের

কাজে কোরিয়া চলে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম লন্ডন। লন্ডন ক্যায়ারের হিউজ় অর্কেস্ট্রেশন, তার রেকর্ডিং চলছে...সেখান থেকে চলে গেলাম ইরান, ছবির কাজে। সেখান থেকে আবার গেলাম পাকিস্তান, সেখান থেকে বাংলাদেশ — চরকির মতো ঘুরেছি! পারিজাত চলে যাওয়ার পর ওই কাজগুলোই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে!"

সেদিন রাতে ইলোনা কুহু মিত্রার গাড়িতে ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রল ভরল মেঘদূত, "আমরা এত ঘুরছি সারা শহরে...তোমার অনেক পেট্রল খরচ হচ্ছে। আমি আমার জন্য তোমাকে এক পয়সাও খরচ করতে দেব না! আমাদের সকলকে কষ্ট করে টাকা রোজগার করতে হয়।"

"তুমি আমার থেকে কিছু নেবে না?"

"নিয়েছি তো, তোমার সময়!"বলল মেঘদূত।

সেই রাত কেটে যাওয়ার পর যে দুপুর, সেই দুপুরে ইলোনা যখন বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অফিসে তিন রাত ড্যাশবোর্ড অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই না যাওয়ার মিথ্যে কারণ-টারণ তৈরি করে এইচ আর-কে মেল করছে তখন মেঘদূতের ফোন এল। শ্রান্ত গলা শুনে ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "তোমাকে ঘুম টানছে মেঘদূত। তুমি আর পারছ না।"

"হ্যাঁ, আর পারছি না। বাড়ি ফিরেই তো বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিদিবের কাজ শেষ করলাম, মাস্টার ডিস্কটা ধরিয়ে দিয়ে একটু বাড়ি এলাম। শুয়ে পড়েছি। একটু ঘুমোই, বিকেল থেকে আবার শুরু করব। আজ রাতের মধ্যে পাওলোর কাজটা তুলতেই হবে। একটা বাউল গানের রেকর্ডিং আছে। শান্তিনিকেতন থেকে কৃষ্ণ বলে একটা ছেলেকে আনিয়েছি। ট্রেনে-ট্রেনে গান করে, কিন্তু কী দরদ! শুনলে বুঝতে পারবে! তুমি কী করছ? শুয়ে আছ?"

"হুঁ!"

"এই বাড়িটা আমি ছেড়ে দিতে চাই ইলোনা। ছাড়ব-ছাড়ব করি, ছাড়তে পারি না! এখানে এত স্মৃতি, পারিজাত, জুরা, দুষ্টু! একজন অপরিণামদর্শী যুবকের বোহেমিয়ান জীবন থেকে সংসারী পুরুষ হয়ে ওঠার, দায়িত্ববান মানুষ হয়ে ওঠার সব চিহ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে এখানে। শখ করে পুজো করেছিল পারিজাত একবার, দেওয়ালে সিঁদুর, হলুদের দাগটা জ্বলজ্বল করছে এত বছর পরও! তিন বছরের জুরা একটা নৌকো এঁকেছিল দেওয়ালে, আমি একটু জল এঁকে দিয়েছিলাম, পারিজাত একটা পাল লাগিয়ে দিয়েছিল, দুটো বৈঠা দু'দিক থেকে...সেই ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এখনও। এগুলো প্রোটেক্ট করব না? ছেড়ে চলে যাব? তুমি জানো, পারিজাত চলে যাওয়ার প্রায় বছরখানেক পর একদিন হঠাৎ কী মনে হল, বেডরুমের টয়লেটটার ডাস্টবিন খুলে দেখি, সেখানে ভর্তি রক্তমাখা স্যানিটারি ন্যাপকিন, শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে! সেই দৃশ্য দেখে আমার কী যে হল! শরীর একদম উন্মাদ হয়ে গেল! আমার মনে হল, আমাকে রক্ত চুঁইয়ে পড়া ওই যোনিপথের মধ্যে আবার যেতেই হবে! নইলে মরে যাব আমি! গন্ধটা নাকে-মুখে লেগে আছে টের পেলাম। জান্তব উত্তেজনায় ফোন করতে লাগলাম পারিজাতকে! ইলোনা কাল গাড়িতে উঠেই ওই গন্ধটা নাকে এসে লেগেছে আমার! তোমার কি পিরিয়ডস হয়েছে?"

"হ্যাঁ হয়েছে। কালই!"

"গন্ধটা পাওয়া মাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম! কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। যদি কিছু মনে করো!"

"কিছু মনে করতাম না," বলল ইলোনা।

মেঘদূত বলল, "হে ঈশ্বর!"

"কী হল?"

"আমি যদি তোমার কাছে শরীর চাই, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না, তাই না?"

"না, করব না!"

"তুমি আমাকে পছন্দ করে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ!"

"ইলোনা, একটা অসম্ভব ইরেকশন হল আমার এটা শুনে! তোমার গলার স্বরটা কেমন পাল্টে গেল! মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে সরে এলে! আমাকে জড়িয়ে ধরো ইলোনা! আমার মাথাটা চেপে ধরো বুকে।"

"হুঁ!"

"পার্ট ইয়োর লেগস, আমি আর থাকতে পারছি না! তুমি আমাকে টেনে নাও, আমাকে ভিতরে আসতে দাও! আমাকে আহ্বান করো। বলো, 'এসো'! মিনতি করে বলো 'এসো'! যাতে বুঝতে পারি, তুমিও আমাকে চাইছ! ভীষণ ভাবে চাইছ শরীরে!"

ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "এসো, আমাকে নাও!"

বিকেলের দিকে মেঘদূতের ফোন এল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মেঘদূত বলল, "এই পারফরম্যান্সটা আমার আর ভাল লাগে না, জানো তো?"

"কোন পারফরম্যান্সটা?"

"এই নগ্ন নারী শরীর, নিজে নগ্ন হওয়া, বিছানায় যাওয়া, ধামসানো, স্তন, পেট, নাভি, উরু, জঙ্ঘা, ভিজে যোনি, বীর্যপাত! বিরক্ত লাগে! মাংস-মাংস লাগে! মনে হয়, যাই! মনে হয়, তীব্র কাম আসে, তোলপাড় হতে থাকে! কিন্তু করলে বুঝতে পারি, নিজের বিরুদ্ধাচারণ করছি! হীন, দুর্বল, অনুতপ্ত লাগে তখন। শোচনীয় ব্যাপার!"



চুপ করে থাকে ইলোনা কুহু মিত্রা।

মেঘদূত বলে, "আসলে কী জানো, প্রেম মানুষের অনেকবার হতে পারে। টান, ভালবাসা, শরীর, এসব অনেকবার আসতে পারে জীবনে। কিন্তু মানুষ জীবনে মাত্র একবারই প্রেমে ব্যর্থ হয়! মাত্র একবার! তুমি কি জানো, সলিলদা কেন আমাকে ত্যাগ করেছিলেন?"

"না, জানি না, তুমি বলোনি।"



"মিমির সঙ্গে প্রেম ছিল আমার। মিমি সলিলদার বড় মেয়ে। সলিলদা যেদিন জানতে পারলেন, আমাকে ডেকে বললেন, 'তোকে মেয়ে দেব না। তুই আমার মতো। কাউকে সুখী করতে পারবি না! আমার মতো কারও হাতে আমি বাবা হয়ে মেয়েকে দিকে পারব না। তুই চলে যা মেঘ, আসিস না আর কখনও!' সেই যে বেরিয়ে এলাম, সেই যে আমি মিমির জন্য হাহাকার করে ঘুরলাম রাস্তায়-রাস্তায়, তখনই জানতাম এ বিষ আমাকে দ্বিতীয়বার মারতে পারবে না!"

"তা হলে পারিজাত?"

"কী জানি? নিজের জন্য একটা জায়গা তৈরি করা, তাতে কয়েকজনকে ডেকে এনে বসানো, একটা স্থিতি, সংসার জীবন, বন্ধনকে বোঝার চেষ্টা, আত্মজ, রক্তের ধারাবাহিকতা, একটা শরীরের প্রতি অধিকারবোধ...দিনের শেষে কোথায় ফিরবে মানুষ? এটা তো ঠিক যে, পারিজাত আমাকে এগুলো দিয়েছিল। আই রেসপেক্ট হার ফর দ্যাট। আমি কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ। ইলোনা, আমি কিন্তু তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। আমি তোমাকে টাচ করিনি!"

ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "আমারও তাই মনে হয়!"

তারপর আর মেঘদূতের কোনও সাড়া শব্দ নেই। রাতে বেরিয়ে তিনদিন পরে অফিসে ঢোকে ইলোনা। পরের দিন বিকেলে কফি বানিয়ে টিভি খুলে বসেছে, চ্যানেল সার্ফ করতে গিয়ে দেখে, তার নিজের চ্যানেলেই মেঘদূতকে দেখাচ্ছে, 'মিড সামার নাইটস ড্রিমের' উপর হচ্ছে শো-টা। লাইভ নয়, রেকর্ডিং। নাট্যকার রয়েছে, অভিনেতাও রয়েছে। শেক্সপিয়রের নাটকে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করতে গেলে কোন-কোন বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তা সুন্দর করে বলছে মেঘদূত। মন দিয়ে শুনবে ইলোনা, ফোন বেজে উঠল। ধরিত্রী।

"ক্লাবে ঢুকতেই ক্যাঁক করে ধরল শ্রাবন্তী। তোকে আর মেঘদূত রায়কে নাকি একসঙ্গে দেখেছে ওবেরয়ে? পরশু রাতে? তোরা নাকি দু'জনে-দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে কথায় এত মগ্ন হয়ে গিয়েছিলি যে, পাশের টেবিলে বসে থাকা ওকে-সমীরকে লক্ষই করিসনি? সত্যি কুহু? বল না? তোর দাদা আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে আছে! তুই আমায় বল, আমি শুনলে খুশিই হব!"

গতকাল বিকেলের পর থেকে মেঘদূতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই ইলোনার এবং সে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই ভাবেনি। এবার সে ফোন করল মেঘদূতকে, ফোন তুলতেই, 'হ্যালো'র সঙ্গে-সঙ্গে একটা হইচইয়ের শব্দ ভেসে এল ওপাশ থেকে, অ্যানাউন্সমেন্ট চলছে কিছুর, মেঘদূত বলল, "আমি তোমাকে ফোন করছি পাঁচ মিনিটে!"

আধঘণ্টা পর ফোন এল মেঘদূতের, "সরি ইলোনা, চেক ইন করছিলাম। একটু দেরি হয়ে গেল। বলো?"

"এমনিই! কোথায় যাচ্ছ?"

"কোরিয়া যাচ্ছি বিজ্ঞাপনের কাজে। তারপর একটা ফিল্ম ফেস্টিভাল অ্যাটেন্ড করতে যাব নিউ ইয়র্ক। আরও একটা জায়গায় যাওয়ার কথা। অনেকগুলো দিনের ব্যাপার। তুমি ভাল থেকো ইলোনা। ফিরে দেখা হবে।"

চোখের সামনে একটা মেঘদূত। আর একটা মেঘদূতর চেক ইন হয়ে গিয়েছে, চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে দূরে! এই দু'জনের কারও সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। তা হলে কি এদের মাঝখানে আরও একজন ছিল? হঠাৎ তার গলায় পাক খেতে লাগল কান্না। বেডরুমে ছুটে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বারবার বলতে লাগল, "আর আমি রাতে অফিসে যাব না। আর আমি রাতে অফিসে যাব না!"

রাতে বাড়ি ফিরে বউদি এল তার কাছে, "অন্ধকার করে শুয়ে আছিস? পুষ্প খাবার দিতে এসে দেখেছে তুই কাঁদছিস!"

গুম হয়ে শুয়ে থাকতে-থাকতে ইলোনা কুহু মিত্রা ভাবল, এবার ধরিত্রী মেঘদূতের প্রসঙ্গ তুলবে, তুলবে নিশ্চয়ই!

কিন্তু ধরিত্রী বলল, "তুই নিজে থেকে কিছু না বললে কোনও বিষয়েই আমি আর কিছু জানতে চাইব না ঠিক করেছি!"

সে চোখ-মুখ কুঁচকে প্রার্থনা করল, বউদি আরও একবার মেঘদূতের নাম করুক! বলুক, শ্রাবন্তী কি দেখেছে। তা হলে সে অন্তত বুঝতে পারবে যে, সত্যিই সে মেঘদূতের সঙ্গে ছিল। একজন মেঘদূত ছিল এই তিন-চারদিন ধরে। একজন মেঘদূত তাকে বলেছে, সে ধড়িবাজ, চালাক, অসভ্য আর পুরুষখেকো। একজন মেঘদূত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ধরিত্রী কথাটা তুললে সে প্রমাণ পাবে, প্রমাণ পাবে এসবের।

এখানেই ইলোনা কুহু মিত্রার সমস্যা ছিল। সে স্বপ্ন দেখে তারপর আর স্বপ্ন আর ঘটনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না। মাঝে-মাঝে একটা রাস্তা দিয়ে প্রথমবার হেঁটে যাওয়ার সময় তার মনে হত, সে এই রাস্তা দিয়ে বহুবার হেঁটে গিয়েছে! কিছুদিন পর সে জানত, সে অনেকবারই হেঁটে গিয়েছে রাস্তাটা দিয়ে। কখনও-কখনও কোন সিনেমার অর্ধেক অংশটা দেখে কোনও কারণে বাকিটা দেখতে না পাওয়ার পর অন্য অংশটা সে ভেবে নিত! পরে কখনও ওই সিনেমাটাই দেখতে বসে সে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলত, এই অংশটা এরকম হয়ে গেল কী করে? এটা তো এরকম ছিল না!

মেঘদূতের ক্ষেত্রে তার বাস্তবকে স্বপ্ন মনে হল! এবং এই অবস্থায় ঝট করে কেটে গেল ১০-১২ দিন! একদিন প্রবলভাবে সন্দিহান হয়ে নিজের ফোনের কল লিস্ট চেক করতে গিয়ে ইলোনা দেখল ইনকামিং, আউটগোয়িং, মিসড কল...কোথাও মেঘদূত বলে কেউ নেই! শেষ যে ফোন নাম্বারটা কল লিস্টে আছে, সেটা ন'দিন আগে আসা সুনেত্রার নম্বর। সুনেত্রা ওর ছেলেকে নিয়ে দিল্লি যাচ্ছে। ছেলে অল ইন্ডিয়া ম্যাথস কম্পিটিশনে বেঙ্গল থেকে ফার্স্ট হয়েছে। এবার দিল্লিতে সর্বভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষা হবে। এসব বলার জন্য ফোন করেছিল সুনেত্রা। ১০-১২ দিন আগের কলগুলোর কোন চিহ্ন নেই ফোনে, সবই মুছে গিয়েছে!

সে রাতে অফিসে না গিয়ে ইলোনা কুহু মিত্রা সোজা চলে গেল হিন্দুস্থান পার্ক! গিয়ে বসে রইল ফিফটিন ডি'র সামনে, যেখানে গাড়ি রেখে দাঁড়াত মেঘদূত আর সে। তখন ঝমঝম করে শুরু হল বৃষ্টি। তাতে ইলোনার মনে হল, বৃষ্টির কারণে দৃশ্যটার এতটাই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে যে, মন একাগ্র করে ১৫ দিন আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যে বেগে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তাতে তার মনে হল, হিন্দুস্থান পার্ক রোড, এসব বাড়িগুলো নিয়ে, ওই সাউথ ইন্ডিয়ান কফি হাউজ নিয়ে গলে যাবে! গলে কাদা হয়ে বেরিয়ে যাবে পয়ঃপ্রণালী দিয়ে!

ইলোনা কুহু মিত্রা ফিরে চলল বাড়ির দিকে। সেই রাতে একটা স্বপ্ন দেখল সে আবার! সে দেখল সমুদ্র! জায়গাটা অনেকটা মুম্বইয়ের মতো। ইন্ডিয়া গেট, কোলাবা। বাঁধানো একটা পাথরের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে জলে। আর সমুদ্রের জল এসে আছড়ে পড়ছে সিঁড়ির উপর। সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে সে আর মেঘদূত। মেঘদূত আগে-আগে, পিছনে সে। এই অবস্থায় মেঘদূত হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে চুমু খেল!

ঘুম থেকে উঠে সে নিজেকে বোঝানোর

প্রেম নিয়ে ভাবতে বসে তন্ময় হয়ে যেত ইলোনা কুহু মিত্রা, এক অপার্থিবকে অনুভব করে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত।

চেষ্টা করল, এটাকেই স্বপ্ন বলে। কোথায় সমুদ্র, কোথায় কী। সে এক বছর আগে মুম্বই গিয়েছিল! স্বপ্নে অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। স্থান, কাল, পাত্রের কোনও কনসিসটেন্সি থাকে না। মেঘদূতের সঙ্গে কাটানো ওই চারদিন স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন নয় কিছুতেই! এমনটা ঘটেছিল। মেঘদূত ফিরে এসে নিশ্চয়ই তাকে ফোন করবে। যদি করে, তা হলে এসবের সত্যতা সে মেঘদূতকেই জিজ্ঞেস করবে।

একদিন আবার রাতে অফিস যাওয়ার সময় ইলোনা কুহু মিত্রাকে গাড়ির জানলার কাচে টোকা দিয়ে সেই সাদা চাদর গায়ে দেওয়া লোকটা জিজ্ঞেস করল, "উজ্জয়িনী নগরী কোন পথে যাই বলুন তো?"

ইলোনা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

১০-১৫ দিন পর তাকে দুপুরের দিকে হিন্দুস্থান পার্কে যেতে হল সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভীষণ আফসোস হল তার। সে দেখল, এখানে এলে তার বাবার কথা মনে পড়ত, খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে লোকজন দেখার কথা মনে পড়ত, খোলা ছাদের কল খুলে জল নিয়ে খেলা করার কথা মনে পড়ত, প্রতিবেশীদের মুখ মনে পড়ত, সে সব মনে পড়ত, যাতে সে নিজে ছিল, নিজে একাই। কিন্তু এবার পা রাখামাত্র তার মনে পড়ল শুধু মেঘদূতকে। মেঘদূত এখানে থাকত, ওই তিনতলার ঘরটায় থাকত। এখান দিয়ে গেট টপকাত, ঠোঁট কাটা কমলিনীর সঙ্গে গল্প করত। পারিজাত আসত লম্বা চুল খুলে, ঋতাম্বরী আসত। ওখানে গাড়ি রেখে গল্প করত সে আর মেঘদূত!

ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, তার নিজের স্মৃতিগুলো সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। এক-দেড় মাস কাটতে-কাটতে তার মনে হল, তার জীবনও তছনছ হয়ে গিয়েছে। অথচ সে কোনও ভাবেই প্রমাণ পাচ্ছে না যে, মেঘদূত তার জীবনে ছিল। এসেছিল!

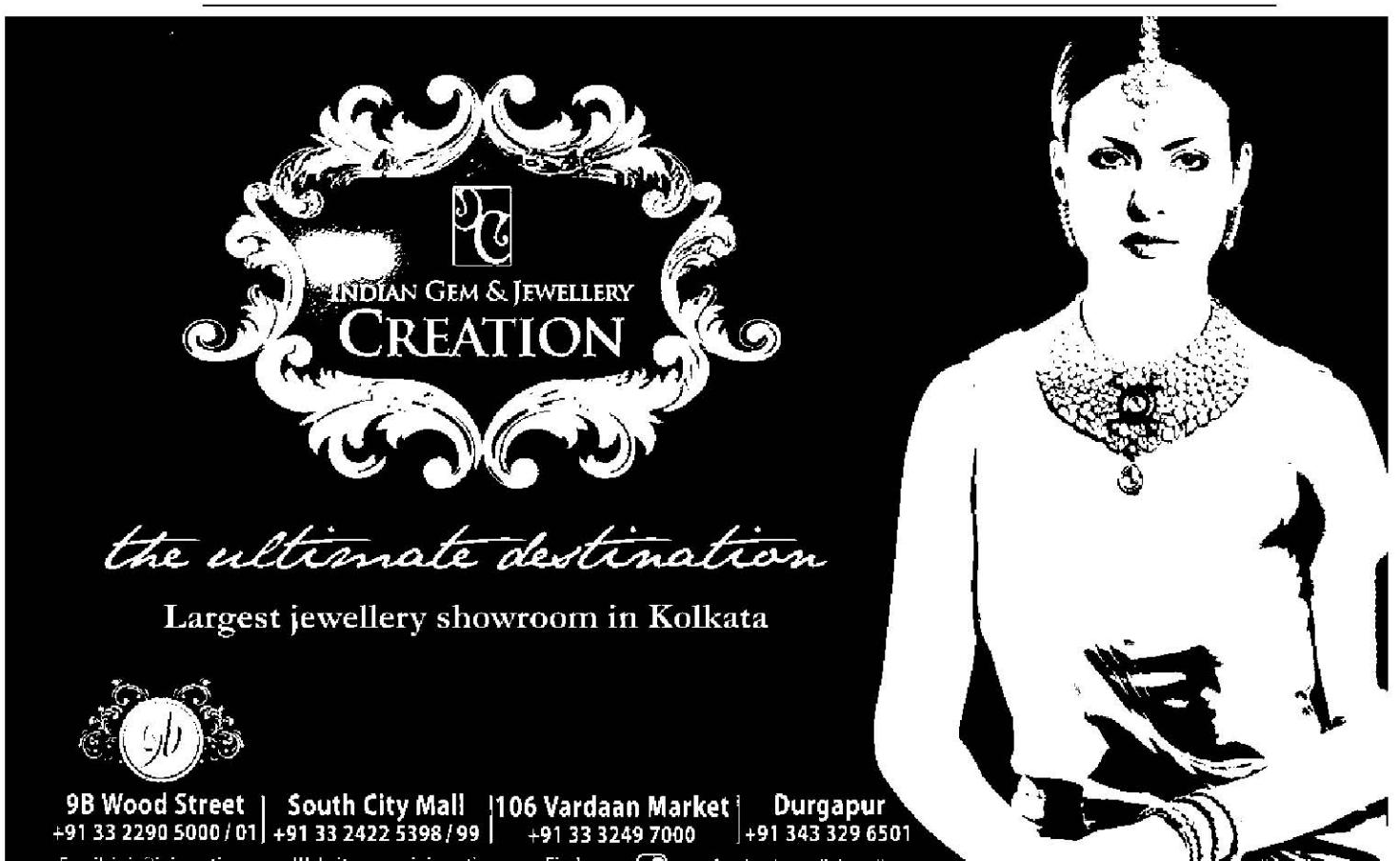


একদিন রাতে বউদির কাছে ডিনার করার সময় রুটি আর মটন স্টু খেতে-খেতে তার মনে পড়ল, মেঘদূত মাংস খায় না। সে সেদিনই মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে মনস্থির করল। আর একদিন ক্লাব থেকে বউদির আনা ফিশ ফ্রাই খেতে-খেতে তার মনে পড়ল, মেঘদূত মাংস খায় না বলে ওর সঙ্গে খেতে গিয়ে সে কোনওদিন মাংস খায়নি। খেতে বলেছে মেঘদূত, কিন্তু সে খায়নি। মেঘদূত ফিশ ফ্রাই খেত। প্রন কাটলেট খেত, সেও তাই খেত। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার আর মাছ খেতেও ইচ্ছে করল না। সে মাছ খাওয়াও ছেড়ে দিল সেদিন থেকে।

এই দুটো বিষয় যখন প্রকাশ্যে এল, তখন ধরিত্রী অবাক হয়ে জানতে চাইল তার কাছে, "ছেড়ে দিলি কেন, আমি জানতে চাই না। কিন্তু একদিন এই মাছ, মাংস খাওয়াটা কত বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল তোর মনে আছে কুহু? হিমাংশুর সঙ্গে মাছ, মাংস খাওয়া নিয়ে তুই কত লড়াই করেছিস একদিন?"

হিমাংশু বলত, "ঘর কে অন্দর তো সওয়ালই নহি হোতা। আমি যদি কোনওদিন জানতে পারি যে, তুমি বাড়ির মধ্যে মাস, মছলি এনেছ তো অনর্থ হয়ে যাবে।"

ইলোনা কুহু মিত্রা বলত, "আমি তো বলিনি, বাড়িতে খাব কিংবা বাড়িতে আনব। আমি বলেছি, বাইরে কেন খেতে পারব না? ক্লাবে বা রেস্তরাঁয় কেন খেতে পারব না? তোমার ফুড হ্যাবিট আমার ফুড হ্যাবিট আলাদা। তোমার মধ্যে এটুকু উদারতা কেন থাকবে না যে, আমাকে তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে? আমাকেই কেন তোমার সব আচার-আচরণ গ্রহণ করতে





হবে! আমাকে তুমি বাধ্য করবে কেন?"

উত্তরে হিমাংশু বলত, "আমি টলারেট করতে পারব না যে, আমি যার সঙ্গে শুই, সে মাছ, মাংস খেয়ে আসবে!"

"শোবে না তুমি আমার সঙ্গে। আমি অন্য ঘরে শুচ্ছি!"

"দ্যাট মিনস, তুমি তোমার মতো চলবে, আমি আমার মতো থাকব। তা হলে আমরা বিয়ে করলাম কেন?"

"তুমি একটা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছ। কতগুলো রুচি, পছন্দ-অপছন্দ আমার ছোট থেকে তৈরি হয়েছে। দ্যাট ডাজন্ট কাম ইন ইয়োর ওয়ে, আমি বাড়ির বাইরে মাছ-মাংস খেলে তোমার কী ক্ষতি? এটা জাস্ট আমার জেদ। তাই যদি হয়, তা হলে তুমি আমাকে আগে বলোনি? তা হলে এই বিয়েটা হতই না।"

"আই থট, তুম সুধর জাওগি!"

"সুধর জাওগি? মানে খারাপ ছিলাম, ভাল হয়ে যাব হিমাংশু মেবারের জাদুস্পর্শে?"

হিমাংশু মেবারের সঙ্গে ইলোনা কুহু মিত্রার সব বিষয়েই ঝগড়া শুরু হয়েছিল বিয়ের কিছুদিন যেতে না-যেতেই।

একদিন হিমাংশু তাকে বলল, "অ্যাকচুয়ালি ইলোনা, তুমি কখনও আমাকে ভালবাসনি! তুমি আমার টাকা আর স্টেটাসকে ভালবেসেছ। ইজ্জি মানি? একটা বর থাকবে, যে তোমার এটিএম মেশিন হবে। বাট ইলোনা, ইফ ইউ ডোন্ট বিহেভ প্রপারলি, তা হলে তুমি টাকাপয়সা কিছুই পাবে না। ডোন্ট স্পয়েল দ্য গেম। যে কারণেই তুমি আমাকে বিয়ে করে থাক না কেন, ইউ ক্যান লিভ হ্যাপিলি।"

এবার ইলোনা কুহু মিত্রা নিজেকে খুব সচেতন মনে প্রশ্ন করল, একজন মাড়ওয়ারি, বিপত্নীক, বয়সে তার চেয়ে অনেকটা বড়, এরকম কাউকে জীবনের প্রথম বিয়েটা কেন করবে কোন বাঙালি মেয়ে? সে ভেবে দেখল, বিয়ে সে করেছিল টাকার জন্যই! সে জানত, বিয়ে করে কেউ সুখী হয় না এবং বিয়ের ক্ষেত্রে অর্থ, স্টেটাস, ঘর-বাড়ি, রোজগার...এগুলোর একটা ভূমিকা থাকেই। দাদা যদি তার বিয়ে দিত, এসব বিবেচনা করেই দিত। সে শুধু একটু বেশিমাত্রায় টাকার সংস্পর্শে এসে গিয়েছিল হিমাংশুকে বিয়ে করে। ওখানে টাকা ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখা যাচ্ছিল না। তার এটাও মনে হল, হিমাংশুর এত সম্পত্তি, এত অর্থ, বংশানুক্রমিক ধন-দৌলত, তাও হিমাংশু এই টাকার ব্যাপারটা অবহেলা করতে পারল না? ভাবতে পারল না, টাকা ছাড়াও হিমাংশু মানুষ হিসেবে একটা বিশেষ কেউ? তার মানে হিমাংশুর অস্মিতা বোধ ছিল না, নেই। এটা মনে হওয়ায় হিমাংশুকে একজন মিডিওকার মানুষ বলেই মনে হল ইলোনা কুহু মিত্রার। এটা সত্যিই যে হিমাংশুকে বিয়ে করার সময় সে হৃদয়বৃত্তির দিকটা একবারও ভাবেনি। বরং হিমাংশুর ড্রেস সেন্স কত ভাল, সেটা ভেবেছে! সে খুব একটা ভালবাসার প্রত্যাশী ছিল, আদৌ তা নয়! এক ধরনের আদর্শ প্রেমের অস্তিত্বের কথা সে তখনও ভাবত। কিন্তু আলো-ছায়া মাখামাখি সেই প্রেমের বাস্তব প্রকৃতি সে কখনও দেখেনি। প্রেম নিয়ে ভাবতে বসে তন্ময় হয়ে যেত ইলোনা কুহু মিত্রা, এক অপার্থিবকে অনুভব করে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। কিন্তু কোন মানুষের মধ্যে সেই অনুভবের মীমাংসা সে খুঁজে পায়নি! সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর ক্লান্ত অবস্থাতেই বিয়ে করেছিল হিমাংশু মেবারকে। মেবারদের আসুরিক প্রাচুর্যের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে দেখল, জীবন কত স্থির, কত নিস্তরঙ্গ, কত নিশ্চিত! সে ভেবেছিল, ঠিকই করেছে।

তা হলে তার এত আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হল কেন? মদ্যপান করে হিমাংশু যেদিন কান্নাকাটি করল তার কাছে, বলল, "ইউ ডোন্ট লাভ মি, নো? ইউ নেভার লাভড মি!

তুমি কখনও আমাকে ভালবাসনি! তুমি আমার টাকা আর স্টেটাসকে ভালবেসেছ। একটা বর থাকবে, যে তোমার এটিএম মেশিন হবে।

আই অ্যাম নাথিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। অল ইউ ওয়ান্ট ইজ টু এনজয় মাই মানি।" সেদিন ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, সম্পদ-মালিকের রাইভাল হয়ে উঠেছে তার সম্পদই। লোকটা ক্লীব হয়ে গিয়েছে। লোকটার প্রভুত্ব করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে! তার গা ঘিনঘিন করে উঠল। দাদা তার সঙ্গে কথা বলত না। একদিন সে দাদাকেই ফোন করে বলল, "আই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ হিম!"

দাদা বলল, "বেটার লেট দ্যান নেভার। চলে আয়।" সে চলে এল। হিমাংশু মেবার এটা স্বপ্নেও ভাবেনি। আর দাদা ভেবেছিল, পরবর্তী জীবনটা ইলোনার ভালই হবে। বোনের একটা ভুল বিয়ে সামলে দেওয়ার ক্ষমতা তার দাদা রাখে। কিন্তু ইলোনা কুহু মিত্রা জানত, মানুষ জীবনে মাত্র এক ধরনের বাঁচাই বাঁচে। সে তার নিজের ধরনটা বাঁচছে, এ ব্যাপারে সে নিজেই নিজের হাতে পরাধীন।

অরভিন লোকটা কে, ইলোনা কুহু মিত্রা তা নির্দিষ্ট করে জানে না। নামটা জানে, বাড়িটা চেনে। কারণ, সে অরভিন সিন্‌হার বাড়িতে আসে মাঝে-মাঝে। কিন্তু লোকটা কী করে এবং তা ছাড়াও একজন পরিচিত সম্পর্কে আরও যা-যা জানা উচিত একজনের, সেসবের কিছুই জানে না ইলোনা। এমনকী, অরভিন লোকটাকে ওই পর্দাটানা বেডরুমের বাইরে, অন্য কোথাও অন্য পরিস্থিতির মধ্যে, সূর্যালোকচর্চিত শহরের জনারণ্যে মিশে থাকা অবস্থায় দেখলে হঠাৎ করে চিনে না-ও উঠতে পারে। তা সত্ত্বেও সে স্বীকার করতে পারে যে, অরভিনকে তার ভাল লাগে। কিন্তু যে জায়গাটায় অরভিনকে তার ভাল লাগে, সেই জায়গাটা একটা ছোট, ক্ষুদ্র, মাংসল তলতলে সুড়ঙ্গপথ। সেই জায়গাটা অরভিনকে চুম্বকের মতো টেনে আনতে চায়। নির্জন রাতে যেরকম ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায় বন-জঙ্গলে, ইলোনা কুহু মিত্রা মাঝে-মাঝে বুঝতে পারে, তার শরীরটাও সেরকম ঘন, গভীর একটা জঙ্গল, সেখানেও ঝিঁঝি ডাকে, কান পেতে শুনতে পেলে সে তখন স্মরণ করে অরভিনকে। দীর্ঘ একটা সময় যাবৎ অরভিন আর ইলোনা কুহু মিত্রা পরস্পরকে চিনেছে শুধু এই সামান্য পরিধি জুড়েই।

বাকি অরভিন সম্পর্কে ইলোনা কুহু মিত্রা আগ্রহী নয়। বাকি ইলোনা সম্পর্কে অরভিনও উদাসীন ও অজ্ঞ। অরভিনের ফ্ল্যাটে সারা বছর শুধু এই একটাই ঋতুর তিতিক্ষা। একটাই অভিপ্রেত আবহাওয়া। তার বাইরে একটাও অবান্তর কথা নেই, অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নেই, সবচেয়ে বড় কথা, কোনও ভুল বা ত্রুটি নেই সম্পর্কে। বড় জোর অরভিনের বেড রুমের সোফায় বসে জানলার পর্দা অল্প ফাঁক করে ইলোনা কুহু মিত্রা কখনও বলে ওঠে, "রোদ্দুর পড়ে আসছে। ফিরতে হবে!" বড় জোর বিছানার কোনে ঝুঁকে বসে কখনও অরভিন বলে ওঠে, "কফিটা ঠিক আছে?" একটা সম্পর্ক বাইরের জগতের কাছে নিষিদ্ধ হতেই পারে, কিন্তু ইলোনা কুহু মিত্রা আর অরভিনের সম্পর্কটাকে তারা যৌথ চেষ্টায় যেন নিষিদ্ধ করে রেখেছে একে-অন্যের কাছেই। এই চেষ্টাটা এক্ষেত্রে যেন একটা আর্ট, একটা শিল্প! এর বাইরে বেরতে চাইলেই সঙ্গে-সঙ্গে এসে যুক্ত হত ভুল এবং ত্রুটি। সেই পাপ দু'জনের কেউই করতে চায়নি।



কৈশোরে পা দেওয়ার আগেই কোনও এক অজ্ঞাত লেখকের আদিরসাত্মক একটা গল্প পড়ে ফেলেছিল ইলোনা কুহু মিত্রা। হঠাৎই ভাঁজ করা বইটা সে পেয়েছিল স্কুলে যাতায়াতের গাড়ির ড্রাইভারের সিটের মধ্যে গোঁজা অবস্থায়। গল্পে নায়িকা অন্ধকার রাতে নদী পার হয়ে উঠে বসে একটা নৌকোয়। ছইয়ের ভিতর লণ্ঠন জ্বলছে। নায়িকা দেখে, সেই লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে মাঝির অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে। বৈঠা চালানোর প্রক্রিয়ায় ফুলে-ফুলে উঠছে মাঝির শরীরের পেশিসমূহ। মাঝির মুখ অন্যদিকে ফেরানো। এই দৃশ্যে নায়িকার চিত্ত বৈকল্য ঘটল। তার কাম জাগরিত হল। সে মাঝিকে টেনে নিয়ে গেল ছইয়ের ভিতরে। তারপর পাতার পর পাতা জুড়ে নায়িকার মিলনসুখের বর্ণনা। কিন্তু নৌকোয় ওঠা, মিলন এবং শেষে বেশবাস গুছিয়ে নায়িকার নেমে যাওয়া অবধি মাঝির সঙ্গে তার একটা বারও বাক্যবিনিময় ঘটেনি!

ইলোনা কুহু মিত্রার গল্পটা মনে থেকে গিয়েছিল শুধু এই নীরবতাটুকুর কারণে। এই নীরবতাকে সে ফ্যান্টাসাইজ করত। এহেন নীরবতার অভিজ্ঞতা সে পেতে চেয়েছিল জীবনে। মনে-মনে কতবার সে ঢুকে পড়ত একটা নৌকোর গলুইয়ের ভিতর! মনে-মনে সে কতবার পার হতে চাইত আঁধার রাতে ওরকম একটা নদী। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেত মাঝির মুখ। মুখে ব্রণর দাগ। অরভিনের মধ্যে ইলোনা কুহু মিত্রা সেই মাঝিকে খুঁজে পেয়েছিল যেন। অরভিনের তামাটে সুগঠিত শরীর, রুক্ষ চুল, বাদামি দাড়ির চেয়েও অরভিনের মৌনতা তাকে আকৃষ্ট করত ঢের বেশি। সে জানত, অরভিন কথা বলে না। অরভিন তাকে সত্যি-মিথ্যে কিছুই বোঝাতে চায় না। তার কাছে অরভিনের কিছুই ব্যক্ত করার নেই। তাই ইলোনা কুহু মিত্রা বিশ্বাস করত লোকটাকে। সে মনে করত, 'নক্ষত্র'র সাততলার ফ্ল্যাটে যাওয়ার মধ্যে কোনও ঝুঁকি নেই। সাধারণত পিরিয়ডস হয়ে যাওয়ার পরের তিন-চারটে দিন এক ধরনের দেহমিলন-মনস্কতা দেখা দেয় ইলোনার। তার একারই যে এমনটা হয়, তা নয়। বন্ধুদের অনেকেরই এই সময় শরীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। ধরিত্রীও বিষয়টাকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু ধরিত্রীর বক্তব্য, যাদের হয় এবং তৎক্ষণাৎ মিটে যায়, তারা আর এটা কতটা অনুভব করবে? এই দিনগুলোয় ব্যস্ততা এবং অবসরের ফাঁকে-

স্বপ্নপূরণে অর্থসহায়ঃ
LIC HOUSING FINANCE LTD.
WITH YOU FOR YOUR DREAM HOME
CONTACT: 98310833307, 9434080789
9432218880, 9836819135
lichflea@cal.vsnl.net.in

ফাঁকে বারবার তড়িৎগতিতে মাথার মধ্যে ভেসে ওঠে সঙ্গমাবস্থার কত-শত জাম্প কাট! ইলোনা কুহু মিত্রার এই সময় মনে পড়ে অরভিনের কথা।

এবার পিরিয়ডস হয়ে যাওয়ার পরও তার মনে পড়ল অরভিনকে। সে ফোন করল, "আসব?"

অরভিন বলল, "কবে?"

"কাল?"

"কখন?"

"তিনটে নাগাদ।"

"এসো।"

"ওকে।"

মেঘদূতের কথা ইলোনা কুহু মিত্রার সব সময় মনে পড়ত। এই মনে হওয়ার কোনও শেষ ছিল না! যে মোবাইল সেটটা সে ব্যবহার করছে, তার ইন বিল্ট রিং টোনগুলো মেঘদূতের করা। যে গাড়িটায় সে চড়ে, তার বিজ্ঞাপনে মেঘদূতের সুর। যে চুইংগামটা সে খায়, তার বিজ্ঞাপনের সঙ্গীতের রূপকারও মেঘদূত। এফ এম চ্যানেলে মেঘদূত, পেজ থ্রি-তে মেঘদূত আর তা ছাড়াও মেঘদূত 'এই' বলেছিল, মেঘদূত 'ওই' বলেছিল, মেঘদূত বলেছিল, 'একটা বিরাট র‍্যাম না থাকলে মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে ইলোনা!' মেঘদূত বলেছিল, কৃতজ্ঞতা বোধ, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, কর্তব্য বোধ, এসবের জন্য দরকার স্মৃতিশক্তি! যা তার এই অনুভবকে মনে পড়িয়ে দেবে। আর বলেছিল, 'প্রণয় জিনিসটা পায়েসের মতো। ঠান্ডা হলেই স্বাদ বাড়ে!'



ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে পাশের গাড়ি থেকে মেঘদূতের গান ভেসে এলে কানে হাত চাপা দিত ইলোনা কুহু মিত্রা। তার মনে হত, মেঘদূত তাকে তাড়া করছে। সে মাছ, মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। সে ফোনের হ্যান্ডসেট বদলে ফেলেছিল। গাড়িটা নিয়ে কী করবে ভাবছিল, হিন্দুস্থান পার্কে আর যেতই না...এবার সে গান শোনাও ছেড়ে দিল! 'ইয়োর মাস্থলি কলার টিউন সাবসক্রিপশন হ্যাজ বিন রিনিউড', এরকম এসএমএস পেলে সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। আর গাড়িতে উঠলেই সে মেঘদূতের গায়ের গন্ধ পেত। নতুন একটা স্টিং এয়ার ফ্রেশনার লাগিয়েও মেঘদূতের গায়ের গন্ধ সে মুছে ফেলতে পারল না গাড়ি থেকে! তার মনে হল, তার র‍্যামটা বড় হোক বা ছোট, সেখানে শুধু মেঘদূতই আছে। সেদিন অরভিনের কাছে গিয়ে প্রথমে সে চুপচাপ শুয়ে রইল বেড রুমের বিছানায়। অরভিন তাকে কিছুই বলল না। কাছেও টানল না, স্পর্শ পর্যন্ত করল না। কিছুক্ষণ সোফায় বসে থেকে তারপর আয়রন করার টেবিলের উপর পড়ে থাকা জিন্‌সটাকে প্রেস করতে শুরু করল নিঃশব্দে। সে দেখছিল অরভিনের খালি গা, শর্টস পরা। নির্লোম সুন্দর স্বাস্থ্য, লালচে স্তনবৃন্ত, সোনার চেন থেকে ঝুলে থাকা লকেট! লকেটটা দেখলে বোঝা যায়, লকেটটার ভিতরে একটা ছবি আছে। ইলোনা কুহু মিত্রা ধীরে-সুস্থে উঠে গিয়ে খুলে ফেলল লকেটটা। দেখল সেখানে কারও ছবি নেই, শুধু মিনে করা দুটো গোলাপ ফুল! সে অরভিনকে জড়িয়ে ধরল যখন, ঠোঁট তুলে ধরল অরভিনের দিকে, হাত রাখল শর্টসের উপর, তখন একটা ঝলসানির মধ্যে দিয়ে সে দেখতে পেল, মেঘদূতের মুখ! সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল ইলোনা কুহু মিত্রার! মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হল, দুটো মাস কেটে গেল, মেঘদূত তাকে একবারও ফোন করল না?

সে সরিয়ে দিল অরভিনকে। অরভিন বিনা বাক্যব্যয়ে আবার প্রেস করতে শুরু করল জিন্‌সটা। বিছানার এক ধারে আরও অনেকটা সময় বসে থেকে তারপর ইলোনা চোখে-মুখে একটু জল দিতে ঢুকল টয়লেটে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে সে সোজা নেমে এল অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংয়ে। ইলোনা কুহু মিত্রা বাড়ি চলে এল সেদিন। ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। চেষ্টা করল মাস্টারবেট করতে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেকে রগড়েও কোনও লাভ হল না। বিন্দুমাত্র ভিজল না সে। ইলোনা কুহু মিত্রা সম্ভাব্য সব রকম কল্পনার আশ্রয় নিল। সমস্ত নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা ভাবল। তিন-চারজন পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় ভাবল নিজেকে। এমনকী, আরও দুটো-তিনটে মেয়েকে টেনে আনল এর মধ্যে। সে মেঘদূতকেও ভাবতে চেষ্টা করল বারবার। কিন্তু মেঘদূতকে ভাবতে গিয়ে সে দেখল, অনীহা! পারফরম্যান্সে অনীহা! এই শরীর, এই মাংস, এই লাফ-ঝাঁপ, হাঁপানো, এই স্বেদ, রক্ত, লালা, যোনিরস, বীর্য মাখামাখির মোহ থেকে মুক্তি চাওয়া একটা করুণ মুখ! বিরক্তির ভাঁজ কপালে। চোখে তীব্র অশ্রদ্ধা, ঘৃণা! ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, তার ভিতর একটা পারদ উঠতে চাইছে, কিন্তু ড্রপ করে যাচ্ছে! ড্রপ করে যাচ্ছে বারবার। সে ছেড়ে দিল নিজেকে।

পরের মাসে ঋতুমতী হওয়ার পরের দিনগুলোয় আর শরীর কোনও বিপত্তি বাধাল না। কোনও উত্তেজনাই সে টের পেল না শরীরকে ঘিরে। সে ভুলেই গেল যৌনতা বিষয়টাকে। সে ভাবল, সে ভুলে গিয়েছে।

'লুম্বিনী' 'মগধ', 'বৈশালী', 'উজ্জয়িনী', এই নামগুলো ইতিহাস বই ছেড়ে নেমে এসেছিল ইলোনা কুহু মিত্রার চলার পথে। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই নগরীগুলোর নাম সে হঠাৎ-হঠাৎ ভেসে উঠতে দেখত বিলবোর্ডে! দিকনির্দেশ চিহ্নও থাকত। কারা যেন তার গাড়ির জানলার কাচে টোকা দিয়ে তাকে বাতলে দিতে বলত সেই নগরীগুলোয় পৌঁছনোর পথ! সে প্রথম-প্রথম ভাবত, এটা কী ঘটছে? কেন ঘটছে? কিন্তু কিছুদিন কেটে গেল তার মনে হত, স্বপ্ন! মেঘদূত যখন আর ফোন করল না, তখন সে ধরে নিল সাউথ ইন্ডিয়ান কফি হাউজে দুপুরবেলা দেখা হওয়ার একটা বাস্তবতা ছিল! তারপর বিকেলে ফোন আসা থেকে শুরু করে সবটাই স্বপ্ন! সে এটা ভাবত, তার কারণ, তার ফোনে একটা নম্বর মেঘদূতের নামে সেভ করা ছিল! কিন্তু সেই নম্বরটায় ফোন করতে গিয়ে থমকে যেত ইলোনা কুহু মিত্রা। আসলে সে নিঃসংশয় হতে পারত না! সে সারাক্ষণই মেঘদূতের সঙ্গে কথা বলত মনে-মনে। সে বলত, 'মেঘদূত তুমি এত কথা বলতে, এত কথা বলতে, আমার কথা তুমি কিছু শুনলেই না! আমিও তোমাকে অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি!' না বলতে পারা কথাগুলো ইলোনা কুহু মিত্রা প্রতিদিন, প্রতিদিনই একটু-একটু বলছিল মেঘদূতকে। তার বলার পর মেঘদূতও জবাব দিচ্ছিল ইলোনাকে। সময় চলে যেতে-যেতে কোনটা মেঘদূত বাস্তবিকই তাকে বলেছিল বা স্বপ্নে এসে বলেছিল, আর কোনটা মনে-মনে কথা বলার সময় বলে গেল বা তখনও সেই প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন, উত্তর-প্রত্যুত্তর স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় চলল কিনা...তার ভেদরেখা মুছে গেল ইলোনা কুহু মিত্রার জীবন থেকে! সব জড়িয়ে-মড়িয়ে একাকার হয়ে গেল। কলকাতা শহরের উপর মেঘদূতের একটা লেখা বেরল বড় পত্রিকায়। পড়ে ইলোনার মনে হল, এই লেখার প্রতিটা বাক্য তার জানা! মেঘদূতের অভিজ্ঞতা তার জানা!

এরকম সময় একদিন রাত তিনটে নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার বদলে, সাদার্ন অ্যাভিনিউ পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল ইলোনা কুহু মিত্রার গাড়ি। তার মনে হল, লেক গার্ডেন্সের ব্রিজটা তাকে টানছে। তার মনে হল, সে এগোচ্ছে যোধপুর পার্কের দিকে। মেঘদূত বলেছিল, ওর বাড়িটা ঠিক কোথায়। কর্নার প্লট, একতলা, পাশে একটা ফ্লোরিস্ট শপ আছে। বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিটায় রাখা থাকে গাড়ি। কারণ, গ্যারেজ নেই! কিন্তু মেঘদূত বলেছিল, বাড়িটা ছেড়ে দেবে!

লেক গার্ডেন্সের ব্রিজের মাথায় ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল ইলোনা কুহু মিত্রা। আর তখনই সে দেখতে পেল, একজন

মানুষ শূন্যের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! ভেসে-ভেসে যাচ্ছে! তার পা মাটিতে ঠেকছে না। ব্রিজ থেকে তিন-চার ফুট উপরে শূন্যে ভেসে রয়েছে শরীরটা। তাঁর শরীরের সামান্যতম কোনও অংশের সঙ্গে কোনও সংযোগ নেই ব্রিজটার। আর তার খালি পা দুটো চকচক করছে এমন, যেন সোনার তৈরি। মানুষটির মস্তক সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত! পরনে ছাইবর্ণ ধুতি, চাদর, কপালে চাঁদের আলো মাখামাখি, হাতের মুদ্রা এমন, যেন নিজেকেই নিজে পথ প্রদর্শন করছে আর অলৌকিক পারদর্শিতায় পার হয়ে যাচ্ছে ব্রিজ।

শহরের বুকের উপর রাত সাড়ে তিনটের এই নির্জন ফ্লাইওভার। ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে বিপজ্জনক একটা বাঁক। রাতে এতটুকু গতি না কমিয়ে ছুটে যায় বড়-বড় গাড়ি এই রাস্তায়। আজ একটাও গাড়ি নেই। ব্রিজটা সুনসান। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের অপার সীমায় পৌঁছে ইলোনা কুহু মিত্রা লক্ষ করতে থাকে মানুষটাকে। দশ, পনেরো, কুড়ি সেকেন্ড করতে-করতে কয়েক মিনিট কেটে যায়। তার চোখ অনুসরণ করতে থাকে এই ব্যাখ্যাতীত বিজাতীয় বিহার।

ইলোনা কুহু মিত্রা প্রাণপণ বুঝতে চেষ্টা করে, সে স্বপ্ন দেখছে কিনা! এ তার ভ্রম কিনা! সে দেখে, মানুষটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। তখন ইলোনা নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। তার মনে হয়, এই মানুষ হয় দেবতা, নয় ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রবণ। সে আবার ছুটে ফিরে আসে গাড়িতে, গাড়ি স্টার্ট দেয়। গতি বাড়িয়ে সে চলে আসে

ইলোনা কুহু মিত্রা প্রাণপণ বুঝতে চেষ্টা করে, সে স্বপ্ন দেখছে কিনা! এ তার ভ্রম কিনা! সে দেখে, মানুষটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।

মানুষটার পাশাপাশি এবং আরও নিশ্চিন্ত হয় মানুষটার ভাসমানতার বিষয়ে। উত্তেজনায় শরীর কাঁপতে থাকে তার। সে কিছু একটা বলে ডাকতে চায় সেই মানুষটিকে, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরয় না। এই সময় শূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ওই মানুষ। তার উত্তরীয় উড়তে থাকে হাওয়ায়। সেই খুলে আসা উত্তরীয় সে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। ইলোনা কুহু মিত্রা নেমে আসে গাড়ি থেকে। মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সোনার মতো চকচক করতে থাকা পা দুটোকে সে চাইলেই ছুঁতে পারবে এত কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ইলোনা। তার মুখে ভাষা জোগায় না, কিন্তু মনে-মনে প্রশ্ন করে সে, "আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হল, এ কি সত্য, নাকি কল্পনা?"

উত্তর আসে, "আমি পরিব্রাজক। আর তুমি ঘুরছ, জন্মের পর জন্ম ঘুরছ। কোনও না-কোনও সময়ে, কোনও না-কোনও জোনে আমদের দেখা হতই!"

সে বলল, "আমি বুঝতে পারলাম না! জন্মের পর জন্ম আমি ঘুরছি, আর আপনি? জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, এটা কি আপনার পক্ষে খুব তুচ্ছ ব্যাপার?"

"আমার ঘূর্ণন আর তোমার ঘূর্ণির মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি ঘুরছি একটাই মহাকক্ষপথে। আর তোমার প্রতিটা জন্ম আসলে কতগুলো ক্ষুদ্র কক্ষপথ পরিক্রমণ। এভাবে ঘুরতে-ঘুরতে যেভাবে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময় চন্দ্র-সূর্য একে অন্যের কক্ষপথে এসে পড়ে, সেভাবে তুমি আমার মহাকক্ষপথে এসে পড়লে আজ, এইমাত্র! এই সময়টা খুব অল্প, এই সময়টা এখনই শেষ হয়ে যাবে!"

"সময় শেষ হয়ে গেলে আপনি সরে যাবেন, আমি সরে যাব — এই দেখা



(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Tension of study?
Watch an Animated Movie

* Board curriculum based detailed study material incorporated in a software
* Highly qualified teachers available for one on one video conferencing from 7.30 AM till 9.30 PM
* Assessment after every three months
* Scientific analysis of past question trends
* Full laboratory demonstrations
* Career counseling



For students of
ICSE / CBSE / ISC / WB Board
Classes – VII - XII

INTUITION™
The edge in knowledge

Corporate Office Bangalore:
SYMMETRIC MARKETING & SERVICES PVT. LTD.
#79, 1st Floor, Thayamma Complex,
Hosur Main Road, Madiwala,
Banglore 560068, Ph: +91-8088113145
contact@symmetricservices.com
Available in all major cities across book stores

Call +91 33 3040 8743 / 8742
www.intuitionindia.com
contact.us@intuitionindia.com



হওয়ার কি এটুকুই তাৎপর্য?”

“না! তোমার কিছুই মনে নেই। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। একবার টানা তিনদিনের বৃষ্টিপাতে ভেসে গিয়েছিল বৈশালী নগরী। নগরীর উপান্তে আমার প্রাচীন গৃহ নিমজ্জিত হয়েছিল জলের তলায়। তুমিও ছিলে সেই গৃহের বাসিন্দা। কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে বিভেদ ছিল! তুমি ছিলে সাধারণ, জলঘটিত রোগের আক্রমণে তোমার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু অনিবার্য ছিল। আমি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি জানতে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনে পদার্পণ ঘটবে তোমার। তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে চলে যেতে। তুমি বলেছিলে, ‘মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে নয়, যে জীবন আমি ছাড়তে চাইব না, অথচ যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে আমার পক্ষে, বিশ্রামহীন, বিনিদ্রায় কাটবে রাতের পর রাত; কিংবা দুঃস্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে ছেয়ে যাবে প্রার্থনায় পাওয়া ঘুম; যে প্রস্তাব আমি রাখিনি কারও কাছে, তারই প্রত্যাখ্যানের ছায়া পিছু-পিছু ঘুরবে আমার, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমি নিজেকে অতিক্রম করে তাকে দেখব যে আমার সম্পর্কে অনীহা; আমি এমন এক জ্ঞানপ্রাপ্ত হব, যে জ্ঞান আমাকে আমার সম্পর্কেই আড়ষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলবে; আমাকে একা করে দেবে, চরম একা — সেই জীবন থেকে মুক্তি দিতে তুমি ফিরে এসো আমার জন্য।’ জন্মান্তরে তোমার জীবনে এসব বহু, বহুবার ঘটেছে। জন্মের পর জন্ম দুঃস্বপ্নজাত দ্বিধায় ছিন্নভিন্ন হতে হয়েছে তোমাকে। কিন্তু এই জন্মে, এই বিন্দুতেই একমাত্র তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল!”

“মুক্তি মানে কী? পুনর্জন্ম থাকবে না? শুধু মহাকক্ষপথে ভেসে বেড়ানো থাকবে? আমি আর সাধারণ থাকব না? তখন আমি জন্মের ক্ষুদ্র কক্ষপথ থেকে বের করে আনতে পারব অন্যদেরও? মেঘদূতকে বের করে আনতে পারব এই জন্মের পর জন্মের ঘূর্ণি থেকে?” জানতে চাইল ইলোনা।



“প্রতিটি জন্মেই তুমি কোনও না-কোনও মেঘদূতের জন্য হা-হুতাশ করেছ। নিরাশানলে জ্বলেছ।”

“জন্মের আধারটা থাক!” বলল ইলোনা কুহু মিত্রা, তারপর সে যেই আরও কিছু বলতে গেল, অমনই একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একদম তার পিছনে। তার ভিতর থেকে মুখ বের করল দু’জন লোক। ইলোনা কুহু মিত্রা ভয় পেল না এই ভেবে যে, এই ব্রিজে লোক দুটো তাকে আক্রমণ করলে বাঁচানোর জন্য কেউ আসবে না। সে জানত, যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলছিল সে, জন্মের ভিতরের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে তিনিও আসবেন না। তা ছাড়া তাঁর সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে! তখন একটু-একটু ভোরের আলো ফুটছে, পাখপাখালি জাগছে, লোক দুটোকে ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, “কিছু বলবেন?” সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লোকদুটোর দিকে। স্করপিওটা চলে গেল একটু পরেই। ইলোনা কুহু মিত্রা বাড়ি ফিরে এল। ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে সে ভাবল, সে ভীষণ দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়েছে! কিন্তু যে-কোনও প্রেমের সম্পর্কেই দুটো পক্ষ থাকে, এটা জানত ইলোনা কুহু মিত্রা — এক পক্ষ সবল আর অন্য পক্ষ দুর্বল!

দিনদু’য়েক পরে লায়লাকে ফোন করল ইলোনা, “তোর হিপনোথেরাপিস্টের নামটা কী যেন বলেছিলি?”

“নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি।”

“তিব্বতি নোম্যাড মেয়ে?”

“হ্যাঁ! কেন রে?”

“তুই ওর কাছে আর যাচ্ছিস লায়লা?”

“কোথায় আর! সামনে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে। এই তো পরশু ফিরলাম মুম্বই থেকে। আজ রাতের ফ্লাইটে চেন্নাই যাব।”

“ফিরবি কবে?”

“দিনপাঁচেক পর।”

“তুই এসে আমাকে একদিন নিয়ে যাবি নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কাছে?”

“কেন?”

“কী কেন?”

“হঠাৎ হিপনোথেরাপিস্টকে তোর কী

দরকার পড়ল?"

"দরকার তেমন কিছু নেই। কোনও হিপনোথেরাপিস্টকে কখনও মিট করিনি তো, তাই! আগে তুই নতুন কোনও ইন্টারেস্টিং মানুষকে মিট করলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলতিস। আগে তুই একটা নতুন রেস্তরাঁ কিংবা গলির ভিতরের বুটিক খুঁজে পেলে আমাকে ফোন করতিস! মনে আছে, যখন বম্বেতে ছিলি, তখন কোথায় কি নতুন, তার একটা লিস্ট তৈরি করে রাখতি তুই? আমি মুম্বই গেলে ট্রাই করতাম? ক্যারাবিয়ান রোল, পনির সিঙ্গলার, কোকোনাট আইসক্রিম, কফি পুডিং!"

"নির্বাণার কাছে যাওয়া কোনও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার নয় ইলোনা!" খুবই নিরুত্তাপ শোনালো লায়লার গলা, "তা ছাড়া ও কিন্তু কোনও ডাক্তার-টাক্তার নয়। কোনও এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কী নেই, আমি জানি না। হিপনোথেরাপিস্টদের যে ডিগ্রি থাকা উচিত, সেরকম ডিগ্রি ওর নামের পিছনে নেই। ওকে অনেকটা ওঝা, গুনিন, এরকম লাগে আমার। ওর পদ্ধতিটাও স্পিরিচুয়াল। মন্ত্র-তন্ত্র এসবের ব্যাপার আছে। তোর ওকে বিশ্বাসই হবে না!"

"তোকে ও হেল্প করতে পেরেছে কিনা? ওঝা, গুণিনে বিশ্বাস তো তোরও নেই?"

"একটা চ্যান্ট ও আমাকে দিনের মধ্যে সারাক্ষণ মনে-মনে বলে যেতে বলেছিল। সাত দিন টানা। সেটা করার পরই আমি ওর ট্রিটমেন্টের জন্য প্রিপেয়ারড হতাম। কিন্তু আমি পারিনি। দু'বার ট্রাই করে আই ফেলড। আবার চেষ্টা করতে হবে!"

"ওর ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিবি? নাকি নিয়ে যাবি আমাকে?"

"ইউ বেটার গো অ্যালোন!"

লায়লা ঠিকানা এসএমএস করে দিল ইলোনাকে। কারণ, নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কোনও ফোন নাম্বার নেই!

স্টিফেন কোর্টে যেদিন আগুন লাগল, সেদিন দু'জনকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছিল ইলোনা কুহু মিত্রা। একজন গঙ্গোত্রী আর অন্যজন ডক্টর বুটা। গঙ্গোত্রীকে ফোন করতেই গঙ্গোত্রী বলেছিল, "চিন্তা কোরো না ইলোনাদি। আমি ওই অফিস দিনপনেরো আগে ছেড়ে দিয়েছি!" তখন সে ডক্টর বুটাকে ডায়াল করেছিল। ডক্টর বুটা তার ডেনটিস্ট। স্টিফেন কোর্টের পাঁচতলায় বুটার চেম্বার। ডক্টর বুটাকে ফোনে পাওয়া যায়নি। নিজের চ্যানেলেই অবশ্য সে দেখতে পেয়েছিল বুটার চেম্বার। ওই অংশটায় আগুন ছড়ায়নি বলে ফায়ার ফাইটার থেকে শুরু করে তার অফিসের রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যানরা সবাই ডক্টর বুটার চেম্বারের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে বলে দেখেছিল ইলোনা কুহু মিত্রা। মকবুলকে সে পরে জিজ্ঞেসও করেছিল, "তোরা তো ডক্টর বুটার চেম্বারে ঢুকেছিলি, ওদের কাউকে দেখতে পেলি? ওদের কী অবস্থা জানতে পারলি?" মকবুল বলল, "নোবডি ওয়াজ দেয়ার ইলোনা! সব ফ্ল্যাটগুলোই অ্যাবানডন্ড অবস্থায় পড়েছিল। ওই চেম্বারটার দরজা ভেঙে ঢুকল দমকল। আমরা ওদের সঙ্গে ঢুকলাম!" মাসদু'য়েক পরে ইলোনা কুহু মিত্রার সঙ্গে ডক্টর বুটার দেখা হয়ে গেল ক্লাবে। বুটা বলল, "ওঃ, গড! আমি বিদেশে ছিলাম! কিন্তু আমার চেম্বার তো তছনছ হয়ে গিয়েছে। নাউ আই হ্যাভ শিফটেড টু এলগিন রোড। হিয়ার ইজ মাই কার্ড! নতুন অ্যাড্রেস! ওই ফ্ল্যাটটা তো আমাদের প্রপার্টি। দেখা যাক, কী করা যায় ওটা নিয়ে! অনেকে তো এই অবস্থার মধ্যেই থেকে গেল। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ব্যাক!" বলেছিল ডক্টর বুটা। ধরিত্রীর কিছু প্রবলেম হওয়ায় ধরিত্রী একবার গিয়েছিল বুটার নতুন চেম্বারে। হ্যারি বেলাফন্টের ভীষণ ভক্ত ডক্টর বুটা। বুটার চেম্বার মানে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বিদেশি যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো শান্ত একটা জায়গা, যেখানে স্পিকারে খুব লো ভলিউমে হ্যারি বেলাফন্টে বাজছে। ডিলান, কার্পেন্টার কিংবা কেনি রজারস বাজছে। জামাইকা ফেয়ারওয়েল! নতুন চেম্বারটা কেমন ইলোনা জানে না! লায়লার পাঠানো ঠিকানাটা দেখে ইলোনা কুহু মিত্রা ভাবল, ১১ নম্বর স্টিফেন কোর্ট, ফিফথ ফ্লোর, ফ্ল্যাট ফাইভ সি ও ব্লক-এ? এ তো ডক্টর বুটার চেম্বারের উপরের তলা?

বছরদেড়েক আগে যেদিন এই বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল, সেদিনটার কথা এখনও এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মানুষজন অনেকেই ভুলতে পারেনি। তবু

বুটার চেম্বার মানে পরিষ্কার, বিদেশি যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো একটা জায়গা, যেখানে স্পিকারে খুব লো ভলিউমে হ্যারি বেলাফন্টে বাজছে।

এই দুপুর তিনটের সময় চোখের সামনে বিপুল ব্যস্ততায় ভরা, চলমান পার্ক স্ট্রিট, তার ছন্দে ভাঁটা পড়েনি। ফ্লুরিজে ভিড়। ফ্লুরিজের সামনে সেই লোকটা বসে আছে যে ক্যাকটাস বিক্রি করে, পাশে দাঁড়িয়ে বেলুন আর মুখোশ বিক্রেতা। জেট এয়ারওয়েজের অফিসের সামনে ভিখিরিদের জটলা, অজস্র মানুষ হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাথ ধরে। দু' পাশে দুটো সিগারেট, পারফিউম, কনডোম বিক্রির স্টল। তার মাঝখানের বড় গেটটা দিয়ে স্টিফেন কোর্টের ভিতরে ঢুকে পড়ল ইলোনা কুহু মিত্রা। কম্পাউন্ডের ভিতরে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে তাকাতে পুড়ে কালো হয়ে থাকা দেওয়ালগুলো দেখতে পেল সে। মেরামতির কাজ চলছে। কিন্তু এখনও ঝুলে ঝুলে রয়েছে প্রচুর সরু, মোটা তার। ব্লক-এ-র দিকে এগিয়ে গেল সে। উঠে পড়ল লিফটে। লিফট যাতায়াতের লম্বা খাদানটা জাল দিয়ে ঘেরা। জালের গায়ে লেগে আছে কবেকার ধুলো আর ঝুল। দু' পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে, নেমে গিয়েছে সিঁড়ি। এই অংশটায় আগুন ছড়ায়নি। ছড়িয়েছে পিটার ক্যাটের দিকে। লিফট থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ প্যাসেজ, তার মেঝেটা এই বাড়ির ক্রমশ আরও পুরনো হতে থাকা স্থাপত্যকীর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফেটে-ফেটে গিয়েছে শ্বেতপাথর, দাগ ধরে গিয়েছে। অনেক উঁচু কড়ি-বরগার সিলিংয়ের গায়েও ঝুল। দেওয়ালগুলো রংচটা। একটাই ফ্যাটফ্যাটে টিউবলাইট জ্বলছে সিলিং থেকে। এই অট্টালিকার এসব অংশে কস্মিনকালেও কোনওদিন সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি। বাইরে কড়া রোদ, অক্টোবর মাসের গরম, সবে অক্টোবর মাস পড়েছে। পুজোর বেশি দেরি নেই।

প্যাসেজটা হিমশীতল এবং নিস্তব্ধ। প্যাসেজের আলোর চেয়ে লিফটের ভিতরের আলোটা জোরালো। কিন্তু লিফটের কোলাপসিবল গেটটা টেনে দিতেই একটা আর্তনাদ করে সেটা নীচে নেমে গেল। থরথর করে কাঁপতে লাগল লোহার দড়িগুলো। তারপর আর কোনও শব্দ নেই। খাদানটা জুড়ে শুধু একটা হাঁ করা অন্ধকার। এরকম গহ্বরের দিকে তাকালে তার মাথা ঘোরে। প্রথম যেদিন ডক্টর বুটার কাছে এসেছিল, সেদিনও অসতর্কতায় এই অন্ধকার গর্তটা তাকে ভয় পাইয়েছিল! সরে এসে জালের দরজাটা বন্ধ করে দিল ইলোনা কুহু মিত্রা। প্যাসেজের এপাশে তিনটে অতিকায় দরজা। পালিশ মুছে যাওয়া, কারুকার্য ক্ষয়ে যাওয়া, দুটো দরজার গায়ে নেমপ্লেট লাগানো। একটা পাঞ্জাবি আর একটা সিন্ধি পরিবার থাকে। বাঁদিকের দরজাটার গায়ে কিছুই লেখা নেই। শুধু একটা তিব্বতি মুখোশ আটকানো। ইলোনা কুহু মিত্রা বাঁদিকের দরজার পাশের বেলটা টিপল।

একজন মোটাসোটা তিব্বতি মহিলা দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু ইনি কোনও মেয়ে নন, বয়স্কা, ষাট তো হবেই। মহিলা খুব বেশিমাত্রায় প্রসাধন করেছেন। কালো

প্যান্টের উপর সাদা সিল্কের শার্ট। গলা থেকে নেমে এসে ভারী স্তনের উপর ঝুলে আছে হোয়াইট ওপালের একটা হার। সপ্তবর্ণ বিচ্ছুরণ ঘটছে পাথরটা থেকে। কালো করে ধনুকের মতো ভুরু এঁকেছেন। ঠোঁটে কটকটে লাল লিপস্টিক। অনেকগুলো আংটি পরা হাতের আঙুলগুলোয় লাল নেলপলিশ। মুখের মাংস উপছে পড়ছে। চোখ দুটো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। দরজা খুলে মহিলা বললেন, "ইয়েস?"

"নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি?"

"ডু ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট?"

"নো!"

"কাম।"

তাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন মহিলা। ঢুকেই সরু একটা প্যাসেজ। কাঠের মেঝে, প্যাসেজটার শেষে একটা ওয়েটিং এরিয়া মতো। সোফা-টোফা পাতা। সে গিয়ে বসল একটা সোফায়। সে ছাড়া এখানে একজন প্রায় প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা রয়েছেন। আর রয়েছে একজন অল্পবয়সি বিদেশিনি। সোনালি চুল, চোখে চশমা। হাই পাওয়ার চশমা। একটু পরে সেই তিব্বতি মহিলা তাকে একটা স্লিপে নাম এবং দেখা করার উদ্দেশ্য লিখে দিতে বললেন। উদ্দেশ্যর জায়গাটার ঠিক কী লিখবে ভেবে না পেয়ে ইলোনা কুহু মিত্রা পরপর তিনটে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিল।

প্রৌঢ়া মহিলা তাকে আপাদমস্তক দেখছিলেন। কৌতূহলে ওঠানামা করছিল তার চোখ। পরনের কোটা শাড়ি, নাকে-কানে হিরে দেখে ইলোনা আন্দাজ করে নিল, মহিলা অবাঙালি। বসে থাকতে-থাকতে একসময় মহিলা তাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "পাস্ট লাইফ থেরাপি করাতে এসেছ?"

সে বলল, "নাঃ!"

"অ্যাকচুয়ালি, উই আর নট সাপোজ্ড টু ডিসকাস আওয়ার প্রবলেমস উইথ এনিবডি। নির্বানা ডাজ্ন্ট লাইক!"

সে কাঁধ ঝাঁকাল।

"পহলি বার আয়ি হো?"

"হুঁ!"

গলা যত দূর সম্ভব নামিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, "ইস কি কেয়া প্রবলেম হ্যায় পাতা হ্যায় তুমহে?" বিদেশিনিকে আড়চোখে দেখিয়ে দিলেন তিনি।

"হাউ ডু আই নো?" হাসল ইলোনা।

"ড্রাগস লেতি থি। মুসৌরির কান রি-হ্যাব সেন্টারে এসেছিল আমেরিকা থেকে। ড্রাগ তো বন্ধ হো গয়া, লেকিন অভি ভি হিস্টিরিয়া হোতা হ্যায়।"

"সো স্যাড।"

"তা হলে আমার কথা শুনলে তো তোমার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে! আমাদের খুব খারাপ সম্পর্ক ছিল। থার্টি ইয়ারস অফ আ ম্যারেজ ওয়াজ় আ কনস্ট্যান্ট স্ট্রাগল! এখন মরে গিয়েও আমার হাজ়ব্যান্ড প্রতি মুহূর্তে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। জানো, হি ওয়ান্টস টু কিল মি? কাল ও আমার আভেনের বার্নার খুলে রেখে দিয়েছিল! বন্ধ ফ্ল্যাটে গ্যাস বেরিয়ে-বেরিয়ে...আভি ভি মেরে সাথ ও জবরদস্তি করতা হ্যায়, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নো? হি ট্রাইজ় টু হ্যাভ সেক্স!" ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে নিজের গালে হাত দিলেন।

ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর তার ডাক এল। তারই মধ্যে বিদেশিনি ভিতরে গেল, বেরিয়ে এল। অ-বাঙালিনী গেলেন, বেরিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে মধ্যবয়সি এক পুরুষ এসে সোফা দখল করে বসেছেন। এই অক্টোবর মাসে গায়ে জ্যাকেট পরা, যেন শীত করছে লোকটার খুব, এরকম হাবভাব। নির্বাণা ভূতপ্রেত নিয়েও ডিল করে শুনে ইলোনা কুহু মিত্রা ভাবছিল, সে বোধ হয় ঠিক লোকের কাছেই এসেছে। কিন্তু ওঝা বা গুণিনদের সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া গেল না নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির। অপরূপ সুন্দরী এক তিব্বতি মেয়েকে বসে থাকতে দেখল ইলোনা বড়-সড় একটা কাচের টেবিলের উল্টোদিকে। জিন্স আর কালো টি শার্ট পরা। স্ট্রেট চুল, চুলটায় লাল স্ট্রিকস রয়েছে। চোখে-মুখে প্রচুর প্রসাধন। গোলাপি রঙের ঠোঁট। রীতিমতো আধুনিকা, তারই বয়সি এক যুবতী।

তাকে বসতে বলল নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি। তারপর সিগারেট ধরাল একটা, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "ইউ স্মোক নো?"

"ইয়েস!"

"ওয়ান্ট টু হ্যাভ ওয়ান?"

"নো, লেটার।"

"কী করতে পারি আমি তোমার জন্য?"

সেদিন ভোর রাতে ব্রিজের ঘটনাটা নির্বাণা রুদ্রাণী খিরিকে সবিস্তারে বলল ইলোনা কুহু মিত্রা। বলতে-বলতে সে ভাবল, এই গল্পটা শুনে নির্বাণা দারুণ একটা মন্তব্য করে তাকে চমকে দেবে এবং বিশ্বাস অর্জন করবে তার। মন দিয়ে শুনল নির্বাণা সবটা। কিন্তু তেমন কোনও মন্তব্য করল না, যাতে ইলোনার মনে হয়, উল্টো দিকে বসা মেয়েটার মধ্যে তার তুলনায় কোনও বেশি শক্তি বা ক্ষমতা আছে, যাকে অলৌকিক আখ্যা দেওয়া যায়।



"তুমি একজন হিপনোথেরাপিস্টকে কেন খুঁজছিলে?"

"আই ওয়ান্ট টু নো ইফ দিস রিয়্যালি হ্যাপেন্ড?"

"তুমি ভাবলে যে, তোমাকে হিপনোটাইজ় করে আমি জেনে নিতে পারব এটা সত্যিই ঘটেছে কিনা? ডু ইউ থিংক, ইট ইজ় দ্যাট সিম্পল?"

সে কিছু বলল না।

"তোমার প্রবলেমটা এমন কিছু বড় নয়। ইউ ক্যান লিভ উইথ ইট।"

"প্রবলেমটা বড় না-ও হতে পারে। কিন্তু আমার জানতে চাওয়ার অধিকারটা?"

"কী হবে জেনে? তোমার ভাল লাগেনি ওরকম একজন মানুষকে দেখতে পেয়ে?"

"কিন্তু বিপদও তো হতে পারত? ওই স্করপিও থেকে নেমে এসে লোকগুলো আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারত? আমার রাতে ঘুম আসে না কেন? রাতে ঘুমোতে পারলে আমি দিনে অফিস করতাম। রাতে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর নেশাটা আমার কেটে গেলেই তো ভাল হয়? তা ছাড়া হিপনোথেরাপি ব্যাপারটা কী, আমি জানতে চাই। হাউ ইট ওয়ার্কস্ জানতে চাই।"

"তোমাকে দু' মিনিটের জন্য হিপনোটাইজ় করব?" বলল নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি।

"করো।"

কিছুই করল না নির্বাণা, সিগারেটের বাকিটা অ্যাশট্রেতে খুব মন দিয়ে গুঁজে দিতে-দিতে হঠাৎ তাকাল একবার তার দিকে। চোখটার মধ্যে কী ছিল একটা, ইলোনা কুহু মিত্রা চমকালো সেই চোখ দেখে। কিন্তু এ ছাড়া কিছুই বুঝল না সে। সে দেখল, নির্বাণা ড্রয়ার থেকে কয়েকটা কোয়া রসুন বের করে বাড়িয়ে দিল তার দিকে। বলল, "খাও।"

সে খেলো। উগ্র গন্ধে ভরে গেল তার চারপাশটা।

"নাউ আই অ্যাম হিপনোটাইজ়িং ইউ। এবার তুমি আর একটা খাও।"

খেলো ইলোনা কুহু মিত্রা। খেতে-খেতে হেসে ফেলল সে।

নির্বাণাও হাসতে লাগল তার সঙ্গে, "আমি কিন্তু জানি না, তুমি কী খেলে। আমি চেয়েছিলাম, তুমি কমলালেবু খাও!"

ইলোনা মাথা নাড়ল, "কমলালেবুই।"

"হিপনাথেরাপি ইজ় সামথিং এলস। দিস ইজ় ফান। ইউ ওয়ান্ট মি টু প্লে অল দিজ় ট্রিক? কোনটা থেরাপি? আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাকে পথ দেখাও।"

"দ্বন্দ্ব এত সহজে কাটে না ইলোনা। তোমাকে হিপনোটাইজ় করে আমি এখনই জেনে নিতে পারি কোনটা তোমার স্বপ্ন, কোনটা তোমার জীবনে ঘটেছে। তুমি জেনে যাবে, এখান থেকে বেরবে। দুটো দিন কাটবে, তিনটে দিন কাটবে...আর তোমার মনে হবে, নির্বাণা যা বলল, সেটা কি

সত্যি? তোমার মনে হবে, নির্বাণা কী এটাই জেনেছিল? তা ছাড়া হিপনোটাইজ্ড অবস্থাতেও তুমি স্বপ্ন দেখবে। সেই স্বপ্ন মিশে যাবে সত্যের সঙ্গে। কিছুদিন পরে আবার সব গুলিয়ে যাবে তোমার। মনের মধ্যে দরজার ভিতরে দরজা। মন খুলে ফেললে তুমি দেখবে, এই সত্য জানতে চাওয়া হয়তো একটা অছিলা ছিল। তুমি হয়তো অন্য কিছু চাইছ। তখন ইউ হ্যাভ টু গো ধ্রু অল দিজ্। আমি দেখেছি, সামান্য সমস্যা কী বীভৎস রূপ নেয় মন খোলার পর, তুমি কি পারবে এত ট্রাবল নিতে? এত সবের দরকার আছে কিনা তুমি ভেবে দ্যাখো!"

নির্বাণা তাকে একটা চান্ট দিল সাতদিন ক্রমাগত বলে যাওয়ার জন্য। দশ দিন পর নির্বাণার সঙ্গে আবার দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল ইলোনা কুহু মিত্রা। হাজার টাকা ফিজ্ দিয়ে স্টিফেন কোর্টের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল সে। নির্বাণার ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে সে যখন লিফ্টের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা একটা লোক বলল, "লিফ্ট তো চলে না, আপনাকে হেঁটে নামতে হবে!"

"চলে না মানে?" অবাক হল ইলোনা কুহু মিত্রা। উঠেছিল তো লিফ্টেই।

"ছাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই বাড়ির। তাই কোনও লিফ্ট কাজ করে না।"

ইলোনা কুহু মিত্রা ঠিক করল, সে সাতদিনের জন্য জসিডির বাড়িতে চলে যাবে। জসিডির বাড়িটা অনেক পুরনো। ঠাকুরদার বাবার আমলে তৈরি একতলা ছোট বাড়ি। এই বাড়িটায় সে বহু বছর যায়নি। দাদা-বউদি যে করেই হোক, বছরে দু'-তিনবার যায়। পাঁচ-সাতদিন করে থেকে আসে। এখনও বাড়িটার চারপাশটা বেশ নির্জন। লাল সুড়কির রাস্তার দু' ধারে শাল গাছ। বসন্তে ফুটতে শুরু করে আষাঢ় মাস অবধি গাছে-গাছে লাল পলাশ দেখা যায়। দূরে সাঁওতালদের গ্রাম, মাঠে চড়ে বেড়ায় মোষের দঙ্গল। বাড়ির সামনের দিকে একটা কুয়ো আছে। ইলোনা শেষ যেবার গিয়েছিল দাদা-বউদির সঙ্গে, সেবার কার্তিকের রাতগুলো কেটে যেত ওই কুয়োতলার পাশে খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে। বাড়িটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে আধুনিক করার চেষ্টা করা হয়নি। শুধু কিচেনটা একটু ঠিকঠাক করা হয়েছে। একটা ফ্রিজ কিনে রাখা আছে। অধিকাংশ সময়ে লোডশেডিং হয় অবশ্য। তখন হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়। হাতপাখা দিয়ে মশা তাড়াতে হয়। বাড়ির দেখাশোনা করে স্থানীয় লোক বিন্দু মাহাতো। বাজার-হাট করে রান্না করে দেওয়া, এসব তারই দায়িত্বে। জসিডির বাড়িতে কোনও খবরের কাগজ আসে না। খবরের কাগজ কিনতে হলে যেতে হয় স্টেশনে। ফোনের টাওয়ার পেতেও অসুবিধে হয় মাঝে-মাঝে। তবু যেই দাদার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, বউদি অমনই বলে ওঠে, "চলো, চলো, জসিডি চলো!"

সে জসিডি যেতে চায় শুনে দাদা-বউদি দুজনেই আশ্চর্য হল।

বউদি বলল, "কিন্তু কুহু, এখন তো আমরা যেতে পারব না। কতগুলো কাজ রয়েছে হাতে।"

দাদা বলল, "তোর কপোর্রেশন ট্যাক্সের বিল এসেছে? দিয়ে দিস, দাস যাবে জমা দিতে। আমাদের মনে হয়, এবার একটা হিয়ারিং হবে।"

ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "তোমাদের যেতে হবে না, আমি একাই যাব।"

"একা?" সমস্বরে বলে উঠল সঞ্জয় আর ধরিত্রী।

"না, না, একা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মল্লিকরা, চৌধুরীরা সব বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের বাড়ির পিছন দিকটা এখন একদম ফাঁকা। ৩০-৪০ কিমির মধ্যে মাওবাদী এলাকা। গতবার তো রামশরণ কিছুতেই শিমুলতলার দিকে যেতে চাইল না!" বলে উঠল দাদা।

বউদি বলল, "রাতে আমারই একটু গা ছমছম করে!"

সেটা সত্যি। ১৫ বিঘে জমির উপর বাড়ি, চারপাশে লোকজন নেই। কিছু ঘটলে, চেঁচামেচি করলেও কেউ শুনতে পাবে না!

স্পিরিচুয়ালিটি খুব সূক্ষ্ম, হালকা বিষয়, যার কোনও শরীর নেই, বাস্তবতা নেই, সে চিন্ময়! তাই স্পিরিচুয়ালিটি একটি ঊর্ধ্বমুখী মার্গ।

তবু ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, সে যাবে।

কাছে সরে এসে পটাং করে একটা চিমটি কাটল তাকে বউদি, "ঘরে যা। আমি আসছি।"

দাদা বলল, "এবার তোর একটা বিয়ে হওয়া দরকার। মিজোর বিয়ে পরে হবে, আগে কুহুর বিয়েটা দাও ধরিত্রী!"

সে নিজের বেড রুমে এসে গুম হয়ে বসে রইল। জসিডি সে যাবেই! একটু পরে বউদি এল তার কাছে, পুরনো ম্যাক্সি, পুরনো হাউজ্কোট বউদি চট করে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। রবিবার বিকেলে যখন ইলোনা চা খেতে গিয়েছিল দাদা-বউদির কাছে, তখন ওদের মধ্যে এই নিয়েই কথা কাটাকাটি চলছিল। দাদা বলছিল, বউদির সব পুরনো ম্যাক্সি ব্যালকনি থেকে নীচে ফেলে দেবে আর বউদি নাকি সুরে কাঁউমাউ করে আপত্তি জানাচ্ছিল এই বলে যে, পুরনো ম্যাক্সি পরার মতো আরাম নাকি আর কিছুতে নেই! দাদা বলছিল, "আমার বাপ, চোদ্দপুরুষ যা করেনি, এবার আমি তাই করব। চেক কাটা লুঙ্গি পরব বাড়িতে। পরে খালি গায়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকব!"

বেল্ট ছেঁড়া হাউজ্কোটের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ধরিত্রী ইলোনাকে বলল, "কী





ব্যাপারটা শুনি? কাল সকালে আমাদের ভিসা ইন্টারভিউ। এত কষ্ট করে রাজি করিয়েছি সঞ্জয়কে মিজোর কাছে যেতে, তুই কি সব ভেস্তে দিতে চাস?"

"তোমাদের আমেরিকা যাওয়ার সঙ্গে আমার জসিডি যাওয়ার কি সম্পর্ক?"

বউদি একথার কোনও সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, "পাঁচ বছর পর ছেলের কাছে যাচ্ছি। এখন আমি কোনও ব্যাপার নিয়ে অশান্তি চাই না। মেজাজ খারাপ করে যাবে তোর দাদার। কাল ভিসা অফিসে গিয়ে ট্যাকস-ট্যাকস কথা বলে আসবে...জসিডি নিয়ে আমি এখন আর একটাও কথা শুনতে চাই না কুহু।"

"তোমাদের সম্ভাব্য যাওয়ার দিন কবে?" বলল ইলোনা।

বউদি তার দিকে তাকাল ভ্রূ ভঙ্গি করে, "এরকম করে জানতে চাইছিস যে বড়?" তারপর কী বুঝল কে জানে, চটাস-চটাস চটিতে শব্দ তুলে চলে গেল ওই ফ্ল্যাটে।

রাতে খাবার টেবিলে বউদি বলল, "আমরা না থাকলে তোর যাওয়া আর কে আটকাবে? তার চেয়ে বরং আমরা থাকতে-থাকতেই ঘুরে আয়। বিন্দুকে ফোন করে দিয়েছে তোর দাদা। রাতে বিন্দু বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে পাশের ঘরে শোবে। সেটাতে আবার বাগড়া দিতে যাস না যেন। যা, ঘুরে আয় সাবধানে।"

সোমবার দুপুরে অফিসে গিয়ে ছুটির অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে মঙ্গলবার ইলোনা চলে গেল জসিডি। যখন ট্রেন দিঘড়িয়া পাহাড় পার হচ্ছে, তখন তার মনে হল, ইস, নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কাছে তো জেনে নেওয়া হয়নি, এই সাতদিন সে ঘুমোতে পারবে কিনা? ঘুমোলে তো নিশ্চয়ই চান্ট বলতে পারবে না কেউ? এই সমস্যার সমাধান সে তখনই করে ফেলল। ঠিক করে নিল, রাতে সে ঘুমোবে না। আর দিনের বেলা যতটা পারবে, ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেবে।

পৌঁছে ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, বিন্দু মাহাতো ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। কারেন্ট রয়েছে এখন, তাই পাম্প চালিয়ে জল তুলে নিচ্ছে ট্যাঙ্কে। খুব রসিয়ে মাংস রাঁধছে তার জন্য, দেশি মুরগি। সে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে শুনে মাথায় হাত দিল বিন্দু। ইলোনা চরতে বেরল বাগানে। বাড়ির পিছন দিকে শেয়ালকাঁটার

আমরা না থাকলে তোর যাওয়া কে আটকাবে? তার চেয়ে বরং আমরা থাকতেই ঘুরে আয়। বিন্দুকে ফোন করে দিয়েছে তোর দাদা।

ঝোপে কাফতান আটকে গেল তার। দূরে দেখা যাচ্ছে দিঘড়িয়া পাহাড়টা, ট্রেন লাইন...সে খাটিয়ায় বসে-বসে শেয়ালকাঁটা ছাড়াতে লাগল কাফতান থেকে। তারপর স্নান সেরে, খেয়ে, গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন অন্ধকার রাত। কারেন্ট নেই। ঘরের দরজা খুলে বেরতেই বিন্দু লণ্ঠন আর চা রেখে গেল ঘরে। চা খেতে-খেতে সে বিন্দুকে বলল, "কোই ভি কাম সে মুঝকো মত বুলানা। কুছ পুছনে কী জরুরৎ নহি। জো সমঝ আয়ে, সো করো!"

বিন্দু বলল, "ভাবী কা ফোন আয়া থা!"

ইলোনা কুহু মিত্রা বউদিকে ফোন করল, কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফোন অফ করে দিল সে। তারপর খাটিয়ার নীচে মশার ধূপ জ্বেলে সে তাকাল রাতের আকাশের দিকে, পরিষ্কার আকাশ। কিছুটা গলে যাওয়া চাঁদ, অগুনতি নক্ষত্র। ঘাড় উঁচু করে চাঁদ এবং তারাদের দিকে তাকিয়ে ইলোনা প্রথমবার মনে-মনে উচ্চারণ করল মন্ত্রটা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে বসে থাকতে-থাকতে ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, তার মনের মধ্যে স্পষ্ট তিন ধরনের চিন্তার স্রোত ধাবিত হচ্ছে। একটা সেই স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাধারা, যা অবিরল চলে। একটা মন্ত্র বলে যেতে হবে এই নির্দেশ আর একটা মন্ত্র উচ্চারণ করার সোজা, সরল লাইন— যার উপর দিয়ে সে মন্ত্র বলতে-বলতে যাচ্ছে!

এই সাতদিনে ইলোনা কুহু মিত্রা অদ্ভুত-অদ্ভুত সব স্মৃতির খোঁজ পেল নিজের মনের ভিতরে। কেন মন এই সব তুচ্ছ স্মৃতিকে ধরে রেখেছে আর কেনই বা হঠাৎ এভাবে তুলে আনছে তার সামনে, তা বুঝতে না পেরে শুধু উত্তরোত্তর বিস্মিত হতে লাগল

সে। যেমন, তার মনে পড়ল, রূপুদার সঙ্গে সে জুরাসিক পার্ক দেখতে গিয়েছিল নন্দনে। রূপুদা ইলোনা কুহু মিত্রার পিসির ছেলে। রূপুদার সঙ্গে প্রেম ছিল ইলোনার! কিন্তু সেই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে শুধু মনে পড়ল জুরাসিক পার্ক দেখতে যাওয়াটা। অনেক পুরনো একটা স্বপ্নের কথাও মনে পড়ল তার। সে আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, স্বপ্নটা যে স্বপ্নই। এই নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব তৈরি হল না তার ভিতরে। এভাবে সাতদিন ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে নিরন্তর মন্ত্রটা বলে গেল ইলোনা কুহু মিত্রা। তারপর কলকাতায় ফেরার ট্রেনে বসে তার মনে হল, হঠাৎ করে ভেসে ওঠা স্মৃতিগুলোর একটাতেও মেঘদূত ছিল না। সে ভাবল, তা হলে কি গভীর অবচেতন স্মৃতির ভিতর মেঘদূতের এখনও কোনও জায়গা হয়নি?

ফিরে এসে ইলোনা কুহু মিত্রা শুনল, বউদিদের ভিসা হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সকালেই আমেরিকাগামী বিমানে উঠছে দাদা-বউদি। সেই রাতে নেটে গিয়ে মৌর্যর সঙ্গে অনেকক্ষণ চ্যাট করল ইলোনা। মৌর্য বারবার বলল, "তুই এলি না কুহু পিপি? এলেই পারতিস!"

দশদিনের দিন দুপুরে ইলোনা কুহু মিত্রা গেল নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কাছে। সেই মোটাসোটা তিব্বতি মহিলা দরজা খুলে দিলেন। সে ভিতরে ঢুকে বসল ওয়েটিং এরিয়ায়। আজ তিন-চারজন আমেরিকান ছেলেমেয়েকে বসে থাকতে দেখল সে। যারা নির্বাণার চেম্বারে ঢুকল আর বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর টার্ন এল তার। একটা সিল্কের জামা আর জিন্স পরে আছে নির্বাণা। নির্বাণার ত্বক এত মসৃণ আর উজ্জ্বল, যেন সিল্ক। চোখে নীল রঙা কাজল, ঠোঁটে গ্লসি লিপস্টিক, অসাধারণ দেখাচ্ছে নির্বাণাকে। তাকে বসতে বলে একটা সিগারেট ধরাল নির্বাণা। আজ তাকে অফার করায় সে-ও প্রত্যাখ্যান না করে তুলে নিল একটা সিগারেট। প্রথম টানটা দিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগল ইলোনা কুহু মিত্রার। ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা। সে বলল, "দিস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, নো?"

"হ্যান্ড মেড সিগারেটস, আই গেট দেম ফ্রম লাসা।" বলল নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি, "তারপর? হাউ ওয়জ ইট? সত্যি কথা বলবে।"

"আমার মনে হয়, আমি পেরেছি। তুমি আমাকে বলে দাওনি ঘুমনো যাবে, না যাবে না। কিন্তু ঘুমনোর সময়টা বাদ দিয়ে আমি প্রত্যেক সেকেন্ড বলে গিয়েছি ওই মন্ত্রটা। আমি নিশ্চিত আমি বলে গিয়েছি।"

নির্বাণা ড্রয়ার থেকে প্রেশার মাপার যন্ত্র বের করল, প্রেশার মাপল তার, "নর্মাল। ঠিক আছে ইলোনা, আমি ওই ঘরটায় চলে যাচ্ছি। যখন দরজার উপর লাল আলোটা জ্বলে উঠবে, তখন তুমি ভিতরে আসবে। সিগারেটটা শেষ করো, ওকে?"

ইলোনা কুহু মিত্রার মনে হল, সিগারেটগুলোয় কিছু মেশানো আছে। তার মনে হল, এই সিগারেটগুলোর জন্যই কিংবা এই সিগারেটগুলোয় যা মেশানো আছে তার জন্যই বোধ হয় নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কাছে আসে বিদেশি ছেলেমেয়েগুলো! সে টের পেল, একটু-একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে তার চেতনা। তার ভয় করল! এই ভাবে কি অকারণ নিজের বিপদ ডেকে আনছে? সে যে এখানে এসেছে, একথা তো কেউ জানে না। কিছু ঘটলে কেউ জানতেও পারবে না। এমনকী, যদি এসব করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে মাঝখান থেকে তার কারণে দাদাদের মৌর্যের কাছে যাওয়াটাই না আটকে যায়। তা হলে কি ইলোনা এখনই এখান থেকে পালিয়ে যাবে? মাথাটা সত্যিই খুব বেশি ঝিমঝিম করছে তার।

ইলোনা কুহু মিত্রা যখন মাথা চেপে ধরে এসব ভাবার চেষ্টা করছে, তখনই নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির অ্যান্টি চেম্বারের লাল আলো জ্বলে উঠল। নির্বাণা তাকে ডাকছে! ইলোনা উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল, ঠেলল দরজাটা...ঘরের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। তবু দরজা খোলায় যেটুকু আলো এদিক থেকে ওদিকে গেল তাতে সে দেখল, ঘরটার ভিতরে কোনও ফার্নিচার নেই। শুধু মাঝখানে একফালি একটা বেড রাখা আছে। আর তার পাশে আলখাল্লার মতো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাণা, দাঁড়িয়ে আছে বুকের কাছে হাত জড়ো করে! ইলোনা কুহু মিত্রা এগোতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা! তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সেই অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে এগোনো। নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি এসে তার হাত ধরল। অস্বাভাবিক গম্ভীর শোনালো নির্বাণার কণ্ঠস্বর, "এসো, শুয়ে পড়ো!"



সে শুয়ে পড়তেই নরম বিছানায় ডুবে গেল তার শরীর। কিন্তু অদ্ভুত এই বিছানা, তার মাথাটা ঝুলে গেল একটু পিছন দিকে, পা দুটো ঝুলে রইল।

"চোখ বন্ধ করো!" নির্বাণা বলল তাকে।

সে চোখ বন্ধ করল। এই সময় তার কপালের উপর একটা হিম ঠান্ডা গোল চাকতির মতো ভারী কিছু রাখল নির্বাণা। ইলোনার হাত স্বয়ংক্রিয় ভাবে উঠে এসে স্পর্শ করার চেষ্টা করল জিনিসটাকে, একটা পাথর। মসৃণ পাথর!

নির্বাণা বলল, "মুভ ইয়োর হ্যান্ডস। অ্যান্ড রিল্যাক্স, জাস্ট রিল্যাক্স!"

সে বলল, "আমার ভয় করছে!"

নির্বাণা বলল, "তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবার আমরা শুরু করব। ওই চ্যান্টটা মনে-মনে বলতে থাকো। তারপর আমি তোমাকে থামতে বললে, তুমি সঙ্গে-সঙ্গে শুধু সেই কথাটা বলবে, যেটা সেই মুহূর্তে মনে আসবে তোমার। সেই কথাটা একটা ছোট্ট হ্যান্ডেল! সেই হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে আমি তোমার মনের দরজা খুলব। ইলোনা, তুমি শুনতে পাচ্ছ? আমি তোমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াব। তুমি আমাকে বাধা দেবে না। একটুও বাধা দেবে না! এই পাথরটা তোমার মনের অনেক অকেজো স্মৃতি, অকেজো ভাবনাকে শুষে নেবে।"

ইলোনা কুহু মিত্রার মনে হল, অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে নির্বাণা রুদ্রাণীর কণ্ঠস্বর। সে ডুবে যাচ্ছিল, ডুবে যাচ্ছিল...তবু সে যেন মাথা তুলে বলার চেষ্টা করল, "এটা কি থেরাপি?"

"তুমি তো তোমার মনকে জানতে চেয়েছ ইলোনা। তুমি তো থেরাপি চাওনি? তুমি এটাকে 'সোওল ট্রিটমেন্ট' বলতে পার। মাঝে-মাঝে আমাদের সকলেরই 'সোওল ট্রিটমমেন্ট' করানো দরকার। যেভাবে বাসি জামাকাপড় ডিটারজেন্ট দিয়ে কেচে টানটান করে রোদে মেলে দেওয়া হয়, এ অনেকটা সেরকম! তুমি চ্যান্টটা বলছ তো?"

"বলছি!" বলে ঘুমিয়ে পড়ল ইলোনা। আর যেই 'থামো' বলল নির্বাণা, অমনই অনেক, অনেক দূরে কোথাও গিয়ে ভেসে উঠল সে! ভেসে উঠেই হাঁকপাঁক করে ইলোনা বলে উঠল, "আমি সেই মিলন চাই!"

নির্বাণা বলল, "তুমি বলে যাও!"

"সেই মিলন চাই আমি, সেই মিলন চাই। আর কিছু চাই না। ফোনের মধ্যে দিয়ে, শব্দের মধ্যে দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে রমণ করেছিল ও আমাকে, সেদিন আমি কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু সেই দিন থেকে আমার শরীর, আমার মন হাহাকার করে ওর সঙ্গে মিলন প্রত্যাশায়। সর্বক্ষণ সেই হাহাকার ঘুরপাক খায় আমার ভিতরে! আমি চাইলেও আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। শুনতে পাই না। বিউগল শুনি শুধু, মিলন শুরু হওয়ার সুর! তুমি বলছ নির্বাণা, সে সরলমতি বলে আমিই ব্যক্ত করতে চাই এই প্রকাণ্ড মিলনাকাঙ্ক্ষার কথা! আমি যেন ভাষা ভুলে, নির্লজ্জতা অতিক্রম করে, গোপন যে বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের এসব বলতে বাধা দেয় তাকে পদাবনত করে বলে যাই কি প্রলয় চলছে আমার মধ্যে অহর্নিশি! এই শরীর সমস্ত শাখা-প্রশাখা, তল-অবতল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিলুপ্ত করে ক্রমশ কীভাবে

একটা বিন্দুর দেহ হয়ে ওঠে, ভীষণ ভারী একটা বিন্দু, যার মধ্যে শুধু এই মিলিত হওয়ার বাসনা। এই ধ্যান কনসেনট্রেটেড অবস্থায় রয়েছে। তুমি বলছ নির্বাণা, বিন্দুতে এত দ্রুত পৌঁছনোর প্রয়োজন নেই! কারণ, বিন্দুতে পৌঁছে গেলে সমস্ত স্বেচ্ছায় এত সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে, বলার আর কিছুই থাকে না! তুমি বারবার বলছ আমাকে অনর্গল বলে যেতে। তুমি বলছ ধীরে-ধীরে নিশ্বাস নিতে। কিন্তু আমার নিশ্বাসে যেন জট পড়ে যাচ্ছে! আমি হাঁপাচ্ছি, তুমি বলছ 'রিল্যাক্স, রিল্যাক্স!' বাট আই কান্ট রিল্যাক্স ইউ সি! আই জাস্ট ওয়ান্ট হিম ব্যাক! এটা বলতে গিয়ে আমার গলা কাঁপছে, আমার কান্না পাচ্ছে। আমি কাঁদছি! আমি মিলন চাই, মিলন। তুমি সরে যাও নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি, আমি চলে যেতে চাই, এখান থেকে চলে যেতে চাই...এসব কী বলছি আমি? আমার মনে হচ্ছে, আমি নগ্ন হয়ে শুয়ে আছি এখানে! আমার সমস্ত ইমোশন প্রকাশ করে ফেলে আমি নগ্ন হয়ে গিয়েছি! কিন্তু আমি যাচ্ছি না। কারণ, আমি কথা দিয়েছি আমি তোমাকে বাধা দেব না। নির্বাণা, তুমি বলছ আমি পবিত্র হয়ে যাচ্ছি! তুমি বলছ, পবিত্র হতে গেলে নিজেকে ডিসওন করতে হয়। নিজের সব কিছুকে ডিসওন করতে হয়! কিন্তু নির্বাণা, আমি ওকে ডিসওন করব না। আমি ওকে চাই! এই চাওয়াটা আমার ভিতর দাউ-দাউ করে জ্বলছে! জ্বলেই চলেছে। আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। তুমি বলছ, সব মানুষের মধ্যেই অবিরল, অবিরত জ্বলে যাচ্ছে এরকম একটা মিলনাকাঙ্ক্ষা! জানি না, হতে পারে। কেউ তো বলেনি কখনও! আজ আমি অভুক্ত আছি তোমার নির্দেশ মতো। সোওল ট্রিটমেন্টের পদ্ধতিগুলো কেমন মেলানো-মেশানো! সব ধর্মেই এরকম প্র্যাক্টিস আছে। উপবাস করা, রোজা রাখা, তারপর প্রার্থনায় বসা... আমার প্রার্থনা তুমি জানো। এই অসহায়তা তুমি জানো। এই দীর্ঘশ্বাস তুমি জানো। ও এখানেই আছে, এই শহরেই আছে। আমি ওর বাড়ি চিনি। গোলাপি রঙের বাড়ি, সামনে গোল বারান্দা, ইউক্যালিপটাস গাছ প্রহরীর মতো ঘিরে আছে বাড়িটাকে। ওদিকে বাজার এলাকা...ভোর রাতে বাজারটা জেগে ওঠে...হ্যাঁ, ভোর রাতে আমি যাই..."

নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি তাকে দু'দিন পর আবার ডাকল চেম্বারে।

নির্বাণা বলল, "তোমার মনের মধ্যে শূন্যে ভেসে বেড়ানো কোনও মানুষকে তো আমি দেখতে পেলাম না! সেটা একটা বড় বিপন্ন প্রশ্ন তোমার, এমনটাও নয়। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কী হয়নি, সেটা তোমার কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়! কিন্তু মেঘদূতকে তুমি অনুগমন করছ! মেঘদূত খুব বড় একটা জায়গা নিয়ে রয়েছে তোমার মনে। মেঘদূত তোমার জীবনে এসেছিল, এটা সত্য, এটা ঘটনা। তুমি তোমার জীবনটা নিয়ে খুশি নও। তোমার জীবনে যে ক'টা প্রেম এসেছে, তার একটাও সার্থক হয়নি। ছোটবেলা থেকে তোমার মধ্যে আদর্শ প্রেমের যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তোমার একটা সম্পর্কও সেই ধারণার সঙ্গে মেলেনি। ফলে, তোমার ভিতরে রয়েছে হতাশা! তুমি দেখেছ, কোনও প্রেমই তোমার আদর্শ প্রেমের উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না! ধীরে-ধীরে হয়েছে কী, 'প্রেম'টা তোমার কাছে একটা স্পিরিচুয়াল কোয়েস্টের মতো হয়ে গিয়েছে! দুটোর একটাই হয়। হয় এটা, নয় ওটা। হয় তুমি প্রেমবিমুখ হয়ে উঠতে, প্রেমকে ঘৃণা করতে, সম্ভবত পুরুষবিদ্বেষী হয়ে উঠতে! নয়তো তুমি চেষ্টা করতে প্রেমের বাস্তবতা ছেড়ে উপরে ওঠার! দুটোর গন্তব্য ভিন্ন, চরিত্রও ভিন্ন। ঘৃণা জিনিসটা অদ্ভুত। ঘৃণা একটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রাগল, ঘৃণার ধর্ম কঠিন। ঘৃণা একটা অন্যতর চর্চার বিষয়, ঘৃণা অনেকটা কীরকম জানো, এভরি মোমেন্ট বিয়িং নাইন মান্থস প্রেগন্যান্ট! বিরাট ব্যাগেজ! ইউ হ্যাভ টু পে আ লট অফ প্রাইস ফর দ্যাট। কিন্তু তুমি সব সময় সহজ পথ ধরতে চাও। স্পিরিচুয়ালিটি খুব সূক্ষ্ম, হালকা বিষয়, যার কোনও শরীর নেই, বাস্তবতা নেই, সে চিন্ময়! তাই স্পিরিচুয়ালিটি একটি ঊর্ধ্বমুখী মার্গ। মেঘদূত তোমার জীবনে এমন ভাবে এসেছে আর এমন ভাবে চলে গিয়েছে যে, মেঘদূতের সঙ্গে তোমার প্রেমটা হয়েছে না হয়নি, তা তুমি নিজেও জান না! সব সময় প্রেমে পড়ে তোমার মনে হয়েছে, 'এই সেই প্রেম!' কিন্তু প্রতিবারই তোমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে! হয়তো মেঘদূত আর তোমার প্রেমটা হলে আবার তাই ঘটত, যা অতীতে ঘটেছে! কিন্তু তোমার মন এই মুহূর্তে সেসব কিছু বুঝবে না। যেভাবে একটা সিনেমা অল্প একটু দেখে বাকিটা তুমি কল্পনা করে নাও, এক্ষেত্রে তুমি সেটা পারছ না। তুমি দুর্বল হয়ে আছ বলেই পারছ না। বাট হোয়াই সো সিরিয়াস? আমি তোমাকে দেখাতে পারি কী ঘটত!"

সব ধর্মেই এরকম প্র্যাক্টিস আছে। উপবাস করা, রোজা রাখা, তারপর প্রার্থনায় বসা... আমার প্রার্থনা তুমি জানো। এই অসহায়তা তুমি জানো।

লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সঞ্জয় আর ধরিত্রী আমেরিকা চলে গেল। ফলে তার আগের দিনটা ইলোনা কুহু মিত্রা কোথাও বেরল-টেরল না। সারাটা দিন কাটাল দাদা-বউদির সঙ্গে। বিকেলে দাদা-বউদির সঙ্গেই ক্লাবে গেল। একটু রাতের দিকে যখন বেরিয়ে আসছে ক্লাব থেকে, দাঁড়িয়ে আছে পোর্টিকোয় একা, দাদা ঢুকেছে ওয়াশ রুমে আর বউদি খানিকটা দূরত্বে তার দিকে পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে শর্মিলাদি আর শর্মিলাদির বরের সঙ্গে কথা বলছে, তখন সে দেখল



Experience
CENTRE FOR SLIMMING & BEAUTY

BEST WISHES TO ALL THE READERS FROM EXPERIENCE



UP TO 50% DISCOUNT ON BEAUTY SERVICES TILL DIWALI

OUR SERVICES:
• SLIMMING • BEAUTY • MASSAGES • SKIN TREATMENTS
• REGULAR BEAUTY PARLOUR SERVICES

*Conditions Apply.

PARK CIRCUS: 21/1A/3, Darga Road, 'A' Block, Jindal Towers, Near Don Bosco, Kolkata - 700 017, Tel: 3256 2835, 99030 88454. email: experience.darga@gmail.com
SALT LAKE: BF - 189 Sector - I, Salt Lake City, Swimming Pool Bus Stop, Kolkata - 700 064, Tel: 6535 9992, 97484 67009. email: experience.saltlake@gmail.com

Open seven days a week | 7am to 8pm | Results may vary from person to person | Parking available

হিমাংশু আসছে। হিমাংশুকে দেখামাত্র সচকিত হয়ে উঠল ইলোনা কুহু মিত্রা। তাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে থমকে দাঁড়াল হিমাংশু। সে সাধারণত হিমাংশুকে দেখতে পেলেই সরে যায়। আজ কিন্তু সরে গেল না। হিমাংশু এগিয়ে এল তার দিকে। সে লক্ষ করল একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে হিমাংশু, ওর হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

হিমাংশু তার সামনে এসে দাঁড়াল,

"কেমন আছ?"

"ভাল!" বলল ইলোনা কুহু মিত্রা। প্রায় বছরদেড়েক পর হিমাংশুর সঙ্গে কথা বলল সে ভদ্র ভাবে, পালিয়ে গেল না। সে ভাবল, একটা সময় সে হিমাংশুকে সত্যিই ভয় পেয়েছে। কিন্তু সত্যি-সত্যি হিমাংশুকে কখনও ঘৃণা করেনি। হিমাংশুকে নিয়ে ভাবতে বসলে সে টের পেয়েছে, ইট ওয়জ সাচ আ ওয়েস্ট অফ টাইম! সে এটা পেরেছে সব সময় — ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে! ওর মনে আছে, ১২ জুলাই তারিখটা, যেদিন রূপুদার সঙ্গে ব্রেক আপ হয়ে ছিল, সেদিন রাতটা সে কেঁদেছিল। তারপর আর রূপুদার জন্য কোনওদিন চোখ থেকে জল বের হয়নি ইলোনা কুহু মিত্রার!

আজ হিমাংশুকে দেখে ইলোনা কুহু মিত্রা কেন সরে গেল না, তা সে জানে না। সে বলল, "তোমার কী হয়েছে, খোঁড়াচ্ছ কেন? হাতেই বা কী হয়েছে?"



"লাস্ট উইক এখানেই স্লিপ করে পড়ে গিয়েছিলাম। হাত ভেঙেছে, পায়েও চোট লেগেছে।" হিমাংশু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতিপাতি করে খুঁজছে কিছু একটা, "ইউ আর ওকে, নো?"

"আই অ্যাম ফাইন!"

"বাট ইউ লুক স্যাড!"

হিমাংশু তার ভিতর একটা অসুখ খোঁজার চেষ্টা করছে! ঠিক যেভাবে মেঘদূত অসুখ খোঁজার চেষ্টা করত পারিজাতের ভিতর। মেঘদূত বলেছিল, একদিন ইলোনাকে, "পার্টি-টার্টিতে পারিজাত একা কেন আসে বলো তো? বরকে সঙ্গে নিয়ে আসে না কেন?" সে বলেছিল, "হয়তো ওর বর ব্যস্ত থাকে, তাই।" মেঘদূত ঠোঁট উল্টে বলেছিল, "দূর, ওসব নয়। মিল নেই দু'জনের মধ্যে!" ইলোনা বলেছিল, "তুমি কী করে জানলে?" মেঘদূত সবজান্তার মতো ভঙ্গি করে বলেছিল, "আমি বলছি শোনো, বনিবনা নেই! একা-একা আসে, ঘুরে বেড়ায়, আমার খুব খারাপ লাগে। বিয়ে করেছিস, একজনের ঘর ভেঙে, এত কাঠখড় পুড়িয়ে অন্যের সঙ্গে ঘর বাঁধলি, হাত ধরে ঘুরে বেড়া। একা কেন? পারিজাতকে দেখলে আমি বুঝতে পারি, এত সাজগোজ ওর আগে ছিল না। এই চোখ এঁকেছে, চুল কেটে ফেলে রং করেছে, নাকে-কানে এত কিছু পরেছে, চড়া রংয়ের লিপস্টিক, অস্বাভাবিক লাগে। আর কী মোটা হয়ে গিয়েছে। আমি বলছি শোনো, খুব একটা হ্যাপি নেই ওরা। দু'-দুটো বিয়ে কি কেউ ভাঙতে পারে? তাই টিকে আছে, বুঝতে পেরেছ?"

মেঘদূতের কথা শুনে ইলোনা কুহু মিত্রার ওর উপর মায়া হত। হিমাংশুর উপর তার কোনও মায়া হল না। সে চোখ আঁকেনি, গাঢ় লিপস্টিক লাগায়নি। নোজ পিয়ার্সিং অবশ্য করিয়েছিল, কিন্তু গয়না না পরে-পরে কবে সেটা বুজে গিয়েছে, খেয়ালই নেই। সে দিনে ঘুমোয়, রাতে জেগে থাকে। তার জীবনে কোনও পুরুষ নেই। কোনও প্রেম নেই। একটা দিনের তুলনায় অন্য দিনের কোনও পার্থক্য নেই। তার চোখের কোলে কালি, তার মুখের চামড়ায় বিশৃঙ্খল কতগুলো দাগ, সামনের দিকে চুল কমে এসেছে, সে প্রায় অন্যমনস্কভাবে অন্যের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। যার দিকে তাকায়, সে লোকটা হয়তো ভাবে, এত বিরক্তির কী কারণ ঘটল। একদিন সে এভাবে তার অফিসের সিইও-র দিকে তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পেরেছিল, ছিঃ, ছিঃ, মিঃ শঙ্কর কী ভাবলেন কে জানে! সে চাকরি হারানোর ভয়ও পেয়েছিল এই কাণ্ড করে। কয়েকটা দিন সে ভেবেছিল, এই বোধ হয় ডাক আসবে, ডাক আসবে...তারপর সিইও দিল্লি ফেরত যাওয়ার পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল সে। তাকে যে সত্যি-সত্যি স্যাড দেখাচ্ছে, এই বিষয়ে তার নিজেরই কোনও সন্দেহ নেই। তার রূপ-যৌবনে টান ধরেছে! সুনেত্রা বলেছিল, এই বয়সটাতেই মেয়েদের সেক্স ড্রাইভ সবচেয়ে বেশি হয়। কিন্তু তার ভিতর আর তাড়না নেই, উচ্ছ্বাস নেই! সে বাতিল করেছে অরভিনকে। এখন আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ালে সে দেখতে পায় কামবোধহীন একটা শরীর! অথচ আগে এভাবে দাঁড়ালে তার মনে হত, মেলা বসেছে শরীরে! রঙিন তাঁবু, নাগরদোলা, কাচের চুড়ির দোকান, রসে ডোবানো তক্তি, ভেঁপু, বাঁশি, লোকজন, দেখাসাক্ষাৎ। নির্বাণা তাকে বলেছে, সে পবিত্র হওয়ার পথ খুঁজছে। সেই চিরাচরিত পথ, পবিত্রতা, শুদ্ধতা, স্যালভেশন, মোক্ষ, মুক্তি! ইলোনা কুহু মিত্রার মনে নেই, সে কী বলেছে নির্বাণাকে। কিন্তু সে যে অষ্টপ্রহর মেঘদূতের কথা ভাবে, মিস করে মেঘদূতকে, সেটা সত্যি। ক্রসিংয়ে গাড়ি দাঁড়ালে তার মনে হয়, পিছনের গাড়িটা কি মেঘদূতের? শ্যাম্পু করার সময় চোখ জ্বালা করলে তার মেঘদূতকে মনে পড়ে। নির্বাণা তাকে বলেছে, সে পবিত্র হতে চায়, কারণ, সে বিশ্বাস করে, পবিত্র হলেই সে মেঘদূতকে পাবে! অথচ পবিত্র হতে হলে তাকে প্রথমে ডিসওন করতে হবে নিজেকে! তখন মেঘদূতের জন্য এই প্রেমকেও ডিসওন করতে হবে। এখন ইলোনা কুহু মিত্রার মধ্যে শুধু এই দ্বন্দ্ব, এই ভয়! একবার হারিয়ে ফেলে আর কি ফেরত পাওয়া যাবে?

হিমাংশুকে সে বলল, "আই অ্যাম স্যাড।" সে হিমাংশুকে কেন বলল এই কথা? ওই মুহূর্তে ইলানা কুহু মিত্রার মনে হল, সত্যিটা স্বীকার করার মধ্যে দিয়ে সে এক পা অগ্রসর হল পবিত্রতার দিকে!

এই সময় তার পিছনে বুটের শব্দ তুলে, দু' পকেটে হাত দিয়ে এসে দাঁড়াল দাদা। বউদি-দাদা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "এখানে কি কোনও সমস্যা হয়েছে? আমি কি কোনও সাহায্য করতে পারি?"

হিমাংশু বলল, "না! উই ওয়্যার জাস্ট টকিং।" বলে এমন করে তাকাল ইলোনার দিকে, যেন সাপোর্ট খুঁজল ওর কাছে।

দাদা বলল, "আসলে ক্লাবের মধ্যে আমি কোনও সিন করতে চাই না। ক্যান উই প্রসিড?"

"বাই ইলোনা!" বলল হিমাংশু।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ড্রাইভ করল বউদি। তারপর বলল, "তোর দোষও কম নয় কুহু! লোকটার সঙ্গে কথা বলার কী দরকার ছিল। আর সব তো হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন নাটক হচ্ছে। শর্মিলা যা চোখ-মুখ করল, যেন মুর্ছো যাবে।"

দাদা বলল, "নাটকই তো। বিয়েতে নাটক, ডিভোর্সে নাটক, এখনও নাটক! তোকে আর আসতে হবে না ক্লাবে।"

বউদির যে খুব দারুণ রাগ বা বিতৃষ্ণা হিমাংশুর উপর, তা নয়। বউদি যথেষ্ট যুক্তিবাদী। জানে, ডিভোর্সের সময় যেটুকু হ্যারাসমেন্ট হয়েছে, সেটা একটা বিয়ে ভাঙাভাঙিতে হয়ই। কিন্তু দাদার সামনে বউদি ইচ্ছে করেই একটু বেশি বিদ্বেষ ভাব দেখায়। আর দাদা যে হিমাংশু বা মেবার ফ্যামিলিকে দেখতে পারে না, তার কারণ অনেক ডিপ রুটেড! ইলোনা কুহু মিত্রার সঙ্গে হিমাংশুর পরিচয় হওয়ার অনেক আগেই মেবারদের সঙ্গে বিরোধ হয়েছিল দাদার। দাদার একজন ক্লায়েন্ট তাদের রিচি পার্কের প্রপার্টি বিক্রি করতে চেয়েছিল কেবলমাত্র কোনও বাঙালিকেই। মেবাররা নিজেদের বাঙালি ম্যানেজারের নামে ওটা কিনে পরে প্রপার্টিটা নিজেদের নামে করে নেয়। ব্যবসাদাররা এসব করেই থাকে। কিন্তু দাদার কাছে এই শঠতার সঙ্গে যুক্ত হয় বোকা বনে যাওয়া গোছের ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ এবং রাগ দাদা বহন করেছে এবং



ইলোনা কুহু মিত্রা তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে হিমাংশুকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। ইলোনা কুহু মিত্রা দাদার সামনে পারতপক্ষে হিমাংশুকে নিয়ে কোনও কথা বলে না। সেদিন সে বলে বসল, "আই হ্যাভ নো ফিলিংস ফর হিমাংশু, নট ইভেন হেট্রেড!"

বউদি বলল, "মুখটা বন্ধ কর না কুহু!"

পরের দিন ইলোনা দাদা বউদিকে ছেড়ে এল বিমানবন্দরে, দাদা-বউদি এখন দু' মাস ছেলের কাছে থাকবে।

লক্ষ্মীপুজোর দিন পুষ্প কাঁদতে-কাঁদতে এল তার কাছে, "কুহুদি আমাকে এখনই একবার দেশে যেতে হবে।"

"কেন কী হয়েছে?" বলল ইলোনা।

"আমার ছেলে ফোন করেছিল। কাল রাতে আমার বর ছেলের সঙ্গে মারপিট করে বাক্স ভেঙে জমির দলিল চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে। হে ভগবান, কীভাবে গতরে খেটে, ধার-দেনা করে ওই জমিটুকু কিনে তাতে ঘর তুললাম...আর এমন শয়তান, শুধু ওই জমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে মদ খাওয়ার ধান্দা করে যাচ্ছে লোকটা। ভাগ্যিস ওই দলিলটা নকল, আসলটা এবাড়িতে আছে।"

"তা হলে তুমি কাঁদছ কেন, আসল দলিল তো রয়েছে।"

"থাকলে কী হবে, ওই নকলই কাউকে বেচে বসে থাকবে। গ্রামের লোকেদের তো তুমি জান না, অবুঝ সব। যার কছ থেকে টাকা নেবে, সে তো আমায় এসে ধরবে।"

"আহা, পুষ্পদি, দলিল তো তোমার নামে!'"

"আমার বর ওসব মানবে না। আমাকে বলে, তোর নামে তো কি হয়েছে, ওতে আমারও হক আছে। চলে গিয়েছিল, সেই ভাল হয়েছিল কুহুদি। যেই আবার এসে জুটল, তখনই জানি, একটা বিপদ ঘটাবে। দুধ-কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছি। মায়া করে ফেলতে পারিনি। এসেছে ঘুরে, আচ্ছা থাক...এই ভেবেছি। মেয়েমানুষের মনের দোষ। ছেলেটাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।" পুষ্পদি কাঁদছে হাঁউমাঁউ করে।

ইলোনা একটা ফোন করল অফিসের অভিনবকে। অভিনব বলল, "থানায় ডায়রি করতে বলো, চম্পাহাটি তো? আমি সোনারপুর থানায় একটা ফোন করে দিচ্ছি।" টাকাপয়সা দিয়ে পুষ্পদিকে ছুটি দিয়ে দিল ইলোনা কুহু মিত্রা। বলল, "বাসনা তো আছে, তুমি চিন্তা কোরো না। যতদিন মনে হয়, থেকে এসো।" পুষ্পদিকে রওনা করে দিয়ে ইলোনা কুহু মিত্রা স্নান সেরে শাড়ি বের করে পরল। ঢাকাই শাড়ি। শাড়ি পরতে-পরতে তার মনে হল, মেঘদূত সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সে কুঁচি ঠিক করতে-করতে তাকাল মেঘদূতের দিকে। মেঘদূত যেন তাকে বলল, "নাভির নীচে শাড়ি পর?"

সে বলল, "নাভির নীচে পরি। কিন্তু পেট দেখা যায় না আমার, দেখেছ বলো?"

"হ্যাঁ দেখেছি! সেদিন গাড়িতে। পেট, বুক...বাবা, কত ডিপ কাট ব্লাউজ পর তুমি!"

"ধ্যাত! মিথ্যুক!"

"এই শহরটাই তো মিথ্যের! এখানে আমার মিথ্যের জীবন, মিথ্যের প্রেম, মিথ্যের সংসার, মিথ্যের ভূমিকা আমার। একটা মিথ্যের ট্রামে চড়ে আমি ঘুরে বেড়াই এই শহরে। আচ্ছা ইলোনা, তুমি কখনও দোতলা বাসে চড়েছ?"

"চড়েছি, এক-দু'বার। আমার ভয় করত, মনে হত, উল্টে যাবে!"

"তুমি কখনও কারও মোটরবাইকের পিছনে উঠেছ? আজকাল যেরকম মেয়েরা দু' দিকে পা দিয়ে বসে জাপটে ধরে থাকে ছেলেগুলোকে, মাঝে-মাঝে কানের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে কী সব বলে...ওরকম করেছ কখনও?"

"মেঘদূত, আমরা কি এই শহরের পুরনো মানুষ হয়ে যাচ্ছি? যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সামনে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে আমার মনে হয়, আমাদের রক্ত বাসি হয়ে গিয়েছে। একবার সরস্বতী পুজোর দিন আমি রূপুদার সঙ্গে বাইকের পিছনে চড়ে অনেক ঘুরেছিলাম। জীবনে একবারই।"

ইলোনা কুহু মিত্রাকে যেতে হল সদানন্দ রোড। সেখানে ছোট করে লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। এবার কেউই নেই, বউদিও নেই। ছোট বউদির মনটা খারাপ। মনটা খারাপ তারও। বিকেল বেলা ধরিত্রীর ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল ইলোনা। শঙ্কুদা চা দিয়ে গেল, বিছানায় আধ শোওয়া হয়ে চা খেতে-খেতে ইলোনা ভাবল, জীবনে সবক'টা প্রেমই খুব সহজে হয়ে গিয়েছে তার। একটু তাকানো, দৃষ্টি বিনিময়, একটু কথা, অল্প একটু ভাল লাগা থেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে সে ভেবেছে

প্রেম! এত সহজে প্রেম হওয়ার কোনও মানে হয়? মেঘদূতকে বলা হল না তখন, ওই বাইকে চড়ে ঘোরে যারা, হাত ধরে হাঁটে যারা, অসংলগ্ন কথা বলে, মলের ফুড কোর্টে বসে আইসক্রিম খাইয়ে দেয় আর জন্মদিনে গিফ্‌ট কেনে, ফুল কেনে, তাদের মতো প্রেম এ জীবনে আর কখনও হবে না ইলোনার! তার এখন বয়স বেড়ে গিয়েছে। দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বের ছাই মেখে বসে আছে সে। নিজেকে অন্যের চোখে ভাল লাগানো এখন ভীষণ কঠিন!

নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কাছে ফিরে গেল ইলোনা কুহু মিত্রা।

নির্বাণা বলল, "ইলোনা, তোমার আর মেঘদূতর মধ্যে কোনও প্রেম হয়নি। কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি। আপাতভাবে কোনও স্বার্থ তৈরি হয়নি। তা সত্ত্বেও তোমার এবং মেঘদূতের মধ্যে বিরোধিতা তৈরি হয়েছে!"

ইলোনা অবাক হয়ে গেল নির্বাণার কথা শুনে, "কী বলেছ তুমি নির্বাণা? এসব বোলো না।"

"দ্যাখো ইলোনা, তুমি মেঘদূতকে ভয় পাও। অনেক কারণ আছে ভয় পাওয়ার। কিন্তু ভয় পাওয়ার মধ্যেই একটা বিরোধিতার আভাস আছে, এটা তুমি বোঝো না? আসলে প্রতিটা মানুষ প্রতিটা মানুষের মুখোমুখি দাঁড়ানো মাত্র সেখানে একটা বিপক্ষতা তৈরি হয়। কারণ খুব সাধারণ। দুটো মানুষ, দুটো আলাদা মানুষ। আলাদা বলেই তো তারা একে অন্যকে নেগেট করে। তোমার এতে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। এটা একটা বেসিক জিনিস! আমরা, নোম্যাডরা মনে করি, প্রতিটা অস্তিত্বের প্রতিই আসলে প্রতিটা অস্তিত্ব ঈর্ষাকাতর! ঈর্ষা এবং অবলম্বন, দুটো মিলিয়ে-মিশিয়ে জগৎ চলে। যেমন ধরো, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ককে তোমরা-আমরা মনে করি একটা পবিত্র সম্পর্ক। কিন্তু গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় সঙ্কট 'একজন জানে', 'একজন জানে না'! এই দুটো বিষয় কি পরস্পর বিরোধী নয়? যে শিষ্য গুরুর প্রতি সবচেয়ে বেশি সাবমিসিভ, সেই শিষ্যই কিন্তু গুরুর সবচেয়ে বড় রাইভাল! তোমার আর মেঘদূতের মধ্যেও কিন্তু একটা রাইভালরি আছে!"

ইলোনা বলল, "তা হলে তোমার আমার মধ্যেও সুপ্ত বিরোধিতা আছে বলছ নির্বাণা?"

"তোমার আমার সম্পর্কে কৌতূহল আছে। কৌতূহল ব্যাপারটা খুব জটিল, মিক্সচার অফ সার্টেন ইমোশনস!"

"মেঘদূত আমাকে বলেছিল, ও আমার চেয়ে অনেক জটিল প্রকৃতির মানুষ।"

নির্বাণা বলল, "চলো, আজ আমরা এই জায়গাটা থেকে শুরু করি!"

ঘণ্টাদেড়েক নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির অ্যান্টি চেম্বারের বিছানায় কাটিয়ে আসার পর নিজেকে অনেক ঝরঝরে লাগল ইলোনা কুহু মিত্রার।

নির্বাণা বলল, "তুমি পরশু দিন এসো। আর একটা সেশনের পর তোমাকে ডিসাইড করতে হবে, তুমি কী চাও। তুমি যদি পবিত্র হতে চাও, তা হলে আমাদের থেরাপিতে যেতে হবে। নাকি তুমি দেখে নিতে চাও, মেঘদূতের সঙ্গে তোমার প্রেমটা হলে ঠিক কী ঘটত?"

ইলোনা বলল, "সত্যি তুমি সেটা দেখতে পার নির্বাণা?"

"দেখতে পারি। কিন্তু দেখার পরেও তোমার দ্বন্দ্ব তোমাকে ছেড়ে যাবে না! এক সময় তোমার মনে হবেই, নির্বাণা যা দেখাল, সেটাই আসলে ঘটত কিনা, কে জানে! আসলে সত্যিটা হল, মেঘদূতের সঙ্গে তোমার পাঁচটা দিন, চারটে রাতের ভ্রমণ, তারপর মেঘদূতের তোমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া এবং তিন মাসের মধ্যে একবারও ফোন না করা...এই সব কিছু মিলিয়ে তোমার মনের মধ্যে একটা কাহিনিসূত্র তৈরি হয়েই আছে। তোমার একটা বিশ্বাস তৈরি হয়েই আছে। আমি তোমাকে কোনওদিকে ডাইভার্ট করতে পারব না। তোমার মনের জোর গল্পটাকে ঠিক সেদিকে নিয়ে যাবে, যেখানে তোমার বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে!"

"তার মধ্যে মেঘদূতের ভূমিকা আর কতটুকু?"

"মেঘদূত স্বমহিমায় থাকবে ইলোনা। মেঘদূত নিজের মতো করে চলবে। এমনকী, এই অবস্থায় মেঘদূত যদি তোমার জন্য একটা গান তৈরি করে, তাতে মেঘদূতের ছাপ থাকবে!"

ইলোনা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, "তুমি কি আমাকে একটা স্বপ্ন দেখাবে নির্বাণা?"

"কিন্তু তোমাকে ঘুমোতে হবে না। আর এই স্বপ্নটার প্রোজেকশন আমি না বন্ধ করলে বন্ধও হবে না। ইলোনা, আমার হাতে কিন্তু খুব বেশি সময় নেই। আমাকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে খুব শিগগিরই!"

"কবে?"

"এখনও জানি না। যখন যেতে হবে, তখন কয়েক ঘণ্টার নোটিসেই যেতে হবে। দেখছ না, এখন আর নতুন পেশেন্ট নিচ্ছি না!"

সে বলল, "আমাকে তোমার একটা সিগারেট দাও নির্বাণা!"

"তুমি খুব বুদ্ধিমতী," নির্বাণা মুখে আফসোসসূচক শব্দ করল একটা, "আমার কাছে এখন কোনও সিগারেট নেই। তোমার নিতান্তই দরকার থাকলে অন্য ঠিকানায় যেতে হবে। আমি যাওয়ার আগে বলে দিয়ে যাব।"

"এখন থেকে তুমি কোথায় যাবে?"

নির্বাণা হাসল, "তোমাকে হিপনোটাইজ় করে তারপর বলব। এখনই না।"

"আর আমি স্বপ্ন দেখছি, এরকম অবস্থায় যদি পালাতে হয় তোমাকে?"

"চিন্তা কোরো না, বলে দেব কী করতে হবে!"

সেদিন রবিবার। দশটা নাগাদ বেলের শব্দে ঘুম ভাঙল ইলোনার। বাসনা বেল দিচ্ছে। পুষ্পদি নেই। আটটার সময় বাসনা এলে তার ঘুমটার বারোটা বাজে। তাই ইলোনা কুহু মিত্রা একটু বেলা করে আসতে বলে দিয়েছে বাসনাকে। উঠে দরজা খুলে দিয়ে সে দেখল, বাসনা আপনমনে হাসছে। সে দেখল, কিন্তু আসলে লক্ষই করল না। এখন এই আধ ঘুমন্ত অবস্থায় বাসনা কেন হাসছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথাও নয় ইলোনার। সে বাসনাকে বলল, "চা কর তো!"

একটা সিগারেট খাবে ভেবে দেশলাইয়ের খোঁজে কিচেনে গেল ইলোনা। সে দেখল, বাসন মাজতে-মাজতে পিঠ কাঁপছে বাসনার। এবার সে বলল, "কী ব্যাপার তোমার? হাসছ, না কাঁদছ?"

বাঁ হাতের কবজি দিয়ে চোখের জল মুছতে-মুছতে বাসনা বলল, "হাসছি! বাবা, হাসি আর আমার থামছেই না!"

"কেন? এত হাসছ কেন?"

"সে খুব লজ্জার কথা। আমি তোমাকে বলতে পারব না!"

"নিশ্চয়ই সেই লোকটা আবার তোমাকে ধরেছিল স্টেশনে যে তোমাকে বলেছিল, 'বাসনা তোমাকে দেখে তো বোঝাই যায় না, তোমার দুটো ছেলেমেয়ে আছে!' সেই লোকটা, যে তোমাকে 'সিনেমা দেখতে যাবে' বলে?"

"না, কুহুদি না! সেই লোকটা আমাকে একটা নাকের ফুল দিয়েছে। নাকের ফুলটা নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু সিনেমায় যাইনি!"

"খুব বুদ্ধি!" সে দেশলাই নিয়ে ফিরে আসছিল, বাসনা পিছন-পিছন এল তার,

ঈর্ষা এবং অবলম্বন, দুটো মিলিয়ে-মিশিয়ে জগৎ চলে। যেমন ধরো, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ককে তোমরা-আমরা মনে করি একটা পবিত্র সম্পর্ক।

"ও কুহুদি, একটা কথা বলবে? ওই জিনিস চেপে দেওয়ার জন্য কোনও ওষুধ পাওয়া যায়?"

"কী? কোন জিনিস?"

"আহা, তুমি যেন বোঝো না! শরীরের ইচ্ছেটা গো!" বাসনা আবার হাসতে শুরু করল।

"তোমাকে এসব কে বলেছে?"

"একটা মেয়ে আসে আমাদের সঙ্গে ট্রেনে, সে-ই বলছিল। সে নাকি কি ওষুধ খায়, খেলে নাকি তার মাথা শান্ত হয়। নইলে নাকি তার পাগল-পাগল লাগে। সে কী চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলছে, তুমি বিশ্বাস না করে পারবে না! স্বামী ছেড়ে চলে গিয়েছে, এদিকে তার স্বামীর জন্য প্রচণ্ড ভালবাসা। অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক করবে না। তাই সে ওষুধ খায়। এরকম ওষুধ পাওয়া যায়, তুমি জান কুহুদি?"

"আমি কখনও শুনিনি।"

"আমরা কেউও তো শুনিনি। ওর কথা শুনে আমরা তো হাসছি। পাগল কিনা, কে জানে। বলে তো ক্লাস এইট অবধি পড়েছে। তবে কথাটা তো ঠিক, বলো? একটা পুরুষ মানুষের স্বাদ পেয়ে গেলে তারপর যদি তোমাকে উপোস করে থাকতে হয়, তা হলে পাগল-পাগল লাগে কিনা? এই যে আমার বর কোনও কাজের নয়। তবু তো পুরুষমানুষ। আদর-সোহাগ তো করে। ছেলে-মেয়ে এত বড় হয়ে গিয়েছে, তবু ওদের সরিয়ে, ঠেলে আমার পাশে এসে শোবে!"

ইলোনা কুহু মিত্রা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মন দেওয়ার চেষ্টা করল।

চা এনে দিয়ে বাসনা বলল, "তুমি যে কী করে থাক, কে জানে!"

সে তাকাল বাসনার দিকে।।

"জানি, জানি, কষ্ট হয়! তোমারই কি মাথার ঠিক আছে, বলো? রাতে ঘুম নেই। তা, উল্টোপাল্টা চিন্তা করো বলেই তো রাতে ঘুম হয় না। এই যদি তোমার স্বামী থাকত, তা হলে কি তুমি রাতে অফিস যেতে? সে তোমায় যেতে দিত?"

ফ্ল্যাট পরিষ্কার করে চলে যাওয়ার সময় বাসনা বলল, "শোনো, কাল রাতে পুষ্পদির বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখি, পুষ্পদি আর পুষ্পদির বর মাঠে বসে হাওয়া খাচ্ছে। দু'জনের আবার ভাব হয়ে গিয়েছে! বুঝলে?"

নেক্সট মিটিংয়ে ইলোনা কুহু মিত্রা নির্বাণা রুদ্রাণী খিরিকে বলল, "আমার ভীষণ রেস্টলেস লাগছে নির্বাণা। তুমি চলে যাবে শোনার পর থেকে আমার ভীষণ রেস্টলেস লাগছে। আর একটা সেশনের দরকার নেই, তুমি আমাকে ওই স্বপ্নটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।"



নির্বাণা আজ যেন ঠিক মুডে নেই। যত্ন করে সাজগোজ করেনি, গয়নাগাঁটি পরেনি। মাঝে-মাঝে মাথায় একটা ওড়না মতো কী পরে নির্বাণা, তার সামনের দিকটায় নানা রঙের বিডস বসানো একটা ভারী বেল্ট লাগানো, কপালটা ঢেকে দেয় ওই বেল্টটা — আজ নির্বাণা ওই ওড়নাটা পরে বসে আছে। জিন্‌স, শার্ট নয়, আজ নির্বাণার পরনের পোশাক একটা মেরুন ঘাগরা, একটা ছাইবর্ণ জোব্বা আর কোমরে চামড়ার বেল্ট।

"তোমাকে আমি হতাশ করতে চাই না ইলোনা। কিন্তু আজ আমার মন খুব উদ্বিগ্ন। আমার পক্ষে আজ মনোসংযোগ করা খুব কঠিন। তবু আমি চেষ্টা করতে পারি। আজ যদি না হয়, তা হলে তুমি ১০-১২ দিন পরে আবার আসবে। আমি থাকব না। আমার জায়গায় থাকবে সেরিম পুচে। ও আমাদের চাংপা গোষ্ঠীরই একজন। আমি আর সেরিম



পুচে একই লামার কাছে মানুষ হয়েছি। তিনিই আমাদের গুরু। সেরিম পুচে লাদাখ থেকে আজই রওনা হয়ে গিয়েছে। এসে পড়বে দু'-তিনদিনের ভিতর।"

"আই ও ইউ সো মাচ নির্বাণা।"

"শোনো ইলোনা, আমি চলে যাব। তুমি সম্মোহিত অবস্থায় কাটাবে দিন-রাত, যেদিন সম্মোহন ভাঙার সময় হবে, সেদিন সেরিম পুচের কাছে আসবে। মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে ও তোমার সম্মোহিত অবস্থা ভেঙে দেবে। এই জল আমি তৈরি করে রেখে যাচ্ছি। নানাচির কাছে এই জল রাখা থাকবে।"

নানাচি ওই মোটা-সোটা তিব্বতি মহিলার নাম, তার সঙ্গে নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির কী সম্পর্ক, তা ইলোনা কুহু মিত্রা জানে না।

"কিন্তু কখন বেরিয়ে আসতে হবে কী করে বুঝব আমি?'

"বুঝতে পারবে। তুমি নিজেই হাঁসফাঁস করবে বেরিয়ে আসার জন্য। এই অবস্থাটা যখন আসবে, তখন বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারবে না, ঘুমিয়ে পড়বে। ক্ষণে-ক্ষণে ঢুলে পড়বে ঘুমে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে তুমি। তোমার মাথায় যন্ত্রণা হবে। নাক থেকে জল বেরবে ক্রমাগত। হাঁটতে-চলতে ব্যালেন্সের অভাব হবে, ঘুমের মধ্যে হাঁ হয়ে থাকবে তোমার মুখ, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।"

শুনে চুপ করে থাকল ইলোনা।

নির্বাণা বলল, "তুমি ভেবে দ্যাখো ইলোনা, মেঘদূতের জন্য এত ঝুঁকি নেবে কিনা। তোমার বডি টেমপারেচার রাইজ় করবে, হার্ট বিট রাইজ় করবে। প্রেশার আপ-ডাউন করবে। এই অবস্থায় তোমাকে সাহায্য করার জন্য কে আছে? কেউ আছে কি?"



ইলোনা বলল, "নির্বাণা, জীবনে এমন কোনও সম্পর্কে কি থেকেছি আমি, যা আমাকে ক্লান্ত করেনি? মাথা ছিঁড়ে যায়নি যন্ত্রণায়? অ্যাংজাইটি থেকে তো আমার এমনিই সর্দি হয়ে যায়। ভয়ে, বিভ্রান্তিতে, দুশ্চিন্তায় জ্বর আসে, খিদে মরে যায়। আমি তো সম্পর্কের কারণে এই ঝুঁকিগুলো প্রতিবার নিয়েছি।"

"তা হলে গেট রেডি। অপেক্ষা করো। আমি তৈরি হয়ে তোমাকে ডাকব।"

"কিন্তু নির্বাণা, তুমি চলে গেলে পরের পর্যায়টার কী হবে? আমার কি আর পবিত্র হওয়া হবে না?"

"হয়তো প্রয়োজনই থাকবে না। হয়তো মেঘদূত গুরুত্ব হারাবে তোমার কাছে। মোহ কেটে যাবে। হয়তো এটা আর একটা ব্যর্থ প্রেম হয়ে থাকবে তোমার জীবনে, যা নিয়ে তুমি আর মাথাই ঘামাতে চাইবে না।"

নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি ড্রয়ার থেকে বের করে নরম, হলদেটে একটা গুলি দিল তার হাতে। বলল, "গোট চিজ়, খাও।"

সেই স্পঞ্জি, রবারের গুলিটা চিবিয়ে খেয়ে ইলোনা কুহু মিত্রার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

মাত্র একবার বাজতেই মেঘদূত তার ফোন ধরল।

"বলো!" বলল মেঘদূত।

আর ইলোনা কুহু মিত্রার গাল, গলা, বুক নিমেষে ভিজিয়ে দিয়ে গেল একটা কান্না। ফোনটা বুকের উপর চেপে ধরে সে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। শরীরের সব অববাহিকায় যেন জমে জমে উঠল রক্ত ইলোনার। সে কাঁদতে-কাঁদতে, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "মেঘদূত, কতদিন, কতদিন পরে তোমার গলা শুনলাম! আমি তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না মেঘদূত! আমি মরে যাচ্ছি, তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না!" ইলোনা কুহু মিত্রা জীবনে প্রথমবার এই কথা বলল কাউকে। একথা বলার ক্ষমতা অতীতে তার কখনও ছিল না। আগে কখনও একথা বলার কথা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারত না। কারণ, সে জানত, বললে মিথ্যে শোনাবে, অন্তঃসারশূন্য শোনাবে। এই কথার অর্থ আসলে কী, তা সে জানতও না সম্ভবত। কিন্তু আজ যখন সে একথা উচ্চারণ করল, তখন সম্পূর্ণ সারল্যে উত্তীর্ণ হয়ে করল। যখন সে বলল, 'তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না মেঘদূত', তখন সেটা শোনাল আত্মসমর্পণের মতো।

ওদিকে মেঘদূত বলল, "আঃ ইলোনা, এরকম করে কেঁদো না। তোমার এই কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। এরকম বোকার মতো কেন কাঁদ? আমি কি তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছি? তোমার হাত ধরে আছি ইলোনা, বোঝো না? যখন থাকব না, তখন এরকম করে কেঁদো। আমি কিন্তু জানি, তুমি কী করছ। বসে-বসে কাঁদছ আর আমাকে কী-কী বলবে ভাবছ। এবার তিনদিন কেটে গিয়েছে, আমি তোমাকে ফোন করিনি। তার কারণ, প্রতিবার তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয় না। এবার তোমাকে নিজেকেই বুঝতে হত। বুঝতে হত ইলোনা যে, আমি ব্যস্ত থাকি। প্রচণ্ড কাজের মধ্যে থাকি। আমার সময় নেই একেবারে। তার মধ্যে তোমার এত ট্র্যানট্রামস। আমি সামলাতে পারছি না। পারিজাতকেও আমি সব সময় বলেছি, ঝগড়াঝাটি, অশান্তি কোরো না। আমি নিতে পারি না। চিৎকার, চেঁচামিচি, অভিযোগ, কান্নাকাটি...এসব দেখলে আমার প্যালপিটেশন হয়। পারিজাতও শুনত না, তুমিও শুনছ না।

এই জন্য আমি এবার নিজে থেকে তোমাকে ফোন করিনি।"

রাত দশটার সময় গোলপার্কের মোড়ে ইলোনা কুহু মিত্রার গাড়িতে উঠে এসে মেঘদূত দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, "কই, দেখি মুখটা! না, না, আমি জানি তো, আমি জানি তো, সব বুঝতে পারি। তুমি আমাকে যতটা চাও, ততটা পাও না। তাই দুঃখ হয় তোমার। পারিজাতকেও তো আমি একদম সময় দিতে পারিনি। একটা সময় তো বারবার ও এটা বলত, 'তুমি এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছ। আমার জন্য তো তোমার সময়ই নেই।' শেষের দিকে তো এটা বললেই আমি ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলতাম। ও কীভাবে এসে বসে থাকত স্টুডিয়োয়, একটু আমার কাছে থাকবে বলে। আর আমি?" মেঘদূত ইলোনার চিবুক ধরে মুখটা কাছে টেনে নিয়ে গাঢ় চুম্বন করল ঠোঁটে। ইলোনা কুহু মিত্রার লিপস্টিক লেগে গেল মেঘদূতের ঠোঁটে, গালে, "লিপস্টিক রানি, দেখি কী লিপস্টিক মেখেছ? এত কান্নাকাটির মধ্যে আবার লাল লিপস্টিক মাখা হয়েছে? শয়তান আছ কিন্তু!" মেঘদূত ইলোনার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল, "পারিজাত এসে বসে থাকত স্টুডিয়োয়। আমার বউ, অতএব ওর সব ব্যাপারে কথা বলার অধিকার আছে। মিউজ়িশিয়ানদের ডিকটেট্ট করছে, ওকে এটা বলছে, ওকে ওটা বলছে, তার মধ্যে জুরা কাঁদছে, পারিজাত ওকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে...আমি বিরক্ত, একদিন আমি সকলের সামনে ওকে বলে দিলাম, 'পারিজাত, তুমি এখানে আর একদম আসবে না!' চলে গেল চুপচাপ। বাড়ি গিয়ে দেখলাম, কী কান্না কেঁদেছে। তখনও ব্যাপারগুলো আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। ভুল ছিল আমারও। তারপর ও-ও কি আমাকে কম কাঁদিয়েছে ইলোনা?" মেঘদূত মাথায় হাত রাখল ইলোনার। চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিল, "অ্যাই শোনো, তুমি কিন্তু আমাকে কখনও কষ্ট দেবে না!" মেঘদূতের গলায় সেই আহ্লাদ!

ইলোনা কুহু মিত্রা গলে যেতে লাগল মেঘদূতের আশ্লেষের মধ্যে, "আমি জানি, তুমি আমাকে কখনও কষ্ট দেবে না! আর একটা কথা, তোমার সঙ্গে আমার যাই হোক, কোনওদিন তুমি তোমার কলার টিউনটা পাল্টাবে না! এই কলার টিউনই যেন থাকে তোমার সারা জীবন। কথা দাও?"

"কথা দিলাম," বলল ইলোনা।

"জানো তো, তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হলে আমার কিন্তু প্রথমেই মনে হয়, এবার নিশ্চয়ই কলার টিউনটা বদলে দেবে। মানে



বুঝতে পারছ তো, বাচ্চাদের মধ্যে এসব দুষ্টু বুদ্ধি থাকে। মানে দুষ্টু হলে, জুরা হলে যেভাবে ভাববে আর কী! স্কুলে যদি কারও সঙ্গে কাট্টি-কাট্টি হয়ে যায়, তা হলে প্রথমেই জুরা কী ভাববে বলো, 'আমাকে তা হলে আর ওর বার্থ ডে-তে ইনভাইট করবে না', সেরকম।"

শনিবার রাতে ইলোনার অফিস থাকে না। সে শুক্রবার নাইট করে আবার সোমবার রাতে অফিস যায়। যারা টানা নাইট শিফ্‌ট করে তারা সপ্তাহে দু'দিন ছুটি পায়। রাত দেড়টা অবধি ঘোরাঘুরি করে দেশপ্রিয় পার্কের মুখে ইলোনা মেঘদূতকে বলল, "একদিন তুমি আমাকে সেই গল্পটা বলেছিলে, মনে আছে মেঘদূত?"

"কোনটা?"

"সেই যে, তখনও তোমার আর পারিজাতের ডিভোর্স হয়নি, কেস উঠে গিয়েছে কোর্টে, জুরার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারছ না, জুরাকে তোমার হাতে ছাড়া হচ্ছে না। একদিন আর না পেরে তুমি চলে গেলে পারিজাতদের বাড়ি আর যে বাড়িতে তোমার অনায়াস যাতায়াত ছিল, অবাধ যাতায়াত ছিল, গেলে কত খুশি হত তোমার ইন ল'জ-রা, কত আদর ছিল — সেই বাড়ির ড্রইংরুমে তুমি চুপচাপ বসে আছ, কাজের লোক এক কাপ চা রেখে গিয়েছে। চা-টা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, তুমি খাওনি..."

"তুমি তো সব মুখস্থ করে ফেলেছ ইলোনা!"

"অনেকক্ষণ পরে জুরা এল। তুমি জুরাকে আদর করলে, খেললে ওর সঙ্গে। তারপর যখন চলে যাবে, তখন ঝড় উঠল। বৃষ্টি শুরু হল। তোমার শাশুড়ি বললেন, 'এত বৃষ্টির মধ্যে যাবে, তোমার সঙ্গে গাড়ি নেই...', তোমার সঙ্গে গাড়ি ছিল না, কারণ, সেদিন তোমার ড্রাইভার আসেনি। আর তখন তুমি নিজে গাড়ি ড্রাইভ করতে পারছ না। গাড়ি চালাতে গেলে তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ। তোমার সায়কায়াট্রিস্ট তোমাকে গাড়ি চালাতে বারণ করে দিয়েছে। তখন তুমি রাস্তাও ভাল করে পার হতে পারছ না, রাস্তা পার হতেও ভয় পাচ্ছ, তোমার আত্মবিশ্বাস একদম শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে...তোমার শাশুড়ি বললেন, 'তা হলে বরং একটা ছাতা দিই তোমাকে?' পারিজাত বাধা দিল, বলল, 'না, না, ও ছাতা হারিয়ে ফেলবে। সামনেই তো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, একটু ভিজলে কিছু হবে না।' তুমি সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে ভিজতে-ভিজতে বেরিয়ে এলে ওই বাড়ি থেকে।"



"মেয়েরা যে কী নিষ্ঠুর হতে পারে!"

"এই গল্পটা যেদিন শুনেছিলাম, সেদিনই মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, কোনওদিন, কোনওদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না। কোনওদিন তোমাকে কষ্ট দেব না।"

মেঘদূত বলল, "না, দেবে না। তুমি আমাকে কখনও কষ্ট পেতে দেবে না। সত্যি, এই কথাটার মান রেখো তো।"

মেঘদূত তাকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরেই অবাক হল, "এ কী ইলোনা। তোমার গায়ে তো টেম্পারেচার আছে। ছিল না তো? কখন জ্বর এল? দেখেছ তো, তুমি কান্নাকাটি করে শরীরটা খারাপ করছ!"

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, জ্বর এসেছে।"

"তা হলে? বলোনি কেন?"

"বলিনি ভয়ে! বললেই যদি তুমি বলো, বাড়ি চলে যাও, আজ আর ঘোরাঘুরি করে কাজ নেই।"

মেঘদূত বলল, "বাড়ি কেন যাবে? আজ তো শনিবার, তোমার তো অফিস নেই।

যতদিন তোমার দাদা বউদি না ফিরছে,
ততদিন তো শনি-রবি তুমি
আমার কাছেই থাকবে
বলেছ!"

ইলোনা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক করেছি দাদারা না ফেরা অবধি আমি পুষ্পদিকে শনিবার করে ছুটি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেব।"

"চলো, বাড়ি চলো।" বলল মেঘদূত।

দরজার বেল টিপতেই শার্ট-প্যান্ট পরা, ন্যাড়া মাথা, উজ্জ্বল চোখের একটা ছেলে দরজা খুলে দিল মেঘদূত আর ইলোনাকে। সে রবি। রবি মেঘদূতের কুক কাম ডোমেস্টিক হেল্প কাম কেয়ারটেকার। ইলোনা কুহু মিত্রাকে দেখে রবি বলল,

"দিদি, তোমরা খেয়ে আসনি তো? তোমাদের জন্য গরম-গরম নারকেলের বড়া ভাজছি!"

মেঘদূত বলল, "আমরা ফিশ ফ্রাই-ট্রাই খেয়েছি। তুই এক কাজ কর, ডাল রেঁধেছিস তো ভাল করে? নারকেলের বড়ার সঙ্গে তুই একটু মৌরলা মাছ ভাজ, কড়া করে! কী করছিস কী রবি? মাছটাছ কিছু করতেই চাস না তুই?"

"তা নয় দাদা," বলল রবি, "দিদি তো মাছ, মাংস খেতে চায় না তাই তুমি যখন সন্ধ্যেবেলা বললে দিদি আসবে, আমি তখন ভাবলাম নারকেলের বড়া..."

"দিদি মাছ খাবে, সব খাবে। আমি খাইয়ে দিলে সব খাবে।"

ইলোনার হাত ধরে মেঘদূত তাকে নিয়ে গেল বেডরুমে। একটা টেবল ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। মেঘদূতের ঘরে কোনও মিউজিক সিস্টেম নেই। কাচের টেবলের উপর পড়ে আছে অসংখ্য সিডি, সেগুলোর কভারে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার নানা ভঙ্গিমায় তোলা ছবি। একটারও প্লাস্টিকের কভার খোলা হয়নি। টেবলে বিছানায়, মেঝের উপর রাখা গাদা-গাদা বই। বালিশের পাশে রয়েছে মেঘদূতের প্রিয় কবি বোদলেয়ারের একটি বই। বিছানার এক কোণে পড়ে আছে গিটার, রবিকে মেঘদূত বলল, "দিদিকে একটা পাঞ্জাবি দে আমার। দিদি চেঞ্জ করে শুয়ে পড়ুক। দিদির শরীরটা ভাল নেই।"

রবির হাত থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে ইলোনা বেডরুম সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকে জিন্স আর শার্ট ছেড়ে, ব্রা, প্যান্টি সব ছেড়ে শুধু পাঞ্জাবি পরে ঘরে এল, মেঘদূত তাকে শুইয়ে দিয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দিল গায়ে, "রবি এই ঘরেই খাবার দেবে, তোমাকে আর বেরতে হবে না।"

নিজেও পোশাক পরিবর্তন করে এসে মেঘদূত বসল তার মাথার কাছে। বেড সাইড ড্রয়ার থেকে থার্মোমিটার বের করে তার জ্বর দেখল, "একশোর বেশি! খেয়ে নাও, তারপর একটা ক্যালপল দিচ্ছি। জ্বর হল কেন বলো তো?"

সে বলল, "কী জানি!"

"তোমাকে আর কাল কোথাও যেতে হবে না। তুমি এখানে শুয়ে রেস্ট নেবে।"

ইলোনা বলল, "কিন্তু রবিবার তো তোমার কাছে অনেক লোকজন আসে। সুদীপ চলে আসে সকালে, বাবলুদা চলে আসে।"

সুদীপ মেঘদূতের অ্যাসিস্ট্যান্ট আর বাবলুদা অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

"আসে তো কী হয়েছে? তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। বেড রুমে কেউ ঢুকবে না। আর সবাই তো সব জেনে গিয়েছে। বিশ্বনাথ আমাকে রোজ গোলপার্কে নামিয়ে দেয়, সবাই সব জানবে না? এই তো কমলের বউ আমাকে সেদিন বলল, 'কি মেঘদূতদা, খুব তো নাইট আউট হচ্ছে?'"

মেঘদূত তার মাথাটা তুলে নিল কোলে। ঠোঁটে নামিয়ে আনল ঠোঁট, চুম্বন করতে-করতে তার পাঞ্জাবির ভিতর দিতে হাত ঢুকিয়ে বক্ষবন্ধনীহীন, শিথিল স্তনের উপর হাত রাখল। মেঘদূতের আঙুল ঘোরাফেরা করল স্তনবৃন্তের চারপাশে। সেই হাত ইলোনা কুহু মিত্রার বুক থেকে নেমে পিঠের দিকে গেল। পেটে এল, তারপর তলপেটে পৌঁছে থমকে গেল যেন। মেঘদূত বলল, "না, না, এখন এসব কিছু নয়। তোমার শরীরটা ভাল নেই। তিনদিন ধরে তুমি কান্নাকাটি করেছ। তোমার চোখ লাল হয়ে রয়েছে, তুমি আজ শুধু ঘুমাও তো।"

ইলোনা কুহু মিত্রা করুণ চোখে তাকাল মেঘদূতের দিকে। তার মনে হল, তার চোখে যেন কীসের একটা আস্তরণ পড়েছে! মনে হল, যেন একটা নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত সময় বয়ে চলেছে তার আর মেঘদূতের মাঝখানে! যেন ঠিক তারা এখানে নেই, যেন পরস্পরের দূত হয়ে এসেছে পরস্পরের কাছে! ফলে এই সাহচর্য কেমন বায়বীয়! ঠিক ধরা যাচ্ছে না। আর এই মুহূর্তে মেঘদূতের বুকের মধ্যে থেকেও তার শরীরে জ্বর ভাব থেকে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের অস্বস্তি...তার মাথা টিপ টিপ করছে।

ইলোনা কুহু মিত্রা অনেক জিনিস ভুলে গিয়েছে, আবার অনেক কিছু মনেও রেখেছে। সে ভুলে গিয়েছে যে, নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি নামের এক হিপনোথেরাপিস্টকে সে চেনে। সে ভুলে গিয়েছে যে, একটা প্রকাণ্ড মিলনাকাঙ্ক্ষার কথা সে সম্মোহিত অবস্থায় ব্যক্ত করেছিল নির্বাণা রুদ্রাণা খিরির কাছে। কিন্তু যা সে বিস্মৃত হয়নি, তা হল যৌনতা বিষয়ে সে ছিল স্বাধীন চিন্তাভাবনার এক মেয়ে, যে ভাল করে কথা ফোটার আগেই শরীরে যৌন আনন্দের তরঙ্গগুলো চিনতে শিখেছিল এবং ভাবত প্রেমের মধ্যে যৌনতার প্রবেশ ও প্রকাশ ঘটবেই। কিন্তু প্রেমবিহীন যৌনতা বলেও একটা বিষয় আছে এবং সেটা ঘটে। তার জীবনেই ঘটেছে।



সে ভোলেনি, এই বয়সে পৌঁছে, নিজের ইচ্ছে মতো জীবনযাপন করার পর অকস্মাৎ এক অদ্ভুত নির্বাচন ঘটেছে তার জীবনে। প্রেম এক অদ্ভুত খেলা খেলেছে তার সঙ্গে। বা তার মনে হয়েছে, মেঘদূতের সঙ্গে তার সেই প্রেমটাই হয়েছে, যে প্রেমটার সে অপেক্ষায় ছিল! সে ভেবেছে, মানুষের জীবনে সেই প্রেমটা আসে অনেক পরে, অভিজ্ঞ সত্তার ভিতর সেই প্রেম স্থান পায়, প্রস্ফুটিত হয়। এক্ষেত্রে ক্লোনগুলো আগে আসে, মূল জিনটার উদয় হয় পরে — একথাও সে ভোলেনি! এ যেন তার নিজের মনেরই এক গোপন ষড়যন্ত্র এবং এই ষড়যন্ত্রের কারণেই সে প্রেমের মূল্যে তার কামনা-বাসনাকেও সমর্পণ করেছে মেঘদূতকেই। সে ভোলেনি, মেঘদূতের সামনে তার কামনা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে দর্পচ্যুত, লজ্জিত ও অপ্রতিভ। এই না ভোলা বিষয়গুলো আসলে এক প্রকারের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যা মানুষের স্টিম অফ কনশাসনেসের মধ্যে থাকে এবং সেই উপলব্ধি তাকে বলে দিচ্ছে, সে মেঘদূতকে চায় আর তাই মেঘদূতের চাওয়াটার কাছে ইলোনা কুহু মিত্রার চাওয়াটা হয়ে গিয়েছে অনুগ্রহপ্রার্থী!

কিন্তু যা সে ভুলে গিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল রয়েছে একটা — ইলোনা কুহু মিত্রা জানেই না, সে এবং মেঘদূত মিলিত হয়েছিল কিনা।

আসলে ইলোনা এমন একটা দশার মধ্যে রয়েছে, যেখানে এসব প্রশ্নগুলোও লুকিয়ে পড়েছে কোন অন্তরালে! এই মুহূর্তে সে শুয়ে আছে মেঘদূতের বিছানায়, সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলছে যে, ইলোনা এখানে আগে এসেছে। রবি তাকে চেনে। সে যে আসে, রবি তাই জানাচ্ছে। মেঘদূত যেভাবে তাকে কাছে টানছে, স্পর্শ করছে, আবাহন করছে তার শরীরকে, তাতে মনে হচ্ছে ইলোনা কুহু মিত্রার সঙ্গে মেঘদূতের শরীরের বন্ধন ঘটে গিয়েছে। আর তা যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে গিয়েছে বলেই যেন প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পরের পর্যায়ে রয়েছে তাদের সান্নিধ্যটা! কিন্তু মিলন হয়েছে কিনা, যে মিলনের সাধ ইলোনার মর্মে জেগেছিল, সেই মিলন হয়েছে কিনা, তা কে বলবে? স্বয়ং ইলোনার মনেই তো সংশয় তৈরি হচ্ছে না এই নিয়ে! তা হলে কি এই তথ্য অজানাই থেকে যাবে? ইলোনা কুহু মিত্রার সঙ্গে মেঘদূতের যদি আজ রাতে সঙ্গম হয়, তা হলেই বোঝা যাবে, এই মিলন, প্রথম মিলন কিনা! কারণ, প্রথম মিলন অনেক নাটকীয় হয়! প্রথম মিলনের কতগুলো চিহ্ন আছে, কতগুলো উক্তি আছে! সম্মোহন কেটে যাওয়ার মধ্যে মিলন ঘটলে মেঘদূত আর ইলোনার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সেই তথ্য উঠে আসবে। প্রথম হোক বা পরের হোক, ইলোনা যখন মেঘদূত দ্বারা মন্থিত হবে, রমিত হবে, আবেশে ডুবে যাবে তখন আমরা জানতে পারব সেই চরিতার্থতার কথা। আমরা জানতে পারব, মেঘদূতের

সঙ্গে ইলোনা কুহু মিত্রার সেই পরম সংযোগ ঘটেছিল যা পর্যবসিত হয়েছিল তার অবচেতনের অবিমিশ্র আকাঙ্ক্ষায়!

মেঘদূতের দিকে ইলোনা তাকিয়ে ছিল।

মেঘদূত বলল, "অ্যাই, এমন সোনামুখ করে কেন তাকিয়ে আছ? এরকম চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায়? এত মায়া হয় তখন তোমার উপর! এরকম করে ভালবাস তুমি আমাকে, আমার কেমন অসহায় লাগে! মনে হয়, কী দিই এই ভালবাসাটাকে, কী দিই?"

"একটা গান তৈরি করে দাও!" বলল ইলোনা।

"গান? দাঁড়াও," মেঘদূত বিছানার এককোণে পড়ে থাকা গিটারটা টেনে নিল, কর্ডগুলোয় খেলে গেল ওর আঙুল।

ইলোনা বলল, "দাঁড়াও, আমার ফোনে রেকর্ড করে নিই!"

"করো।"

ফোনের ভয়েস রেকর্ডার অন করে ইলোনা বলল, "আট ঘণ্টা রেকর্ডিং হবে!"

মেঘদূত বাজাল আবার, বলল, "না, দাঁড়াও হয়নি!"

সে বলল, "রেকর্ডিং হচ্ছে।"

"হচ্ছে তো? আচ্ছা, শোনো, *মেঘে মুলতান, সারং-এর গান, হ্যাঁ, চল, ঠিক আছে, চোখে পড়েনি, চোখে পড়েনি লা লা লা, ধুয়ে দশ দিশা, ছুঁয়ে মননিশা, তুমি আসনি, কেন আসনি, কেন জাননি, মেঘে মুলতান রাত্তির জেগে সেই সব গান, সেই সব সুর, সুর বাঁশি হয়ে যাওয়া ভোরে, ধরে রাখতাম, ধরে রাখতাম, না হোক মুলতান, মেঘে মুলতান, শুনি সারং-এর গান, ভালবাস দশ দিশা, ভালবাস দশ দিশা, খুঁজে পেতাম, মেঘে মুলতান...*" ঝঙ্কার দিয়ে থেমে গেল গিটার, "*লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, টপকিয়ে যায়, হৃদকম্প, ঝালা জম্প, তুমি লম্ফ নিয়ে দাঁড়িয়ে দুয়ারে, কান্না ভেজা মুখ...*"এই ভাবে গানটা হতে-হতে এক জায়গায় মেঘদূত বলল, "এটা ইলোনার গান, লেটস নট পাবলিশ ইট, লেটস নট ব্রিং ইট টু দ্য পিপল। দ্যাট সং, দ্যাটস আওয়ার সং! দোজ় প্রাইভেট মোমেন্টস উই শেয়ার, উইথ ইউ মাই ডিয়ার, দ্যাট জয়, এমনটা হয়, মেঘে মুলতান!"

গান শেষ হতে ইলোনা অনেক চুমু খেল মেঘদূতকে! বলল, "খুব ভাল হয়েছে!"

"ভাল হয়েছে না? ব্যস, মিটারটা ঠিক রেখে কয়েকটা শব্দ বসিয়ে নিলেই পাক্কা হয়ে যাবে। খুশি?"

"খুব খুশি!"

বেডরুমে বসে কোলে প্লেট নিয়ে খাওয়া সারল দু'জনে। তারপর মেঘদূত গেল স্টাডিতে, কোনও মেল-টেল করতে। ইলোনা ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে একবার ঘুম ভাঙল তার। দেখল, মেঘদূত তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে! তার মনে হল, তার ভীষণ বেশি জ্বর এসেছে! কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতে সে দেখল, তার ইচ্ছে জেগেছে আদরেরও! সে ভাবল, মেঘদূতকে জাগায়, বলে, 'আদর করো!' কিন্তু মাথাটা কী ভার, কেমন টলটল করছে মাথার ভিতরটা! যেন মাথার ভিতরের যন্ত্রাংশগুলো নরম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক! সে মেঘদূতকে চুমু খেল। চাদরের মধ্যে খুঁজে-খুঁজে হাত দিয়ে ধরল মেঘদূতের ওটাকে! ধরে মেঘদূতের গায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সে আবার কখন ডুবে গেল ঘুমে! আর তলিয়ে যেতে-যেতে একটা নিরাপত্তার বোধ ছেয়ে গেল তার মনে! খুব নিশ্চিন্ত লাগছিল তার! রাতে কি এমন ঘুমোয় সে কখনও?

আসলে, ইলোনা কুহু মিত্রার মতো মেয়েদের জীবনে প্রেমটা একটা স্ট্রাগল। যতক্ষণ স্ট্রাগলটা থাকে, ততক্ষণ প্রেমটাও থাকে।

ইলোনা কুহু মিত্রার ঘুম ভাঙল ফোনের শব্দে! চোখ মেলে সে দেখল, ঘরে মেঘদূত নেই, দরজা টেনে দেওয়া। সে গতরাতের মতোই শুয়ে আছে এবং তার জ্বর আছে গায়ে। মাথা ধরে আছে, চোখ-নাক জ্বালা-জ্বালা করছে! সে ফোনটা ধরল, বউদি বলল, "কী রে ঘুম ভাঙালাম?"

"না। বলো, তোমাদের কী খবর?"

"তোর গলাটা ধরে আছে কেন?"

"একটু জ্বর, সর্দি মতো হয়েছে।"

"ও, ডক্টর গাঙ্গুলিকে দেখিয়ে নিবি?"

"না, না। কোনও দরকার নেই।"

"শোন, একটা দুর্দান্ত খবর আছে! একটা মেয়ে পছন্দ করেছি। বাঙালি মেয়ে, নিউ ইয়র্কেই থাকে, বাড়ি কলকাতায়। এখানে একটা আর্ট গ্যালারির কিউরেটর হিসেবে কাজ করে। সুন্দর দেখতে। মিজো এতদিন ধরে মেয়েটাকে চেনে, একই বিল্ডিংয়ে কাজ করে দু'জনে। লিফ্‌টে দেখা হয়, কফি শপেও দেখা হয়। আলাপও আছে, অথচ মেয়েটাকে সেভাবে খেয়ালই করেনি। আমাকে কী বলল বল তো? 'তুমি এখন বোর হয়ে গিয়েছ? এখন তোমার একটা এক্সাইটিং কিছু করতে ইচ্ছে করছে, তাই আমার বিয়ে-বিয়ে করে নাচছ!' আমি নাকি একটা ট্রান্সের মধ্যে আছি! মেয়েদের দেখলেই পাত্রী ভাবি! মিজো বলছে, 'আগে কুহু পিপির একটা বিয়ে দাও।' এখানে অনেক পাত্র আছে কিন্তু কুহু। আমরা থাকতে-থাকতে তুই বরং চলে আয়! মিজোর অফিসের দিবানাথ পালিত ছেলেটাকে তো আমার দারুণ লেগেছে। ইকনমিক্স-এ পিএইচ ডি করেছে। এবার ইউনেস্কো জয়েন করবে, ডিভোর্সি। ওঃ, তোর দাদা বলছে আমি চক্রান্ত করে ছেলেকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এবার বোনকেও...আচ্ছা, আচ্ছা, অনেকক্ষণ হয়ে গেল, রাখছি!"

মেঘদূত ঘরে ঢুকে বলল, "কার ফোন! হাসছ কেন?"

ইলোনা বলল, "বউদির।"

"ওরা ফিরলে একদিন ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় করতে যাওয়া উচিত, তাই না?"

"উচিতই তো!"

"তোমার জ্বরটা কেমন দেখি, চোখ-মুখ তো ভাল দেখাচ্ছে না!"

মেঘদূত জ্বর চেক করল তার, "একশো এক! দাঁড়াও, কমলের বউ তো ডাক্তার, ওকে একটা ফোন করি। তুমি একটা পায়জামা পরে নাও আমার। রবি চা আনছে!"

প্রায় এগারোটা বাজে। চা খেতে-খেতে ইলোনা বলল, "তুমি কি বেরিয়ে যাবে?"

"বিকেলে বেরতেই হবে। সৃজনকে দিয়ে দীপ্তজিতের ছবিটার গান লেখাব ভেবেছি, দীপ্তজিতের বাড়িতেই বসব। তুমি কোথাও যাবে না। আমি দশটার মধ্যে ফিরে আসব। রবি তোমার দেখাশোনা করবে। মাঝে শুধু একটুক্ষণের জন্য বেরিয়ে একবার মা'র কাছে যাবে টলিগঞ্জে। মা'র কিছু ওষুধ পাঠাতে হবে। মা'র-ও শরীরটা ভাল নেই। মা তো কমলের বউয়ের আন্ডারেই আছে, জানো তো?"

"জানি।"

"মা'র কাছে একদিন নিয়ে যেতে হবে তোমাকে!"

তার বেশ ক্লান্ত লাগছে। আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। সে তাকিয়ে রইল মেঘদূতের দিকে।

মেঘদূত তার চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতে-দিতে বলল, "ও মেয়ে, তুমি এমন করে কেন তাকাও? কেমন লাগে!"

"কী লাগে? পুরুষখেকো চোখ?"

"না, না! মনে হয়, তুমি সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছ! যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছ!"

"রয়েছি তো।"

"জ্বরের জন্য?"

"হতে পারে। আর প্রেম তো সম্মোহিতই করে! বউদি যেমন অল্পবয়সি মেয়ে

দেখলেই পাত্রী ভাবে! মিজো ঠিক বলেছে, একটা ট্রান্স...আমারও তেমনই আচ্ছন্ন অবস্থা! তোমাকে সামনে পাই না-পাই, আমি নির্বিচারে তোমাকেই দেখি মূর্তিমান দাঁড়িয়ে রয়েছ!"

"এত?"

ইলোনা কুহু মিত্রাকে শুইয়ে দিয়ে মেঘদূত টয়লেটে ঢোকে স্নান সেরে নেবে বলে। একটু পরেই একজন প্রোডিউসর আসবেন, নতুন ছবির কথাবার্তা বলতে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে মেঘদূত নগ্ন অবস্থায় এবং দ্রুত জিন্‌স, পাটভাঙা পাঞ্জাবি পরে রেডি হয়ে নেয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলে, "তোমার কাল সঙ্গে চেঞ্জ নিয়ে আসা উচিত ছিল। তুমি তো জানতে তুমি থাকবে। যাই হোক, নেক্সট উইক তুমি এখানে কিছু জামাকাপড় রেখে যেও..."

এই সময় দরজা নক করে কেউ, মেঘদূত গলা তুলে বলে, "রবি, আয়, খোলা আছে।"

দরজাটা খুলে যায় আস্তে-আস্তে, রবিকে দেখা যায়...কিন্তু দেখা যায় পারিজাতের পিছনে! বড়-বড় সন্ত্রস্ত চোখে, বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে! পারিজাত আর জুরা এসেছে! জুরা পারিজাতের হাত জড়িয়ে ধরে জড়সড় হয়ে তাকিয়ে। পারিজাতকে দেখাচ্ছে উদভ্রান্তের মতো! রাত জাগা চোখ, কান্নায় ধুয়ে যাওয়া মুখ! ঘরে এখন স্তব্ধতা! একটা পাতা পড়লেও শব্দ হবে! রবি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। পারিজাত অবাক চোখে ইলোনাকে দেখছে! জুরা দেখছে নিজের বাবাকে। মেঘদূত হাতে চিরুনি ধরা অবস্থায় হাঁ করে দেখছে পারিজাতকে! ইলোনা দেখছে জুরা আর পারিজাত উভয়কেই! মেঘদূতের একতলার বাড়ির বক্স জানলায় এসে বসা চড়াই পাখিগুলোও যেন বিস্মিত! এখন ঘরের পরিস্থিতির দিকে ওরাও যেন তাকিয়ে আছে কিচিরমিচির বন্ধ রেখে! কেউ জানে না, ঠিক কী করবে! ইলোনা ভাবল, উঠে টয়লেটে চলে যাবে? কিন্তু সে তো পায়জামা পরেনি! ইলোনা কুহু মিত্রা দেখল, তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে! অসম্ভব জল পিপাসা পাচ্ছে এই মুহূর্তে! যেন এখনই জল না খেলে সে মরেই যাবে! মেঘদূতের হাত থেকে যেই চিরুনিটা খসে পড়ল, অমনই ইলোনা হাত বাড়িয়ে জলের বোতল তুলে নিয়ে গলায় ঢালতে লাগল।

মেঘদূত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে, তারপর পারিজাতকে বলল, "তুমি?"

এই মিনিটখানেক সময়ের মধ্যে পারিজাতের মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। উদভ্রান্ত ভাব, বিষণ্ণতার জায়গায় চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে পারিজাতের। চোখ হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ, ছোট-ছোট, ক্রূর! পারিজাত তাকেই দেখছে, "একটা দরকারে এসেছিলাম। ভাবতে পারিনি, এরকম একটা পরিস্থিতি হবে!"

জুরা মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মেঘদূতর সঙ্গে দুষ্টু আর নিজের ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "মা, দুষ্টু!"

মেঘদূতের কপালে অজস্র ভাঁজ, "দরকার ছিল? একটা ফোন করতে পারতে...হঠাৎ এভাবে..."

পারিজাত চেঁচিয়ে উঠল, "বলছি তো, বুঝতে পারিনি! তুমি যে এরকম জীবনযাপন করো, আমি তো জানি না!"

"মানেটা কী? এরকম জীবনযাপন মানে? কী বলতে চাইছ?"

"বলব আবার কী? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! তোমার শয্যাসঙ্গিনী..."

"ফালতু কথা বলবে না পারিজাত! ও ইলোনা, ওকে আমি ভালবাসি। তোমার কিছু বলতে হয়, আমাকে বলো। ওর দিকে আঙুল তুলবে না! ও অসুস্থ। তুমি ও ঘরে চলো, ও ঘরে কথা হবে। আর তোমার বেড রুমে সোজা চলে আসার অধিকার আছে কিনা, এটাও ভেবে দেখা উচিত ছিল!" মেঘদূত চেঁচাচ্ছে!



ইলোনা দেখল পারিজাত ফুঁসছে! আর তার গলা আবার শুকিয়ে যাচ্ছে! ঘাড় থেকে ভেঙে পড়তে চাইছে মাথা! জুরা হাঁ করে দেখছে মাকে আর মেঘদূতকে, যাকে ও 'মেঘ বাবা' বলে ডাকে!

"আমার অধিকার নেই! কিন্তু জুরার তো আছে? জুরা ওর নিজের বাবার কাছে এসেছে!"

"পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলো, তাই না? নিজের বাবা? ছেলেকে বাবার কাছে ঘেঁষতে দাও? তোমার সংসার নিরুপদ্রব করতে, আমার ছায়াটাও তুমি পড়তে দাও না জুরার জীবনে! 'বাবা' ডাকতে দাও না পর্যন্ত আমায়! ওর স্কুল আমাকে ডেকে সম্বর্ধনা দিচ্ছে। আমি দেখছি, আমার সন্তান বসে আছে সামনে। আমি বলতে পারছি না ওই যে, ওই যে, আমার ছেলে! কারণ, স্কুলে ওর পিতৃপরিচয় অন্য! নরক করে দিয়েছ তুমি আমার জীবনটা! কোন সাহসে তুমি কথা বলো? তোমার লজ্জা নেই? চলে এসেছ?"

পারিজাত রাগতে গিয়ে কেঁদে ফেলল! এক পা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল জুরার। তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

রবি বলল, "দাদা আমি বাগানে ছিলাম, হঠাৎ দেখি দিদি ঢুকে যাচ্ছে...আমি কিছু..."

মিনিটতিনেকের একটা ঝড়! তারপর আবার সব নিস্তব্ধ!

রবি আবার বলল, "দাদা, আমার দোষ নেই।"

মেঘদূত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে! তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "জুরা এসেছিল!"

একটা মুহূর্ত, তারপর মেঘদূত ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে!

মেঘদূত ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে আর প্রচণ্ড একটা শারীরিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে কতগুলো ফ্লিটিং মোমেন্টসের মতো ইলোনা কুহু মিত্রার মনে পড়ল যে, সে আসলে নির্বাণা রুদ্রাণী খিরির দ্বারা হিপনোটাইজড! সে একটা স্বপ্ন দেখছে! সে ভাবল, হয় স্বপ্নটা ভেঙে যাক বা সে কন্ট্রোল করুক স্বপ্নটাকে। সেই চ্যান্টটা ঝলকে উঠল তার মনে! হে ঈশ্বর, স্বপ্নটা কেন, কেন এদিকে চলে যাচ্ছে? কেন সে একটা সুন্দর আর সহজ স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে পাবে না জীবনে?

মেঘদূত পাগলের মতো ফিরে এল তখনই! বিছানার উপর ধপাস করে বসে পড়ে দু' হাতে মুখ ঢাকল। কাঁদছে মেঘদূত, "জুরা এল! জুরা এল! আর আমি ছেলেটার দিকে তাকালামও না?" ভয়ঙ্কর, ধেবড়ে যাওয়া, তছনছ হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে তাকাল মেঘদূত ইলোনা কুহু মিত্রার দিকে, "এ আমি কী করলাম?" মেঘদূত প্রলাপের মতো বকতে লাগল, "কোনওদিন পারিজাত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি! আজ নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়ে এসেছিল। ও নিজের জন্য আসেনি নিশ্চয়ই। জুরার জন্য এসেছিল। আর আমি? আমি ওকে তাড়িয়ে দিলাম? এ আমি কী করলাম?" নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ভরা চোখ নিয়ে তার দিকে তাকাল মেঘদূত, "আমি কি এটা তোমার জন্য করলাম ইলোনা?"

উঠে দাঁড়াল মেঘদূত। মানিব্যাগটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। ফোন করতে লাগল কাকে, "ধরছে না, পারিজাত ফোন ধরছে না! ধরবে না, আর কখনওই ফোন ধরবে না, জুরাকে আমি আর কখনওই পাব না! সব শেষ হয়ে গেল, শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়ে গেল! রবি, রবি? বিশ্বনাথ এসেছে? ওকে গাড়ি বের করতে বল!"

রবি বলল, "বিশ্বনাথদা আসেনি!"

"আসেনি? তা হলে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দে!"

"কোথায় যাচ্ছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল ইলোনা।

"আমাকে ধরতেই হবে পারিজাতকে! ধরতেই হবে! জুরার জন্য দরকার হলে পায়ে মাথা কুটতে হবে ওর!"

"আমি চলে যাই তা হলে!"

"আমি জানি না। আমি কিছু জানি না!"

মেঘদূত চশমাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল!

অনেকটা সময় নিয়ে ইলোনা নামল বিছানা থেকে। মেঘদূতের পাঞ্জাবির উপর জিন্‌সটা পরল কোনওমতে। ব্যাগ, ফোন নিল। টলতে-টলতে সে এগোল দরজার দিকে।

রবি বলল, "দিদি, তুমি চলে যাচ্ছ কেন? দাদা তো যখন হোক, ফিরতই। তুমি যেদিন প্রথম এসেছিলে দাদা তো বলেছিল, 'আজ থেকে এটা দিদিরও বাড়ি, রবি!'"

সে বলল, "না রে, আমি যাই!"

"আমি তো পরে এসেছি, আমিও এই প্রথম পারিজাতদিকে দেখলাম। আগে কখনও আসেনি! সত্যি, 'জুরা, জুরা' করে পাগল দাদা! এদিকে জুরা এল, অন্যদিন হলে দাদা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত! দুষ্টু যখন মারা গেল, তখন দাদার সে কী অবস্থা! প্রায় দিনই দাদা স্বপ্ন দেখে, ভয় পেয়ে, ঘেমে-নেয়ে, আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলত! দাদা স্বপ্ন দেখত, জুরাও মরে গিয়েছে! কী কাঁদত দাদা! দাদার অনেক কষ্ট জুরাকে নিয়ে। তুমি আসার পর তো দাদাকে একটু হাসিখুশি দেখলাম! তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলে, শুনতে পাই তো! মনে হয়, তোমাকে খুব ভালবাসে! এই তোমরা বেড়াতে যাও, ঘুরতে যাও, হই-হই কর...দাদা তোমাকে রাগায়, বকে, ঝগড়া করে, আমার খুব ভাল লাগে! তুমি চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদা সবার জন্য ভাবে! রোজ দুপুরে আমাকে ফোন করে জানতে চায়, 'রবি খেয়েছিস?'"

ইলোনা বলল, "আমি জানি দাদা অন্য ধাতের মানুষ! কিন্তু আমার কপালটাই খারাপ!"

অতি কষ্টে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরে ইলোনা। ফিরে সে ভাবে স্নান করবে। গা জ্বালা-জ্বালা করছে, জ্বর হোক আর যাই হোক, স্নান করবে। কিন্তু বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলতেই, জল এসে গায়ে পড়তেই শক খায় যেন! সঙ্গে-সঙ্গে শাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে গা মুছে বিছানায় শুয়ে পড়ে ইলোনা। শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে! তখন বেলা দেড়টা। ইলোনা কুহু মিত্রার ঘুম ভাঙে বিকেল মুছে গিয়ে যখন সন্ধে নামছে, তখন। নভেম্বর মাস, ছ'টার আগেই সন্ধে হয়ে যায়। ভীষণ জল তেষ্টা নিয়ে উঠে বসে ইলোনা দেখে তার খুব জ্বর এবং চোখ থেকে নাক থেকে জল গড়াচ্ছে ক্রমাগত! ঢকঢক করে জল খায় ইলোনা। তারপর মেঘদূতকে ফোন করে। ফোন বেজে যায়, বেজে যায়...ইলোনা আবার শোয়, আবার ঘুমোয়। একথা ইলোনা বুঝতে পারে না যে, স্বপ্ন দেখতে গেলে মানুষকে ঘুমোতে হয়। কিন্তু যে স্বপ্নটা সে দেখছে, তাতে ঘুম মানেই সময় নষ্ট!

সে বারবার ঘুমোয় আর জাগে। জল খায়, ঘুমোয়, জাগে! তার মাথা ছিঁড়ে যেতে থাকে যন্ত্রণায়। রাত বারোটার সময় শেষ পর্যন্ত মেঘদূতকে ফোনে পায় ইলোনা কুহু মিত্রা।

"তুমি বাড়ি ফিরেছ?" জানতে চায় ইলোনা।

"হুঁ!"

"পারিজাতের সঙ্গে কথা হল?"

"ওসব কথা থাক!"

"আমাকে কিছু বলবে?"

"সেই নারীর প্রতি মোহ। নারীর শরীর, নারীর প্রেম, কামনা, বাসনা, আঃ...সেই আকর্ষণ, সেই স্বেদ, রক্ত, লালা, বীর্যের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া, একাকিত্বকে ভয় — আমি আর এসব চাইনি। একদম চাইনি! তুমি আমাকে আবার এসবের মধ্যে টেনে আনলে। তোমার দোষ নেই। আমি ভুল করেছি! মোহ এসে আচ্ছন্ন করে। নেশা ধরায়! আমি তো চেয়েছিলাম জুরাকে না পাওয়ার কষ্টটা আমার জীবনের কেন্দ্রে থাকুক। 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে, বেদনা জাগাতে চায়' নয়, খুঁড়ে-খুঁড়ে জুরার জন্য একটা বেদনার মনুমেন্ট...জুরা আমার অবসেশন! আমি কি সহজেই সব ভুলে গেলাম? আমার ছেলেটা আমার সামনে এল, আমি ওকে একবার বুকে টেনে নিলাম না? চলে যেতে দিলাম?"

"তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?"

"তোমাকে ছেড়ে দেওয়া এত সহজ নয়। এই সম্পর্কটায় আমারও একটা ওনারশিপ আছে ইলোনা। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে! বরং তুমি ছেড়ে দাও আমায়!"

"ছেড়ে দেব?"

"আমি জানি, তুমি পারবে না! আমাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। এই ভালবাসাটা আমি জানি, আমি দেখেছি। বোকার মতো তাকিয়ে থাক, দেখেছি! আমাকেই ছাড়তে হবে! সিগারেট আর মদ ছাড়ার মতো, এক মুহূর্তে! একেবারে!"



ফোনটা কেটে যায়।

ইলোনা আবার ডুবে যায় ঘুমে!

আমরা জানি, নির্বাণী রুদ্রাণী খিরি ইলোনা কুহু মিত্রাকে বলেছিল, 'তোমার আর মেঘদূতের মধ্যে একটা বিরোধিতার জায়গা আছে! প্রেম নেই, সম্পর্ক নেই, যোগাযোগ নেই, কিন্তু বিরোধিতা আছে!' নির্বাণা বলেছিল, 'দুটো মানুষ মুখোমুখি দাঁড়ানো মাত্র ওয়ান কম্বিনেশন অফ অপোজিশন তৈরি হয়!'

পরের দিন ইলোনা সমানে ফোন করতে লাগল মেঘদূতকে। কিছুতেই ফোন ধরছিল না মেঘদূত। প্রায় বিকেলের দিকে ওপ্রান্তে মেঘদূতের যোজন-যোজন দূরে সরে যাওয়া গলা শুনতে পেল ইলোনা, "কী ব্যাপার বলো তো? এরকম করে কেন ফোন করছ?"

সে ভীষণ কাঁদল, "আমি তো কিছু করিনি? তুমি কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?"

"ইলোনা, তুমি একদম বুদ্ধিমতী নও। এই সময়টা আমার মনমেজাজ ভাল নেই। এখন প্রেম-ভালবাসার কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করে না। ক'টা দিন কাটতে দাও, জুরার ব্যাপারটা আমি একটু দেখে নিই। আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে পারিজাতের বর জুরা আর পারিজাতকে নিয়ে বিদেশ চলে যাবে ঠিক করেছে। পারিজাত সেটা চায় না। আর আমি তো চাইবই না যে, জুরা বিদেশে চলে যাক। অসম্ভব! যদি এই কারণে ওদের হাজ়ব্যান্ড-ওয়াইফের মধ্যে একটা ভাঙন ধরে, তা হলে আমাকে পারিজাতের পাশে দাঁড়াতে হবে জুরার স্বার্থে। আমাকে ভরসা যোগাতে হবে পারিজাতকে। তুমি সামনে থাকলে পারিজাত আমাকে ভরসা করবে? কিন্তু আমি তোমাকে এত কৈফিয়ত কেন দিচ্ছি বল তো? আমি জীবনে কারও কাছে জবাবদিহি করিনি ইলোনা!"

"বাট উই আর ইনটু আ রিলেশনশিপ?"

"সো হোয়াট? উই আর ইনটু রিলেশনশিপ। আমি তোমাকে লিখে দেব এটা?"

"তুমি এরকম করে কথা বলছ? তুমি জান, তুমি না ছাড়লে আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না! তাই এত দুর্ব্যবহার করছ, তাই না?"

"আসলে তোমার কাছে জুরাকে নিয়ে আমার টানাপড়েনটা কোনও ব্যাপার নয়। জুরাকে নিয়ে যা-যা আমি তোমাকে বলেছি এতদিন ধরে, সব তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনেছ। শুনে কেঁদেছ। নট জাস্ট আউট অফ কমপ্যাশন, তুমি শুনেছ। কারণ, তোমার সেই শোনার শেয়ারিংয়ের মধ্যে দিয়ে আমার সঙ্গে তোমার বন্ডিং তৈরি হয়েছে। তোমার কাছে দ্যাট ওয়জ় ইম্পর্ট্যান্ট! জুরা ওয়জ় নট!"

"তা হলে তোমার কাছে আমি কে ছিলাম?"

"সব ছিলে তুমি! মন খুলে কথা বলার জায়গা, টান, ভালবাসা, মায়া, মোহ — সব! কিন্তু কম্পেয়ারড টু জুরা, ইউ আর নাথিং!"

"জুরা, জুরা তো স্রেফ মুখে বলছ তুমি!

আসলে তুমি ভাবছ, এই সুযোগে পারিজাতকে তুমি ফেরত পাবে!"

"চুপ করো!"

"তোমার মনে হয় না, ও তোমাকে ইউজ় করছে? বিপদে পড়ে তোমার কাছে আসছে? আমাকে তোমার বিছানায় দেখে ওর রাগ হল কেন? ওর প্রেমিককে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি ওবেরয়তে? বুকে লাভ বাইট নিয়ে বাড়ি ফিরত না?"

"ইলোনা!" চেঁচাল মেঘদূত! ধমকে উঠল!

"অন্যকে বাবা বলতে শিখিয়েছে তোমার ছেলেকে! ভুলে গেলে? অত নিষ্ঠুরতা ভুলে গেলে?"

"আর একটা কথাও নয়! জুরাকে নিয়ে আর একটা কথাও হবে না!"

"আমি বলব! কী করবে তুমি?"

"আমি আমার দুর্বলতার জায়গায় তোমাকে আঘাত করতে দেব না! বিচিং করছ? এত মিন তুমি? এখনও ফোন ধরছি তোমার। এরপর আর ফোন ধরব না!"

"ধরতে হবে না। কিন্তু আমি বলব, বলব, বলব!"

ফোন কেটে দেয় মেঘদূত।

ইলোনা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জেগে ওঠে রাতে। ফোন করতেই থাকে, ফোন করতেই থাকে। এবার মেঘদূত সত্যিই আর ফোন ধরে না! ইলোনা কুহু মিত্রা বুঝতে পারে, সে ভুল করে ফেলেছে! ভুল কথা উচ্চারণ করেছে, ভুল ব্যবহার করেছে! সে ডুকরে-ডুকরে কাঁদে একা-একা! বুঝতে পারে না, কী করে মেঘদূতকে ফিরে পাবে? তার চোখ দিয়ে জল পড়ে, নাক থেকে জল

'আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ!'

তখন ফোন আসে মেঘদূতের।

ইলোনা বলে, "আমি কী করব বুঝতে পারছি না। ভীষণ কাঁদছি! সামলাতে পারছি না নিজেকে!"

"সামলাতে হয়। নিজেকেই সামলাতে হয়! কেউ সামলে দেয় না!"

"তুমি আর আমাকে ভালবাস না, না?"

"না। সেটার চেয়েও বড় কথা, আমার কোনও দায় নেই তোমার প্রতি। আমার কোনও রেসপনসিবিলিটি নেই!"

দরদর করে ঘামতে থাকে ইলোনা। শরীরে একটা বর্ণনাতীত কষ্ট হয়। নির্বাণা রুদ্রাণী খিরি বলেছিল, তিনদিন! তিনদিন পার হয়ে সে যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে সম্মোহন থেকে। সে যেন যেভাবে হোক গিয়ে পৌঁছয় সেরিম পুচের কাছে। তিনদিন কেটে গেলে শরীর আর নেবে না!

একটা ট্যাক্সি ধরে ইলোনা কুহু মিত্রা ছোটে পার্ক স্ট্রিটে। যাতে সে সজাগ থাকে, আবার ঢুকে না যায় স্বপ্নে, তাই সুনেত্রাকে ফোন করে আবোলতাবোল বকবক শুরু করে। সুনেত্রাকে সে বলে, "আমার জেগে থাকা খুব দরকার, খুব দরকার!"

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সঞ্জয় আর ধরিত্রী ফিরে আসে আমেরিকা থেকে। ধরিত্রী ভীষণ উৎফুল্ল। মৌর্য বিয়েতে মত দিয়েছে। ধরিত্রীর যোগসাজসে ত্রিপর্ণা নামের মেয়েটার সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব এবং পরে প্রেমের মতো একটা ব্যাপার ঘটেছে মৌর্যর। মাঝখান থেকে ঢুকে ধরিত্রী টুক করে প্লেস করে দিয়েছে বিয়ের ব্যাপারটা! আমেরিকা টু কলকাতা কথাবার্তা চালাচালিও হয়ে গিয়েছে ত্রিপর্ণার বাবা-

তিনদিন পার হয়ে সে যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে সম্মোহন থেকে। সে যেন যেভাবে হোক গিয়ে পৌঁছয় সেরিম পুচের কাছে।

গড়ায়, পিপাসায় ছাতি ফাটে আর গা পুড়ে যায় জ্বরে! সে এসএমএস করে মেঘদূতকে, 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি এসব বলতে চাইনি। আমার মনে হল, তুমি হারিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে! হারিয়ে যাবে...জুরার জন্য আমার মনে অনেক ভালবাসা, অনেক স্নেহ, তোমার জুরা — তাকে আমি ভালবাসব না বলো?' কোনও উত্তর আসে না। রাতে আসে না। পরের দিনও আসে না। ইলোনা বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। তার স্নান করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জল ছুঁতে পারে না! তখন সে এসএমএস করে,

মা'র সঙ্গে। বৈশাখেই লাগিয়ে দেওয়ার সংকল্প ধরিত্রীর বিয়েটা। ধরিত্রী বলেছে, "দ্যাখ, দ্যাখ, কুহু, ছেলে তো মেয়ে পটাতে পারল না! আমিই সব ফিক্স করে দিলাম! আরে বাবা, যতই বলো, নিজের পছন্দের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে অনেক শান্তি!" দাদা বলেছে, "তুমি যে লাফাতে-লাফাতে আমেরিকা গেলে, আমি তো জানতামই ছেলের গলায় কাউকে ঝুলিয়ে তবে আসবে, তুমি কি কম করিৎকর্মা!" ধরিত্রীরা ফিরে আসার পরই একদিন ক্লাবে এল ত্রিপর্ণার বাবা, মা, জেঠামশাই। ইলোনা কুহু মিত্রাও হাজির থাকল সেই আলাপ পর্বে। সব কিছু ভালর দিকেই যেতে লাগল।

দু' বাড়ির মধ্যে কয়েকটা যাতায়াত, আমেরিকায় বিস্তর ফোনাফুনির মধ্যে বৈশাখ মাসেই দিন স্থির হয়ে গেল বিয়ের। মৌর্য বেশি তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না। ও আসবে বিয়ের সাতদিন আগে। তারপর এক মাস থাকবে। কিন্তু ত্রিপর্ণা চলে আসবে এক মাস আগেই এবং ফিরবে মৌর্যর সঙ্গে, সিঁদুর পরে, মৌর্যর অর্ধাঙ্গিনীর পরিচয় নিয়ে।

জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে, ফেব্রুয়ারি মাস চলে এল, এর মধ্যে সেরিম পুচের কাছে দু'-তিনবার গিয়েছে ইলোনা, শুধু নির্বাণার খোঁজ নিতে। সে যায়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক আসে চেম্বারে। সেরিম পুচে তাকে বারবার এক কথাই বলে, নির্বাণার খোঁজ ও জানে না! হতাশ হয়ে ফিরে আসে ইলোনা।

দাদা-বউদি এখন তাকে নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। সে হাসিমুখে থাকছে, সব বিষয়েই কো-অপারেট করার চেষ্টা করছে। বিয়ে নিয়ে তার যথেষ্ট উৎসাহ। শুধু মাছ, মাংস খায় না বলে একটু ক্ষোভ রয়েছে দাদার। তবে ইলোনা কুহু মিত্রা কথা দিয়েছে, মৌর্যের বিয়ের আগে আগেই রাতের অফিস বন্ধ করে সে দিনের শিফ্‌টে চলে আসবে! কিন্তু উপরে-উপরে যাই দেখাক না কেন, ভিতরে-ভিতরে সে রয়ে গিয়েছে সেই ইলোনা কুহু মিত্রাই! যে এখনও মাঝে-মাঝে রাত তিনটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে লেক গার্ডেন্সের ব্রিজ পার হওয়ার চেষ্টা করে! যে এখনও স্বপ্ন দেখে ভাবে, ওটা স্বপ্নই ছিল তো? মাঝে-মাঝে এখনও বিলবোর্ডে সে দেখে লেখা আছে, 'লুম্বিনী দিস ওয়ে!' এখনও মাঝে-মাঝে রাতের দিকে হিন্দুস্থান পার্ক যায়। গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ কিংবা ঘুরে বেড়ায় রাস্তায়!

ফেব্রুয়ারির শেষে, একদিন বিকেলের দিকে কয়েকটা কেনাকাটা সেরে ইলোনা কুহু মিত্রা যেই সাউথ ইন্ডিয়ান কফি হাউজ়ে ঢোকে কফি খেতে, দেখতে পায় মেঘদূতকে!

মেঘদূতও তাকে দেখতে পায় এবং চিনতেও পারে। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, "ইলোনা? দ্যাখো, দেখেছ তো?"

ইলোনা কুহু মিত্রা হেসে ফেলে, "কী?"

"এই জায়গাটার প্রতি যে আমাদের সত্যিকারের টান আছে, এটা তুমি মানো তো?"

"হ্যাঁ মানি!"

"ওই জন্য আমাদের এখানেই দেখা হয়ে যায়!"

মেঘদূতকে এতদিন পর দেখে ইলোনা কুহু মিত্রা সত্যিই যারপরনাই খুশি হয়ে বলে, "কেমন আছ তুমি?"

মেঘদূত মাথা নাড়ে, "বসো!"

সে বসে পড়ে মেঘদূতের টেবলে,

নির্দ্বিধায়। তার শরীর যেন পালকের মতো হালকা হয়ে যায়!

মেঘদূত কফি আনতে বলে দেয়, "ইলোনা, বিশ্বাস করো, তোমার নম্বরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি! বিদেশে আমার ফোন হারিয়ে সবার নম্বর হারিয়ে একাকার কাণ্ড! আর দেশে ফিরে থেকেই আমি এত ব্যস্ত, বারবার বম্বে যাচ্ছি, নইলে বিদেশ যাচ্ছি! তুমি জানো তো, লন্ডনে একটা ইন্টারন্যাশনাল গিটার ফেস্টিভ্যালে গেলাম আমি? সারা পৃথিবী থেকে সব গিটারিস্টরা এসেছিল। আমি কম্পোজ় করলাম ওদের জন্য। খুব ভাল হয়েছে কাজটা! আই রিয়্যালি এনজয়েড ইট! আই ওয়জ় দ্য ওনলি ইন্ডিয়ান দেয়ার, বুঝেছ?"

"কাগজে দেখেছি! সেই কারণেই আমিও তোমাকে ফোন-টোন করিনি!"

"না, না, আমারই করা উচিত ছিল। নম্বর তো তোমার অফিসে ফোন করলেই পেয়ে যেতাম। তুমি কি এখনও নাইট শিফ্‌টই করো?"

"হ্যাঁ, এবার বন্ধ করে দেব। দাদা আপত্তি করছে!"

"দাদা-বউদিকে তুমি এখনও জ্বালাচ্ছ, না?"

ইলোনা হেসে ওঠে হো, হো করে, "শাট আপ!"

"তারপর? আর কী খবর?"

"এই আমার ভাইপোর বিয়ে, বৈশাখে। সেই নিয়েই ব্যস্ত।"

"বিগ ইভেন্ট অ্যাহেড! হ্যাঁ?"

"হবেই, সবার চোখের মণি!" ইলোনা মুখের হাসিটাকে একটু কর্নার করে দিতে -দিতে বলে, "জুরা কেমন আছে মেঘদূত?"

"ভালই আছে। আমার সঙ্গে তো দেখা হয় না। নতুন ক্লাস এবার ওর। ক্লাস থ্রি! খবর পাই, এই আর কী!"

কফি শেষ হয়ে যায় দ্রুত। ইলোনা উঠে দাঁড়ায়, "থ্যাঙ্কস ফর দ্য কফি!"

"চলো, দেখা হবে।"

ইলোনা ক্যান্টিন পার হয়ে, বারান্দার সিঁড়িগুলো পার হয়ে কম্পাউন্ডের মধ্যে দিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে। ঠিক আমগাছটার নীচে মেঘদূত পিছন থেকে ডেকে দাঁড় করায় তাকে, "ইলোনা?"

অন্ধকার নেমে গিয়েছে। স্ট্রিট লাইট জ্বলে গিয়েছে, তবু এক আবছা পরিসরে ইলোনা ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পায়, মেঘদূতের মুখটা বদলে গিয়েছে! থমথম করছে। মেঘদূত তার কাঁধটা চেপে ধরে, "শোনো, তোমার ফোন নম্বর হারায়নি! আমি ইচ্ছে করেই যোগাযোগ করিনি তোমার সঙ্গে!"

"কেন?" মুহূর্তে রূঢ় হয়ে ওঠে ইলোনার কণ্ঠস্বর! ফুঁসে ওঠে সে, হাত চেপে ধরে মেঘদূতের, "কেন করোনি?"

"কারণ, সেদিন দুপুরের পর থেকেই আমি জানতাম, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি! আমি তোমাকে জড়াতাম না নিজের সঙ্গে। মন অন্য কোনও দিকে সরাতে চাই না! আমি কাউকে জড়াতে চাই না নিজের সঙ্গে। জুরার দিক থেকে মন অন্য কোনও দিকে সরাতে চাই না!"

রুক্ষ চোখে ইলোনা তাকিয়ে থাকে মেঘদূতের দিকে, হাতটা ছেড়ে দেয়।

মেঘদূত বলে, "তুমি কি কষ্ট পেয়েছিলে? তুমি কি অপেক্ষা করেছিলে আমার জন্য?"

"একটু তো কষ্ট পেয়েইছি, একটু অপেক্ষা তো করেইছি!" ইলোনা জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত স্বরে কথা বলে, "তুমি দ্যাখোনি বলে, তুমি জানো না বলে কিছুই ঘটেনি, তা তো নয়! কিন্তু এখন সব ঠিক আছে। এখন আর কোনও অসুবিধে নেই!"



ইলোনা কুহু মিত্রা দাঁড়িয়ে থাকে আমগাছের নীচে, মেঘদূত বেরিয়ে যায় গেট দিয়ে।

তার পাঁচ-সাত মিনিট পরে সে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে বাড়িটাকে পিছনে ফেলে। অদূরে তার গাড়ি, সেই জায়গাটা একদম অন্ধকার। গাড়িতে উঠে এই অন্ধকারটার সাহায্য নিয়ে স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ইলোনা কুহু মিত্রা কেঁদে ওঠে, "তুমি আমাকে কেন ছেড়ে চলে গেলে মেঘদূত? কেন চলে গেলে? তুমি ফিরে এসো। ফিরে এসো! আমি কত ফোন করলাম তোমায়, কত ফোন করলাম! তুমি আমার একটা ফোন ধরলে না। আমি কত মাথা কুটলাম, তুমি একবার ঘুরেও তাকালে না! বিনা দোষে এত শাস্তি দিলে? এত কাঁদালে? জ্বর গায়ে বেরিয়ে এলাম, তুমি আমার একটা খোঁজও নিলে না মেঘদূত?"

প্রকৃত প্রস্তাবে, ইলোনা কুহু মিত্রার জীবনে মেঘদূত নামে কেউ কখনও ছিলই না! তাও এত ঘটনা ঘটে গেল! আসলে, ইলোনা কুহু মিত্রার মতো মেয়েদের জীবনে প্রেমটা একটা স্ট্রাগল। যতক্ষণ স্ট্রাগলটা থাকে, ততক্ষণ প্রেমটাও থাকে। স্ট্রাগল শেষ হয়ে গেলে, নির্বাপিত হয় প্রেম। এটা এক ধরনের সংস্কার। এক প্রকারের স্বভাব! একরকম পাগলামিই বলা চলে! এই সংঘর্ষের মধ্যে উজ্জীবিত হয়ে থাকে প্রেম। শোকের সংস্থান না থাকলে প্রেম তার সারবত্তা হারায় ইলোনা কুহু মিত্রার মতো মেয়েদের কাছে। ইলোনা কুহু মিত্রার মতো মেয়ে মানে? মানে, যেসব মেয়েরা স্বাধীন! শরীরে, মনে, সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে স্বাধীন! আর স্বাধীনতা তাদের কাছে একঘেয়েমি! এই একঘেয়েমি থেকে বেরতেই কি তারা মাঝে মাঝে মন বন্ধক দেয়? তারপর যে আঘাত তারা পায়, যে অপমান সহ্য করে, যে বিচ্ছেদের আগুনে পোড়ে, তার মধ্যে দিয়েই কি পৃথিবীর জল, মাটি, আকাশ, বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয় তাদের? নইলে স্বাধীন হতে-হতে তারা কি ফানুসের মতো উড়ে চলে যেত অন্য কোথাও? অন্য লোকে? ভাগ্যিস, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও একরকম পরাধীনতা!

মৌর্যর বিয়ের সানাই বেজে ওঠার ঠিক দিনতিনেক আগে রাতের দিকে ফোনটা

MYYRIAD
THE BEST RATE IN TOWN
9874233244
9874233200
Email:myyriad14@yahoo.com
www.myyriad14online.com
Nr. Abhishikta, Kalikapur. EM Byepass & P.A.Shah Rd Connector

প্রতিটা কেনাকাটায় পাচ্ছেন আকর্ষনীয় পূজো উপহার

The Largest Showroom in South Kolkata for Modular Kitchen & Kitchen Appliances

Come Today or call us, our executive will be at your doorstep

We deal in Chimney, Water Purifier, Inverter & Battery, Hobs, Geyser, Cooking Range, Dishwasher & Lots more...

FABER
KUTCHINA
SHAKERS
KENT
EUREKA FORBES
LUMINOUS
EXIDE

আপনার স্বপ্নের রন্নাঘর, আপনার সাধ্যের মধ্যে
We Are The Master In MODULAR KITCHEN



বেজে ওঠে ইলোনা কুহু মিত্রার। আননোন নাম্বার! ফোন ধরে ইলোনা, "হ্যালো?"

"ইলোনা?"

চমকে উঠে ইলোনা, "নির্বাণা?"

"হ্যাঁ ইলোনা!"

একটু সময় নেয় ইলোনা। আনন্দের চোটে কী বলবে ভেবে পায় না! তারপর নির্বাণা রুদ্রাণী খিরিকে ফোনের ভিতর দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরার মতো করে সে বলে, "নির্বাণা, আমি তোমাকে ভীষণ মিস করি! তুমিও আমাকে ইনকমপ্লিট রেখে চলে গেলে নির্বাণা?"

"কেন? আমি তো তোমাকে সব দেখিয়েছি?"

"দেখিয়েছ! কিন্তু তারপর তো আর ভেসে থাকা মানুষটাকে আর একবার দেখতে চাই! আমি অনভিজ্ঞ, বোধহীন! তাই আমি ওই স্বপ্নটাকে গ্রাহ্যই করিনি। তুমি আমাকে আর একবার ওই স্বপ্নটার কাছে পৌঁছে দাও, প্লিজ় নির্বাণা?"

"আর মেঘদূত? তুমি মেঘদূতকে মিস করো না ইলোনা?"

খুব অভিমানভরে ইলোনা কুহু মিত্রা বলল, "ওর কথা বাদ দাও তো! হতচ্ছাড়া একটা। দুঃখের বোঝা বাড়াবে বলে এসেছিল। মনে আবার পড়বে না? সব সময়ই তো মনে পড়ে।"

"তবু তোমার মনটা এখন অনেক শান্ত, তাই না?"

"অনেক। শুধু তোমার সঙ্গে যদি একবার

দুপুরের পর থেকেই আমি জানতাম, কোন দিকে যাচ্ছি! আমি তোমাকে জড়াতাম না নিজের সঙ্গে। মন অন্য কোনও দিকে সরাতে চাই না!

একটা জায়গায় পৌঁছনোর ছিল? তাই না নির্বাণা?"

"তুমি পবিত্র হতে চাও? মেঘদূতকে ডিসওন করতে হবে যে তা হলে! সব ডিসওন করতে হবে! বুঝতে পারছ তো? খুব কঠিন পথ! ওই পাথরটা সব স্মৃতি শুষে নিয়ে তোমাকে নিঃস্ব করে দেবে! তোমার মাথার ভিতরেও মুছে যাবে এই জগৎটা।"

ইলোনা বলল, "নির্বাণা, আমি ওই শূন্যে দেখা হত!"

"তুমি আসবে?"

"কোথায়?"

"লাদাখ? আমাদের নানারিতে?"

"হ্যাঁ, আসব!"

"তা হলে তুমি সেরিম পুচের কাছে যাও। হি উইল হেল্প ইউ। ও তোমাকে সব বলে দেবে!"

"আসব নির্বাণা। ডেফিনিটলি আসব!"

"যতদিন না আসতে পারছ, ওই চ্যান্টটা বলা বন্ধ কোরো না! আর তোমার বাড়ির কাছেই একটা মনাস্ট্রি আছে না? গো দেয়ার সাম টাইম ইলোনা! স্পেন্ড সাম টাইম দেয়ার। মে বি কাপল অফ ডেজ় ইন আ উইক? সিট! প্রে!"

দিব্যি হইচই করে, আনন্দ অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয়ে যায় মৌর্যর। মাসখানেক কলকাতায় কাটিয়ে আমেরিকার প্লেনে উঠে পড়ে নবদম্পতি।

বাড়ির পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। সকালে কোর্টে বেরিয়ে যায় দাদা-বউদি। দুটোর শিফ্‌টে অফিসে চলে যায় সে-ও। ফেরে রাত দশটায়। রাতে এখনও কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। ব্যালকনির রকিং চেয়ারে বসে নির্জন হয়ে আসা শহরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ইলোনার মনে হয়, কী চেনা এই পৃথিবীটা! এক-আধদিন ওভাবে বসে-বসে ভোর দেখতে পায়! আর সেই সন্ধিক্ষণে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার। সে এমনভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকায়, যেন মনে হয়, যে-কোনও মুহূর্তে ওই শূন্যে ভাসমান মানুষটাকে দেখতে পাবে! ব্যালকনির গ্রিলটা দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মুখে উচ্চারণ করে করে বলে যে, সে লাদাখ যাবে! লাদাখ! লাদাখ — বললেই কোথা থেকে ছুটে আসে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া! ইলোনা কুহু মিত্রার শরীরটা জুড়িয়ে যায় সেই ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শে!

অলঙ্করণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য